স্বামী-পুত্র-সংসার

[সামাজিক নাটক]

শাঁখা দিওনা ভেঙে, কুলভাঙা ঢেউ, তরণীসেন বধ প্রণেতা —

শ্রীকমলেশ ব্যানার্জী

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
তপোবন নাট্যকোম্পানীতে অভিনীত

প্রথম রজনী
অভিনয়—শোভাবাজার রাজবাড়ী

—বিক্রয় কেন্দ্র—

ভৈরব পুস্তকালয়

১৩।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩

মূল্য—ছয় টাকা।

—ঃ প্রকাশক ঃ—

সাহিত্য মালা
৯৮।২ রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

—ঃ মুদ্রক ঃ—

ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
'অবলা প্রেস'
১।এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

অর্পণ

যার অকৃপণ সহযোগীতায়, সাহায্যের ফলে আমি উদ্দাম উৎসাহে নাটক লেখায় মনোনিবেশ করতে পারি আমার সেই স্নেহের অনুজ—
শ্রীসুভাষ ব্যানার্জীর (গণেশ) হাতে এই নাটকখানি তুলে দিলাম।

ইতি—মনিদা

কমলেশ ব্যানার্জী

১০৮।১২ অশোকনগর

২৪-পরগণা

যাত্রার শ্রেষ্ঠ নাটক

❋ ❋ ❋

ব্রজেন্দ্রকুমার দের—সতী করুণাময়ী, পরাজিত মেঘনাদ।

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের—মেহেরুন্নেসা, তাজমহল, চিড়িয়াখানা, বিবি আনন্দময়ী, বর্ণপরিচয়, পাগলা-গারদ, অচল পয়সা।

রঞ্জন দেবনাথের—বিদূষী ভার্য্যা, যোগ-বিয়োগ-গুন-ভাগ, গলি থেকে রাজপথ, কোন এক গাঁয়ের বধূ, কন্যাদায়, সংসার গেল ভেঙে, বিধিলিপি।

কমলেশ ব্যানার্জীর—শাখা দিওনা ভেঙে, অভিশপ্ত ফুলশয্যা, স্বামী-পুত্র-সংসার, তরণীসেন বধ, ঘূর্ণিঝড়, আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও, হাসির হাটে কান্না, কুলভাঙা ঢেউ, সমাজ, মার্ডার।

প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের—নীল আকাশের নীচে, সূর্য্য আলো দাও।

বীর সেনের—যুগের ধারাপাত।

চণ্ডীচরণ ব্যানার্জীর—সিঁদুর পরিয়ে দাও, রোদনভরা বসন্ত, শেষ উত্তর, সূর্য্যমুখীর সংসার, ডাক্তার, জীবন মরণ।

নির্মল মুখার্জীর—মা যদি মন্দ হয়।

নারায়ণ চন্দ্র দত্তের—আপনজন।

সত্যপ্রকাশ দত্তের—বধূ কেন কাঁদে, কাঁচ কাটা হীরে, অভিশপ্ত ছিয়াত্তর।

—প্রাপ্তিস্থান—

ভৈরব পুস্তকালয়

১৩।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ভূমিকা

সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী সামাজিক নাটক যা সত্য হয়-হয়ে আসছে এই কাহিনীর মূলে আছে তাই। বিরাট ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ সরল সত্যবাদী ধর্ম ভীরু এক পরিবার। সব আছে—গাড়ী, বাড়ী, টাকা পয়সা কোন কিছুরই ওদের অভাব নেই। শুধু অভাব আছে একটি সন্তানের। আর সেই অপূরণেয় অভাবের ব্যথা বুকে নিয়েও ওরা স্বামী-স্ত্রী চেয়েছিল একরাশ হাসি দিয়ে একটা সুখের ইমারত গড়তে।

কিন্তু সুযোগ সন্ধানী মানুষ চুপ করে বসে রইল না, তারাও এগিয়ে এলো। তাদের যুক্তিতে কি করে যে বন্ধ্যা আজ সন্তানের মা হল, কেউ তা জানতে পারলো না। জানতো শুধু সন্তানের মা আর তার জন্মদাতা। শুরু হল নাটকের ঘাত প্রতিঘাত। সন্তান নিয়ে চললো ব্ল্যাকমেলিং, এলো সন্দেহ—সুরু হল দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাসের কালো ধোঁয়ায়। শান্তির সংসারে হু হু করে জ্বলে উঠলো অশান্তির আগুন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গড়ে উঠলো সন্দেহের পাঁচিল—বিভেদের সিদ্ধান্ত। কার ছেলে-কে ওর জন্মদাতা-কে ওর পিতা- চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিল নাটকের শেষ দৃশ্যে।

এই নাটকখানি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীতুলাল চট্টোপাধ্যায়। সুরারোপ করেছেন সুরের যাতুকর শ্রীপঞ্চানন মিত্র, এবং নাটকখানি জন-সমাদৃত করতে তপোবন নাট্যকোম্পানী যেভাবে অজস্র অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করেছেন, তার তুলনা হয় না। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। ইতি—

কমলেশ

চরিত্র পরিচিতি

পুরুষ-চরিত্র

অনুপম	মমতা কটন মিলের মালিক
ভোলানাথ	ঐ পুরোনো ভৃত্য
সুদীপ	ঐ কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী
বাপী	কারছেলে ? ?
মিহির	অনুপমের বন্ধু
বিভাষ	একজন শিক্ষক
সুভাষ	ঐ ভাই
দিগম্বরবাবু	মুরারীপুকুরের একজন সাধারণ মানুষ
চাঁদু	ঐ পুত্র
বসন্ত	অনুপমের শ্যালক
কেষ্ট	ঐ সাগরেদ
বিজয়	ঐ সাগরেদ
বিমল	ভাগ্যবিড়ম্বিত অন্ধ মানুষ
মিঃ গুপ্ত	পুলিশ ইন্সপেক্টর

পুলিশ, জনতা ইত্যাদি

স্ত্রী-চরিত্র

মমতা	অনুপমের স্ত্রী
সন্ধ্যা	অনুপমের বোন
শুভ্রা	অনুপমের পালিত বোন
কাবেরী	বিভাষের স্ত্রী

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা অভিনেতৃবৃন্দ

স্থান ::—শোভাবাজার রাজবাড়ী

অনুপম :	মনোজকুমার।
ভোলানাথ :	হরিস সর্দার।
সুদীপ :	সঞ্জীবকুমার।
বাপী :	একজন শিশু শিল্পী।
মিহির :	সুদীপ্ত চ্যাটার্জী।
বিভাষ :	কিংশুক সেন।
সুভাষ :	শ্রীকান্ত বিশ্বাস।
দিগম্বর :	দ্বিজেনবাবু।
চাঁদু :	কমলেশ ব্যানার্জী।
বসন্ত :	সুবীর কুমার।
কেষ্ট :	দীপক চ্যাটার্জী।
বিজয় :	নন্দ গোস্বামী।
বিমল :	জনার্দ্দন নন্দী।
মিঃ গুপ্ত :	শান্তিময় চৌধুরী।
মমতা :	কনকলতা।
সন্ধ্যা :	মাধবী সর্দার।
শুভ্রা :	কাবেরী বিশ্বাস।
কাবেরী :	অপর্ণা চ্যাটার্জী।

স্বামী-পুত্র-সংসার

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

অনুপমের বাড়ী।

মিহির ও সন্ধ্যার প্রবেশ।

মিহির। বল কি সন্ধ্যা, সংসারের চাবিকাঠী তোমার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছে!

সন্ধ্যা। সবই আমার দুর্ভাগ্য। নইলে এই বয়সে বিধবাই বা হব কেন আর ভাইয়ের সংসারেই বা পড়ে থাকতে হবে কেন!

মিহির। আচ্ছা—অনুপম তোমার যত্নটত্ন করে না?

সন্ধ্যা। তার কথা আর বল না মিহিরদা, হাজার হোক সং-ভাইতো। তবু বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন একরকম ছিল, এখন সে বৌদির আঁচলে গেরো বাঁধা হয়ে থাকে।

মিহির। সেকি! অনুপম—

সন্ধ্যা। একেবারে বৌয়ের ভেড়া হয়ে গেছে। আমার যদি কোন-দিন কোন কিছুর দরকার হয়—তাহলে ঐ বৌদির কাছেই হাত পাততে হয়।

মিহির। হাউ স্ট্রেঞ্জ! তাহলে তো তোমার খুব কষ্ট হয় দেখছি।

সন্ধ্যা। শুধু কি তাই—এই ছ-বছর হোল দাদার বিয়ে হয়েছে, এতদিন কোন ছেলেপুলে হয়নি। এবার বৌদির পেটে বাচ্চা এসেছে—আর সেই গরবে বৌদির মাটিতে পা পড়ছে না।

মিহির। আচ্ছা—বছর আটেক আগে তোমার বাবা বর্দ্ধমান স্টেশন থেকে যে মেয়েটাকে কুড়িয়ে এনেছিল সে এখন এখানে থাকে না ?

সন্ধ্যা। থাকে-না আবার ! এখন সে দিব্যি সেয়ানা হয়েছে। দিনে দিনে দেখছি আমার চেয়ে এ বাড়ীতে তারই অধিকার বেড়ে যাচ্ছে।

মিহির। অ্যাবসার্ড ! কোথাকার কোন কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে, তার আবার কিসের অধিকার !

সন্ধ্যা। তা বললে কি হবে। দাদা বলে, কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে হলেও ও আমার নিজের বোন। তাইতো তাকে আদর দিয়ে দিয়ে এমন মাথায় তুলেছে যে সে আমাকেও গ্রাহ্য করে না।

মিহির। সহ্য করো না—একদম সহ্য করো না। ভুলে যেও না—মা তোমাদের ভিন্ন হলেও বাবা তোমাদের এক, এখানে তোমার সমান অধিকার আছে।

সন্ধ্যা। কিন্তু ডাইনী বৌদিটা যে দাদাকে যাদু করেছে। অধিকার দেখাতে গেলে যদি আমাকে তাড়িয়ে দেয়—তাহলে আমি কোথায় যাবো ? আজ যে আমার জীবন একটানা অন্ধকার—

মিহির। আমিই তোমার জীবন আলোয় ভরিয়ে দেবো সন্ধ্যা—।

সন্ধ্যা। কি বলছো তুমি মিহিরদা ! তুমি—

মিহির। আজও আমি তোমাকে ভালোবাসি। প্রথম যৌবনে তোমাকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম—আজ আমি সেই স্বপ্নকে স্বার্থক করতে চাই।

সন্ধ্যা। মিহিরদা—!

মিহির। জানো সন্ধ্যা, বিলেতে বসে যখন তোমার বিয়ের সংবাদ

পেলাম তখন যে আমার কি অবস্থা হয়েছিল—তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না। সাতদিন সাতরাত তোমার কথা ভেবে ভেবে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। এখন তুমি যদি রাজী থাকো তাহলে আবার আমরা আগের জীবনে ফিরে যাবো—তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো।

সন্ধ্যা। মিহিরদা—মিহিরদা, এ তুমি আমাকে কি প্রলোভন দেখাচ্ছো!

মিহির। প্রলোভন নয় সন্ধ্যা—যা সত্যি তাই বলছি।

সন্ধ্যা। সমাজ—সংস্কার—

মিহির। ড্যাম ইওর সমাজ, আমি তোমাকে নিয়ে বিলেতে চলে যাবো।

সন্ধ্যা। বিলেতে নিয়ে যাবে! সত্যি বলছো! জানো—জানো মিহিরদা, আমার মনে অনেক স্বপ্ন জমে আছে, তুমি—তুমি তা পূর্ণ করবে!

মিহির। নিশ্চয়ই পূর্ণ করবো। কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে যা বলবো তাই করতে হবে। বল—রাজী আছো?

সন্ধ্যা। আমি রাজী। তুমি যা বলবে আমি তাই করবো। বল কি করতে হবে?

ভোলা (নেপথ্যে)। বড় খুকি—ও বড় খুকি—

সন্ধ্যা। এই, চাকরটা আসছে!

মিহির। (কথার মোড় ঘুরায়) হাঃ-হাঃ-হাঃ, বল কি সন্ধ্যা, এতদিন পরে অনুপম তাহলে ছেলের বাপ হতে চলেছে!

সন্ধ্যা। তবে আর বলছি কি। ছ-বছর পরে—একি কম আনন্দের কথা! আমি তো ভেবেছিলাম—বৌটা বাঁজা, ছেলেপুলে হবেই না।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। হ্যাঁ, এই নিয়ে তুমি কতবার আমার সঙ্গে ঝগড়াও করেছো, এখন দেখ আমার কথা সত্যি হল কি না। আরে—কে ও—মিহির দাদাবাবু যে! কবে দেশে ফিরলে?

মিহির। এই কয়েকদিন হল। তা তোমরা সব ভালো তো?

ভোলা। হ্যাঁ-হ্যাঁ ভালো, দুঃখ শুধু এই বড় খুকিমার জন্য। এই কাঁচা বয়সে—

সন্ধ্যা। থাক থাক, তুমি তোমার বৌমণির পা ধোওয়া জল খাওগে যাও, আমার জন্যে আর দুঃখ করতে হবে না।

ভোলা। ছাই দেখ দিকিনি—খামকা আমার উপর রেগে গেলে কেন! এই তোমার বড় দোষ—সব সময় তিরিক্ষি মেজাজ হয়েই আছো।

সন্ধ্যা। আহাহা কি আমার ধোয়া তুলসি পাতারে! জানো মিহিরদা, ঐ হতচ্ছাড়ী বৌদির উস্কানীতেই চাকর-বাকরগুলো পর্যন্ত আমার কথা শুনতে চায় না।

ভোলা। খবরদার বড় খুকী, বৌমনির নামে যা তা বলুনি, বৌমনি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষী পিত্তিমে।

সন্ধ্যা। লক্ষী পিত্তিমে না ছাই—ডাইনী ডাইনী।—

ভোলা। ডাইনি তুমি। এই স্বভাবের জন্যেই কারোও সঙ্গে তোমার বনেনা।

সন্ধ্যা। শুনছো—শুনছো মিহিরদা, একটা চাকরের কথার ধরন শুনছো!

মিহির। হ্যাঁ—শুনছি।

ভোলা। এখন বল—আজ একাদশীতে কি দিয়ে ফলার করবে?

সন্ধ্যা। তোমার মাথা দিয়ে ফলার করবো।

বাজারের ফর্দ ও টাকা হাতে শুভ্রার প্রবেশ।

শুভ্রা। ভোলাকাকা—ও ভোলাকাকা—

সন্ধ্যা। ঐ সেই আদরের ধিঙ্গি বোনটি আসছেন।

শুভ্রা। ভোলাকা—ভোলাকা, এই নাও—বৌদি বাজারের ফর্দ ও টাকা দিল, যাও তাড়াতাড়ি বাজারটা করে আনো।

ভোলা। যাচ্ছি ছোটখুকি—

শুভ্রা। আর শোন, বৌদি বললে—দিদির একাদশীর জন্যে ভাব দই আর মিষ্টি এনো—বুঝলে?

ভোলা। আচ্ছা। শুনলে তো—শুনলে, তোমার খাওয়ার জন্য বৌমনির কত চিন্তা। আর তুমি কিনা তারই নিন্দে কর! যত সব ইয়ে—

[প্রস্থান।

শুভ্রা। একি আপনি—

মিহির। আমাকে চিনতে পারলে না! আমি—

শুভ্রা। চিনেছি—চিনেছি, আপনি তো মিহিরদা। বিলেতে না কোথায় ছিলেন—বছর পাঁচেক আগে একবার এসেছিলেন।

মিহির। তোমার ঠিক মনে আছে তো দেখছি!

শুভ্রা। কেন থাকবে না। দিদি, তোমাকে একবার বৌদি ডাকছে।

সন্ধ্যা। হুঁঃ—দিদি সাত জন্মের দিদি, বৌদি ডাকছে—কেন আমি কি তার হুকুমের চাকর যে ডাকলেই যাবো?

মিহির। এ তোমার অন্যায় কথা সন্ধ্যা। ডাকলেই সে হুকুম করা হোল তার কোন মানে নেই। যাও—কেন ডাকছে শুনে এসো।

সন্ধ্যা। হ্যাঁ যতক্ষণ থাকবো ততক্ষণ শুনতেই হবে। তুমি যেন জলখাবার না খেয়ে চলে যেও না। অনেক কথা আছে, বুঝলে—

[প্রস্থান।

শুভ্রা। বাবা—সবটাতেই দোষ। কোন সময় দেখলাম না যে একটু শান্ত মেজাজে কথা বলে।

মিহির। ওর কথা ছেড়ে দাও। প্রত্যেক সংসারেই ওরকম এক আধজন থাকেই। আচ্ছা—কি নাম যেন ছিল তোমার?

শুভ্রা। শুভ্রা।

মিহির। হ্যাঁ-হ্যাঁ শুভ্রা। আচ্ছা শুভ্রা, তোমার সেই দাদার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি?

শুভ্রা। না।

মিহির। তাহলে তো তোমার মনে খুব দুঃখ।

শুভ্রা। দুঃখ আছে সত্যি, কিন্তু দাদা আর বৌদি ভালোবাসা দিয়ে সে দুঃখ দূর করে দিয়েছে।

মিহির। যতই ভালবাসা দিক তবু তো আপন জন নয়।

শুভ্রা। তার চেয়ে কমও নয়। ওকি—আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন!

মিহির। বাগানে ফুল ফুটলে সকলেই তো তাকিয়ে থাকে।

শুভ্রা। তার মানে?

মিহির। গায়ে গায়ে বেশ ঝাড়া দিয়ে উঠেছো দেখছি। ঠিক যেন মনে হচ্ছে একটি টাটকা গোলাপ।

শুভ্রা। বুঝেছি—বুঝেছি, গোলাপ দেখলেই আপনার ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু গোলাপ গাছে যে কাঁটা থাকে—এ কথাটা ভুলে যাবেন না যেন।

মিহির। কি বললে ?

শুভ্রা। শিগগীর যান, দিদি হয়তো আপনার জন্য জলখাবার নিয়ে বসে আছে।

মিহির। ও হ্যাঁ-হ্যাঁ কথাটা ভুলেই গেছিলাম। আচ্ছা—চলি, পরে এক সময় এসে তোমাকে বিলেতের গল্প শুনিয়ে যাবো—

[প্রস্থান।

শুভ্রা। হুঁ বিলেতের গল্প শোনাবে! আমি যেন কচি খুকি-ওর মতলব বুঝতে পারিনি!

একটি ঝোলা ব্যাগ কাঁধে সুদীপের প্রবেশ।

সুদীপ। সুন্দরী, তুমি শুকতারা সুদূর শেল শিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা দর্শন দিও দিক ভ্রান্তে।

শুভ্রা। থাক থাক আর কবিতা আওড়াতে হবে না, আমি এখানেই আছি।

সুদীপ। হে শুভ্রা সুমধুরভাষিণী—

শুভ্রা। আচ্ছা—তুমি কি বলতো দীপ ?

সুদীপ। কেন আমি সুদীপ চ্যাটার্জী—একটা জলজ্যান্ত মানুষ।

শুভ্রা। আহা-হা জলজ্যান্ত মানুষ। যখন তখন এসেই কবিতা। এতই যখন কবিতা বলার শখ, তখন কবি না হয়ে মমতা কটন মিলে কলম পেশা চাকরী কর কেন ?

সুদীপ। উপায় নেই বলে, কলম যদি না ধরি তাহলে যে তোমার দাদা মাসে মাসে মাইনেটি দেবেন না। আর মাইনে না পেলে দক্ষিণ হস্ত যে একেবারে স্ট্রাইক করে বসবে।

শুভ্রা। এতই যদি বোঝো তাহলে রোজ একবার করে অফিস ফাঁকি দিয়ে আমাদের বাড়ীতে ঢু মারো কেন শুনি ?

সুদীপ। তোমাকে দেখতে।

শুভ্রা। কেন আমার কি রূপ গজিয়েছে নাকি ?

সুদীপ। তা সত্যি কথা বলতে কি—যত দিন যাচ্ছে ততই তোমার রূপ বাড়ছে। তাইতো সারাদিনের মধ্যে যদি তোমাকে একবার না দেখতে পাই তাহলে রাত্রে আমার ঘুমই আসে না।

শুভ্রা। (ভেংচি কেটে) আমার ঘুমই আসে না—হ্যাংলা কোথাকার—।

সুদীপ। স্বীকার করি। কিন্তু তুমিও তো আমার চেয়ে কম হ্যাংলা নও—।

শুভ্রা। কি—আমি হ্যাংলা—!

সুদীপ। নয়তো কি। আমি তো রোজ দেখি, তুমি দোতালার জানলার ধারে বসে আমার জন্যে পথের দিকে চেয়ে থাকো।

শুভ্রা। কথনও না।

সুদীপ। কথনও হ্যাঁ।

শুভ্রা। তুমি মিথ্যেবাদী।

সুদীপ। কি—আমি মিথ্যেবাদী! ঠিক আছে, আমি যখন মিথ্যেবাদী তখন আর এখানে আসবো না।

একখানি বই হাতে অনুপমের প্রবেশ।

অনু। হ্যাণ্ড্‌স্ আপ, ইউ আর আণ্ডার এ্যারেস্ট।

শুভ্রা। দাদা—!

অনু। ঠিক সময় মত এসে পড়ছি—কি বল, নইলে চোর তোর মন চুরি করে পালিয়ে যেতো।

সুদীপ। স্যার—

অনু। আবার স্যার কেন? ওসব স্যার ট্যার অফিসে গিয়ে বলবে সুদীপ, এখানে যখন আসবে—তখন শ্রেফ অনুপমদা বল ডাকবে।

সুদীপ। স্যার—সরি অনুপমদা, এই দেখুন আমাদের মিলে তৈরী নতুন ডিজাইনের কাজ করা শাড়ী, বাজারে খুব চলবে বলে মনে হয়। (ব্যাগ থেকে শাড়ী বের করে দেখায়)

অনু। তাতো চলবেই, তা শাড়ী দেখাতে এসেছো না এই শাড়ী যাকে পরলে মানায় তাকে দেখতে এসেছো।

সুদীপ। না-মানে—আপনি ফোন করে বললেন অফিসে যাবেন না—তাই—

অনু। তাই তুমি নিজেই শাড়ীখানা নিয়ে হাজির হয়েছো?

শুভ্রা। দাদা, তুমি এই ভদ্রলোককে বারণ করে দাও—যখন তখন যেন এবাড়ীতে না আসে—।

অনু। ঠিক মন থেকে বলছিসতো?

শুভ্রা। হ্যাঁ-তা—মানে—মানে—

অনু। না-না-ঐ মানে—মানেতেই বুঝে নিয়েছি এ তোর মনের কথা নয়। আজ যদি ওকে আসতে বারণ করে দিই তাহলে তোর মুখখানাই অন্ধকার হয়ে যাবে। সুদীপ, ঐ শাড়ীখানা শুভ্রার হাতে দাও, আর আজ থেকে এই শাড়ীর নাম দিলাম—"শুভ্রা শাড়ী।"

সুদীপ। (শাড়ী দিয়া) আমি এখন আসি স্যার।

অনু। আবার স্যার—

সুদীপ। সরি—অনুপমদা—[প্রস্থান।

অনু। আরেরে সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছে যে! ও শুভ্রা—

শুভ্রা। আমি তার কি করবো ?

অনু। কি করবি মানে! এত কষ্ট করে তোর জন্য শাড়ী বয়ে আনলো—আর শুধু মুখে চলে যাবে! মা-একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে—দুটো মিষ্টি কথা বলে—

শুভ্রা। ধ্যেৎ—[প্রস্থান।

অনু। হাঃ-হাঃ-হাঃ-কি সুন্দর সরল স্বভাব। কে বলবে যে ও আমার নিজের বোন নয়। (চেয়ারে বসে বই পড়তে থাকে)

মমতার প্রবেশ।

মমতা। এই যে মশাই, শুনছেন—

অনু। আজ্ঞা করুন মেম সাহেব।

মমতা। একি—আবার হাতে বই! হয়েছে হয়েছে-আজ সব কাজ পণ্ড হয়েছে। বলি—শুনছো!

অনু। কান খোলাই আছে, বলে যাও।

মমতা। সন্ধ্যা ঠাকুরঝি ভীষণ রেগে গেছে।

অনু। এ আর নতুন কথা কি, রাগ তো তার অঙ্গের ভূষণ,—

মমতা। সত্যি, ওযে কখন কি জন্য রাগে বুঝতে পারিনা। আমি জল খাবার খাওয়ার জন্য যেই ডাকতে গেছি—অমনি আমার উপর তেলে বেগুনে জলে উঠেছে।

অনু। যাকগে যাক, তুমি সে জন্য কিছু মনে করনা যেন। জানো—ইতো ও ঐ প্রকৃতির মানুষ। তাছাড়া কথা কি জানো মমতা, সৎবোন হলেও বোনতো, তার উপর অকালে বিধবা হয়েছে—তাই অন্যায়

করলেও কিছু বলতে পারি না। হয়তো মনে দুঃখ পাবে, হয়তো ভাববে—সৎবোন বলেই বুঝি আমি তাকে সহ্য করতে পারিনা।

মমতা। আমিওতো সেই জন্যেই কিছু বলিনা। নইলে যে ব্যবহার ও করে—যাক সেকথা, এখন তোমার মতলব খানা কি বলতো দেখি। আজ অফিসে—যেতে হবেনা ?

অনু। না আজ বাইরের অফিসে এ্যাবসেণ্ট হয়ে ঘরের অফিসে প্রেজেণ্ট থাকবো।

মমতা। ঘরের অফিস—মানে !

অনু। মানে—মমতা কটন মিলে না গিয়ে মমতা সুন্দরীর কাছে থাকবো।

মমতা। বুঝলাম, কিন্তু ঘরে বসে থেকে কি করবে শুনি ?

অনু। মনের আনন্দে তোমার সঙ্গে ঝগড়া।

মমতা। আমি তো আর ঝগড়াটি নই মশাই যে পাল্লা দেব।

অনু। তাহলে ভালোবাসার গল্প করবো ঐ মুখের দিকে চেয়ে।

মমতা। ধ্যেৎ—অসভ্য কোথাকার—!

অনু। বুঝেছি—বুঝেছি, এখন থেকেই তুমি আমাকে এড়িয়ে চলতে চাইছো। এর পরতো পাত্তাই দেবে না।

মমতা। আচ্ছা-ছেলের বাপ হতে চলেছো, অথচ এখন পর্যন্ত তোমার ছেলেমি স্বভাবটা গেলনা।

অনু। ঐখানেই তো ভয় মমতা।

মমতা। কিসের ভয়—?

অনু। তুমি যখন ছেলের মা হবে তখন তো তাকে নিয়েই ব্যাস্ত থাকবে, আর এই অধম স্বামীটি যে তখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়ে যাবে।

মমতা। আবার! বেশ—তুমি বক বক কর, আমি চললাম।

অনু। উঁহু সেটি হচ্ছে না—(হাত ধরে)

মমতা। এই—ছাড়ো—ছাড়ো—

অনু। না-না ছাড়াতো দূরের কথা, আরও আঁকড়ে ধরবো। —আমি তৃষিত চকোর মরিয়ে পরানে মিটাও প্রাণের পিয়সা, চোখে চোখে চাও, দাও আর নাও—সুমধুর ভালোবাসা।

শুভ্রার পুনঃ প্রবেশ।

শুভ্রা। দাদা—দাদা—

অনু! এই মরেছে! আসার আর সময় পেলনা! লাভ সিনটা একেবারে মার্ডার সিন করে দিল!

মমতা। কি হল—আরও আঁকড়ে ধর।

অনু। ধ্যেৎ, জল-জল, কখন থেকে বলছি এক গ্লাস জল। এইযে শুভ্রা জানিস—

শুভ্রা। জানি, দুদিন পরে তুমি ছেলের বাপ হবে—এইতো! এখন যাও—ডাক্তারবাবু তোমার জন্য বাইরের ঘরে বসে আছেন।

অনু। এঁ্যা—ডাঃ ব্যানার্জী এসেছে! তাহলে বোধ হয় মমতার সেই এক্‌সরের রিপোর্টটা এনেছে। আচ্ছা আগে তার সঙ্গে দেখাটা করে আসি, তারপর আমি তোমাকে—

মমতা। আবার ছেলেমানুষি করছো—

অনু। না—এবার থেকে গম্ভীর—

[প্রস্থান।

শুভ্রা। সত্যি দাদা যেন এখনও ছেলেমানুষ। আর তোমাকেও খুব ভালোবাসে তাইনা বৌদি?

মমতা। হ্যাঁ—তোর বিয়ে হোক, দেখবি তোর বরও তোকে এর চেয়ে বেশী ভালোবাসবে।

শুভ্রা। ভালো হবে না বলে দিচ্ছি—

মমতা। অমনি ননদিনীর মুখটি হল ভার।
খুসির হাসি মিলিয়ে গিয়ে হলযে ব্যাজার।

শুভ্রা। আবার! যাও, তোমার সঙ্গে আমার আড়ি—আড়ি—আড়ি—

মমতা (গান)—

গীত

না না না, আমার সঙ্গে আড়ী করে দুরে থেকো না
মুখটি তোমার অভিমানে ঢেকে রেখো না।
ও সোহাগের ননদীনি তুমি যে গো বিরহীনি
কালার প্রেমে মন মজেছে তাইতো আমায় দেখ না॥
রাগ অনুরাগ নয় যে ওগো জানি আমি জানি.
ছল চাতুরী যতই কর, নাহি আমি মানি।
ওগো সোহাগ ভরা হিয়া তোমার, লাজে ঢেক না॥

সন্ধ্যার পুনঃ প্রবেশ।

সন্ধ্যা। বৌদি ও বৌদি বলি আমার কি ক্ষিদে-তেষ্টা নেই—?

মমতা। একটু আগেই তো তোমাকে খাওয়ার জন্যে ডেকেছিলাম। কিন্তু—

সন্ধ্যা। তখন না হয় আমার মেজাজটা খারাপ ছিলো বলে দুকথা বলেছি, কিন্তু আর একবার ডাকলে কি তোমার মান যেতো?

শুভ্রা। বৌদির মান যেতোনা সত্যি, কিন্তু তুমি যদি চেয়ে খেতে তাহলে কি তোমার মান যেতো—? [প্রস্থান।

সন্ধ্যা। শুনলে তো—শুনলে তো, ঐ পরগাছাটার কথা শুনলে তো ?

মমতা। ও ছেলেমানুষের কথা ছেড়ে দাও। এখন যাও, হাত হাত মুখ ধুয়ে এসো। আমি ভোলাকাকে তোমার খাবার দিতে বলি—

[প্রস্থান।

সন্ধ্যা। হুঃ—ছেলে মানুষ! প্রেম করার বেলায় তো আর ছেলেমানুষ নয়। এই সর্বনাশীই সকলকে যাদু করেছে। নইলে আমি এ বাড়ীর বড় মেয়ে, আমাকেই গ্রাহ্য করে না! আচ্ছা, মিহিরদার কথা মত কাজ গুছিয়ে নিই—তারপর—

অনুপমের পুনঃ প্রবেশ।

অনু। মমতা—মমতা—কে! সন্ধ্যা—

সন্ধ্যা। কি হয়েছে দাদা, তোমার মুখখানা কালো হয়ে গেছে কেন! চোখ দুটো ছল ছল করছে কেন ?

অনু। শুধু আমার বাইরেটাই দেখছিস, ভিতরটা তো দেখতে পাচ্ছিস না! বুকের মধ্যে আগুন জলছে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে—সমস্ত শিরা উপশিরা একসঙ্গে ছিড়ে যাচ্ছে!

সন্ধ্যা। সেকি! একটু আগেও দেখলাম তুমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছো, এর মধ্যে আবার কি হল!

অনু। যা কেউ ভাবতে পারেনি—ভাবতে পারেনা—তাই হয়েছে।

সন্ধ্যা। দাদা—

অনু। ঐ ডাক্তার—ঐ ডাক্তার মমতার এক্‌স্‌রের রিপোর্ট এনেছে।

সকলের অলক্ষ্যে মমতার প্রবেশ।

সন্ধ্যা। কি রিপোর্ট?

অনু। মমতার গর্ভে সন্তান নেই—টিউমার।

সন্ধ্যা। টিউমার—!

মমতা। ওঃ ভগবান—!

অনু। একি! মমতা—মমতা—!

সন্ধ্যা। কেঁদনা বৌদি কেঁদনা, এসবই ভগবানের হাত। দাদা, তুমি এখন বৌদিকে শান্ত কর। আমি ততক্ষণ জলখাবারটা খেয়ে নিগে যাই। আহা—এত আশা—সব মাটি হয়ে গেল—

[প্রস্থান।

অনু। মমতা—

মমতা। ওগো, আমি কি শুনলাম-এ তুমি আমাকে কি শোনালে! এর চেয়ে মরণও যে অনেক ভালো ছিল!

অনু। শান্ত হও মমতা, কেঁদে কি করবে! তোমার আমার তো একই আঘাত। তোমার মত আমিও তো মনে মনে অনেক কল্পনা করেছিলাম—অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম; কিন্তু—

মমতা। কিন্তু কেন এমন হল? কেন ভগবান এইভাবে আমাদের সোনালী স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল?—কেন—কেন—কেন—?

অনু। কথাতেই আছে—ম্যান প্রোপোজেস বাট গড ডিসপোজেস। মানুষ যা ভাবে ভগবান তা খানচাল করে দেয়। ওঠো, আমি ডাঃ ব্যানার্জীকে নার্সিং হোমে সিটের ব্যবস্থা করতে বলেছি। তোমাকে অপারেশন করাতে হবে। নইলে টিউমার বেড়ে গেলে তোমাকে যে বাঁচাতে পারবো না।

মমতা। চাইনা আমি বাঁচতে। তার চেয়ে তুমি আমাকে খানিকটা বিষ এনে দাও—আমি বিষ খেয়ে মরবো, তবু এ মুখ আর কাউকে দেখাবো না।

অনু। ছি ছি—পাগলামো কর না। ডাঃ ব্যানার্জী বলেছেন, যদি অপারেশন সাকসেসফুল হয় তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে তুমি সন্তানের মা হতে পারবে।

মমতা। আর যদি সাকসেসফুল না হয়?

অনু। তাতেই বা দুঃখ করে লাভ কি? এ পৃথিবীতে কত মানুষেরই সন্তান হয় না, আমাদেরও না হয় হবে না।

মমতা। কিন্তু এ দুঃখ যে আমি সইতে পারছিনা গো—আমি যে মাতৃত্বের মধুর আস্বাদ পেতে অধীর হয়ে উঠেছিলাম, তবে এ দুঃখ সয়ে কেমন করে বেঁচে থাকবো!

অনু। তবু বেঁচে থাকতে হবে। বুকের ব্যাথা চোখের জল গোপন করে বলতে হবে—

দুঃখের বেশে এসেছো বলে
তোমারে নাহি ডরি হে—
যেখানে ব্যাথা তোমারে সেথা
নিবিড় করিয়া ধরিব হে—।

[মমতাসহ প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ধর্মতলা—শহীদ মিনারের পাদদেশে।

পকেট মেরে কেষ্ট ও বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। ওঃ—খুব জোর বেঁচে গেছি; আর একটু হলেই ধরা পড়ে গেছিলাম আরকি।

কেষ্ট। নাঃ তোর হাত দেখছি এখনও পাকেনি। আরে এত দেরী করতে হয়, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই কাজ শেষ করতে হবে।

বিজয়। কি করে করবো বল। একে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলছি, পড়ে যাওয়ার ভয় আছে, তার উপর যতবারই মেয়েটার ঘড়ির দিকে নজর দিচ্ছি—ততবারই দেখছি মেয়েটা আমার দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসছে।

কেষ্ট। অমনি শালা তোর মনে প্রেমের জলতরঙ্গ বেজে উঠলো না বুদ্ধু কাহাকা। ওরে শালা, আমরা যেমন পকেটমার ও শালীরাও তেমনি ইঁদুর ধরার যাঁতিকল।

বিজয়। ইঁদুর ধরার যাঁতিকল—তার মানে?

কেষ্ট। বুঝলি না! তবে শোন, যাঁতিকল ফেলে মানুষ যেমন ইঁদুর মারে, ও শালীদেরও মতলব তাই। এই কলকাতা শহরে এমন একজাতের মেয়েছেলে আছে যারা সব সময় সেজে গুজে ট্রামে-বাসে পার্কের ধারে ঘুরে বেড়ায়। ঐরকমভাবে মুচকি হেসে চোখের ইশারায় পুরুষ মানুষকে কায়দা করে তাদের ঘরে নিয়ে যায়। তারপর ইচ্ছামত প্রেমের যাঁতি-কলে ফেলে তাদের পকেট ফাঁক করে দেয়—বুঝলি?

বিজয়। বুঝলাম।

কেষ্ট। বুঝলি তো সাবধান! আর যেন কোনদিন ঐ মুচকি হাসি দেখে গলে যাসনি।

বিজয়। না-না-আর তা হবে না।

কেষ্ট। এই আমাকেই ভাবনা—কোনদিকে না তাকিয়ে চটকরে কেমন একজনের পকেট থেকে ব্যাগটি তুলে নিয়ে চলন্ত বাস থেকে নেমে পড়লাম, ঠিক এই রকম করবি।

বিজয়। সবইতো বুঝলাম কেষ্ট, কিন্তু এইভাবে কি জীবন চলে?

কেষ্ট। কেন রে, বেশতো চলে যাচ্ছে।

বিজয়। একে তুই চলা বলিস!

কেষ্ট। নয়তো কি। কোন অফিসারের চোখ রাঙানী নেই, ডিউটির তাড়া নেই, কবে মাইনে পাবো তার জন্যে দিন গুনতে হয় না—শুধু দু-আঙুলের কারসাজীতে পরের পকেটের মাল্ নিজের পকেটে ঢোকাও-তারপর ইচ্ছে মত মজা লোট।

বিজয়। খুব তো গড়গড় করে বলে গেলি, ধরা পড়ে গেলে যে প্রথমে চাঁদা করে মার, তারপর পুলিশের রুলারের গুঁতোয় মজা করা যে জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবে!

কেষ্ট। আরে দূর দূর—পুলিশ আমাদের কিছু করতে পারবে না—গুরু আছে। সত্যিই যদি কোনদিন ধরা পড়ি তাহলে দেখবি সাতকে পাঁচ আর পাঁচকে পঁচিশ করে গুরু আমাদের ঠিক বের করে আনবে।

বিজয়। আচ্ছা গুরু আজ লাইনে এলোনা কেন বল তো দেখি?

কেষ্ট। ঐ যেরে গুরুর বোনের টিউমার অপারেশন হয়েছে কিনা তাই তাকে দেখতে গেছে। নে—এখন বের কর দেখি ঘড়িটা—কত দামের হবে!

বিজয়। (বের করে) একিরে— এযে ছেলে ভুলানো প্লাস্টিকের ঘড়ি!

কেষ্ট। বলিস কিরে বিজয়, এত কষ্ট করে প্লাস্টিকের ঘড়ি!

বিজয়। ওরে শালা কেষ্ট, এই জন্যেই বোধ হয় মেয়েটা আমার দিকে চেয়ে হাসছিল। এখন তুই বের কর—দেখি তোর ব্যাগে কি আছে।

কেষ্ট। ঠিক আছে—(ব্যাগ খোলে)

বিজয়। কিরে, কত আছে?

কেষ্ট। অ-নে-ক—ভাগে অনেক পাব।

বিজয়। কত বলবি তো?

কেষ্ট। একখানা বাসের টিকিট।

বিজয়। এঁ্যা—শুধু একখানা বাসের টিকিট?

কেষ্ট। হঁ্যারে। আজ আমাদের দুজনকেই বোকা বানিয়ে দিয়েছে।

বিজয়। আরে ঘ্যাখ-ঘ্যাখ, সেই শালা কানা গাইয়েটা এদিকে আসছে।

কেষ্ট। ভালই হল। এখুনি হয় তো গান গেয়ে লোক জড়ো করবে, আমাদেরও একটা সুযোগ হবে।

অন্ধ বিমলের প্রবেশ।

বিমল। ছন্দা—ছন্দা—সাড়া দে বোন সাড়া দে। আমি যে তোর দাদা, একটিবার দেখার জন্য আজও আমি বেঁচে আছি। ছন্দা—ছন্দা—

কেষ্ট। ও দাদা, একটা আপনাই গোছের গান শোনাও না, আমরা তোমাকে পয়সা দেব!

বিমল। গান—! হ্যাঁ-হ্যাঁ গান তো গাইতেই হবে। একদিন যে গান ছিল আমার সাধনার ধন, আজ সেই গানই হয়েছে আমার সহায়—সম্বল (একটি গামছা বিছিয়ে গান ধরে)

গীত

শোনো শহরবাসী শোনো
শোনো বন্ধু সবাই শোনো ;
আমার জীবন কথা একটু শুনে যাও।
কান্না-হাসির এই দুনিয়ায় যদি তার দেখা পাও
একটু শুনে যাও—।
আমি খুঁজিয়া ফিরিছি তারে সারাটি জীবন ধরে
একটি ফুলের কলি—হারায়ে ফেলেছি তারে।
অন্ধ নয়নে মোর বয়ে যায় আঁখিলোর
তার আশাপথ চেয়ে দিন গুনে .
আমি বেঁচে আছি—
আজও বেঁচে আছি—
যদি কভু দেখা পাই তার,
শুধু একটি বার—একটি বার ॥
মরমের কথা কব কাহারে
ঘুচাব মনের ব্যথা পরশে তারে,
আমি খুজেছি যারে।
শোনো শহরবাসী শোনো শোনো বন্ধু সবাই শোনো—

[এই গানের মধ্যে কিছু পথচারী প্রবেশ করে গান শোনে, বিছানো গামছার উপর পয়সা ফেলে, কেউ একজনের পকেট মেরে প্রস্থান করে, গান শেষে পথিকদের প্রস্থান, একজন পয়সা দিতে গিয়ে।]

পথিক । একি ! আমার ব্যাগ—আমার ব্যাগ—

বিজয় । সেকি মশাই—আপনার ব্যাগ—!

পথিক । হ্যাঁ-হ্যাঁ-আমার ব্যাগ, আজই মাইনে পেয়েছি, সব টাকাই আমার ব্যাগে ছিল—।

বিজয় । তাহলে বোধ হয় পকেটমার হয়ে গেছে ।

পথিক । হায়-হায়-আমার কি সর্বনাশ হোল ! কি কুক্ষণে গান শুনছিলাম, এখন বাড়ী গিয়ে কি বলবো ? কেমন করে মুদিখানার দেনা মেটাবো—হায় হায়—আমার একি হল— !

[প্রস্থান ।

বিমল । হে ভগবান, এ তোমার কি অদ্ভুত লীলা ! একজন সারা-মাস খেটে পয়সা রোজগার করলো, আর একজন নিজের পেট ভরাতে পকেট মেরে নিয়ে গেল ! হায়রে দুনিয়া—হায়রে মানুষ—!

[গামছায় পয়সা একত্রিত করে, বিজয় তাহা ছোঁ মারিয়া নিয়া প্রস্থানোদ্যত]

বিমল । চোর—চোর—

ক্র্যাচে ভর দিয়া সুভাষের প্রবেশ ।

সুভাষ । এই—এই—কেন তুমি ওর পয়সা নিয়ে যাচ্ছো !

বিজয় । হঠ যা শালা ল্যাংড়া—　　　　　　　　　　[প্রস্থান ।

বিমল । চোর—চোর—আমার পয়সা নিয়ে যাচ্ছে—ওকে ধর—

সুভাষ । চীৎকার করে কোন লাভ নেই ভাই, চোর মানুষের ভীড়ে হারিয়ে গেছে ।

বিমল । আমি অন্ধ ভিখারী, আমার পয়সাও মানুষে কেড়ে নিতে পারে !

সুভাষ। নিশ্চয়ই পারে। ওরা তো মানুষ নয়—মানুষের মুখোস পরা একপ্রকার জানোয়ার।

বিমল। তুমি কে ভাই ?

সুভাষ। তোমারই মত এক হতভাগা।

বিমল। ঠিক বুঝলাম না—।

সুভাষ। আট বছর আগে বর্দ্ধমানের সেই ট্রেন এ্যাক্সিডেণ্টের কথা মনে আছে তো ?

বিমল। কেন মনে থাকবে না। সেই এ্যাক্সিডেণ্টেই তো আমার জীবনের সব ওলোট পালোট হয়ে গেল। মা-বাপ মরা অসহায় দুটি ভাই-বোন, কত আশা নিয়ে কলকাতায় মামার বাড়ীতে আসছিলাম। কিন্তু বর্দ্ধমানের সেই ট্রেন এ্যাক্সিডেণ্টে—

সুভাষ। তোমার গেল চোখ—আর আমার গেল একখানা পা।

বিমল। তবে তুমি—

সুভাষ। সুভাষ, আমরা একই হাসপাতালে পাশাপাশি সিটেই ছিলাম। আজ আবার আট বছর পরে দেখা হল।

বিমল। সত্যি দেখতে দেখতে আটটা বছর কেটে গেল।

সুভাষ। আচ্ছা, তোমার সেই ছন্দা বোনকে আর ফিরে পাওনি ?

বিমল। না। আমি তার নাম ধরে এত ডাকি—এত কাঁদি—তবু তার দেখা পাই না। জানি না সে বেঁচে আছে কিনা—আর তার দেখা পাবো কিনা ?

সুভাষ। ভগবান যদি সত্যিই থাকেন, তাহলে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই তার দেখা পাবে।

বিমল। পাবো! তুমি বলছো—দেখা পাবো!

সুভাষ। নিশ্চয়ই পাবে। আচ্ছা, একটা কথা বলবো ভাই? তুমি ভিক্ষে কর কেন? তোমার মামারা কি আশ্রয় দেয়নি?

বিমল। হ্যাঁ—আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু সারা জীবন কি কেউ একটা অন্ধকে খাওয়াতে পারে?

সুভাষ। আমার দাদা কিন্তু আমাকে কোনদিন ফেলতে পারবে না। যাক ওকথা, এই নাও—(একটি টাকা দেয়)

বিমল। তুমি আমাকে টাকা দিচ্ছো!

সুভাষ। তোমার সব পয়সাইতো ছিনিয়ে নিয়ে গেল, খাবে কি?

বিমল। ভাই তুমি আমাকে টাকা দিচ্ছো! কিন্তু—

সুভাষ। না-না-সঙ্কোচের কিছু নেই। আচ্ছা—আমি এখন চলি ভাই। এবার থেকে রোজ একবার করে এইখানে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবো—

[প্রস্থান।

বিমল। বাঃ—চমৎকার—চমৎকার! এই জন্যেই বলে—দুঃখীর ব্যথা দুঃখীই বোঝে—

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

অনুপমের বাড়ী।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। যত সব অনাছিষ্টি! ছেলে-পুলে না হয় না-ই হল, তাবলে তাকে আবার বিয়ে করার জন্য এত পীড়াপীড়ি কেন? ছেলেটা বিয়ে করতে চায় না—তবু তার পিছনে ঘেনর ঘেনর করবে! কেনরে বাপু বেশতো তারা সোয়ামী-স্ত্রীতে হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছে, তা কি তোদের সহ্য হচ্ছে না?

সন্ধ্যার প্রবেশ।

সন্ধ্যা। কেন সহ্য হবে না! তবে কথাকি জানো ভোলাকা?

ভোলা। কি?

সন্ধ্যা। এত বড় বাড়ীতে একটা ছেলেপুলে না থাকলে কি ভালো লাগে! তাছাড়া বংশের নাম রক্ষে করতে হবে তো!

ভোলা। বুঝলাম, কিন্তু ছেলেপুলে তো আর গাছের ফল নয় যে ছিঁড়ে আনবে, এ সবই হচ্ছে ভগবানের হাত।

সন্ধ্যা। সেই জন্যেই তো বলছি বৌদির যখন ছেলেপুলে হবেই না—তখন দাদা আবার বিয়ে করুক।

ভোলা। কেন, অমন সতীলক্ষী বৌ থাকতে আবার বিয়ে করবে কেন?

সন্ধ্যা। তাতে দোষকি? মানুষ কি দুটো বিয়ে করে না?

ভোলা। যে করে সে করে, বড় খোকা করবে না। তোমরা যেন তাকে বিয়ে কর বিয়ে কর বলে আর বিরক্ত করো না।

সন্ধ্যা। আহা দাদার তো আর পয়সা কড়ির অভাব নেই, দুটো বৌ-ই যদি থাকে তাহলে খাওয়া পরার কোন কষ্ট হবে না তো!

ভোলা। খাওয়া পরাটাই কি সব বড় খুকুমনি, মেয়েছেলে হয়ে তুমি একথা বলতে পারছো!

সন্ধ্যা। কেন পারবো না, খাওয়া পরাটাই তো আসল।

ভোলা। কি আর বলব বড় খুকুমনি, তোমার যদি সোয়ামী থাকতো, আর সে যদি আবার বিয়ে করতে চাইতো—তাহলে বুঝতে পারতে, খাওয়া পরা আসল না সোয়ামী আসল।

সন্ধ্যা। ভোলাকা—!

ভোলা। চললাম আমি বড় খোকার কাছে। তাকে বলবো, তোমাদের কথা মত আবার যদি সে বে করে, তাহলে এক দোর দিয়ে সে বৌ নিয়ে বাড়ীতে ঢুকবে আর এক দোর দিয়ে আমি এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবো।

মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। সেকি ভোলাকা, তুমি এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে কি—তুমি তো এ বাড়ীর সব কিছু!

ভোলা। ও নামেই সব কিছু—আসলে কিছু নয়।

মিহির। আমরা তো জানি তুমিই এ বাড়ীর গার্জিয়ান।

ভোলা। থাক থাক—আমাকে আর ভোলাতে হবে না। এখন তোমার মতলবখানা কি বলতো দেখি, আজ কাল এত ঘন ঘন এ বাড়ীতে যাতায়াত করছো কেন?

মিহির। আমি—মানে—

সন্ধ্যা। একশোবার আসবে, তাতে তোমার কি? তুমি চাকর চাকরের মতই থাকবে।

ভোলা। শুনলে তো—শুনলে তো, একটু আগেই বলছিলে না—আমি এ বাড়ীর সব কিছু, কিন্তু বড় খুকিমা আমাকে ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছে—আমি এ বাড়ীর চাকর ছাড়া আর কিছুই নই। তবে হ্যাঁ, চাকর হলেও পুরোনো চাকর, বয়সও হয়েছে—তাই তোমাকে একটা কথা বলে দিই বাপু—

উভয়ে। কি—?

ভোলা। এত বেশী যাতায়াত করো না, তাতে কিন্তু আদর থাকে না বুঝলে—? প্রস্থান।

মিহির। হুঁ, ভোলাকা যেন একটা খোঁচা মেরে গেল সন্ধ্যা, কিছু জানতে পেরেছে নাকি?

সন্ধ্যা। ছাই জেনেছে। আমাকে দেখতে পারে না, তাই আমার সঙ্গে যার একটু সৎভাব আছে, তাকেও দেখতে পারে না।

মিহির। আই সি, যাক তুমি যেন এ নিয়ে আর মাথা গরম কর না। আমাদের কার্যসিদ্ধি করতে হবে, কাজেই সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। এখন বল, তোমার কাজ কতদূর এগিয়েছে—অনুপম কি রাজী হয়েছে?

সন্ধ্যা। না। আমি এত করে বোঝাচ্ছি, পাড়ার গণ্যমান্য লোক দিয়ে বোঝাচ্ছি—তবু সে রাজী হচ্ছে না।

মিহির। বোঝাও—আরও ভালো করে বোঝাও, হাল ছাড়লে চলবে না। রাজী তাকে করাতেই হবে, আমি মেয়ে ঠিক করে ফেলেছি।

সন্ধ্যা। এর মধ্যে মেয়ে দেখাও হয়ে গেছে!

মিহির। ইয়েস, আমার কথা আর কাজ এক। মুরারীপুকুরে আমার এক জানা শোনা ভদ্রলোকের পাঁচটা বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে, অথচ সংসারের আর্থিক দুরবস্থার জন্য বিয়ে দিতে পারছে না। আর পাড়ার লোফার ছেলেদের পাল্লায় পড়ে মেয়েগুলোও গোল্লায় যেতে বসেছে। তাই আমি সেই ভদ্রলোককে যেই এই প্রস্তাব দিয়েছি— অমনি এক কথায় রাজী হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা। আচ্ছা—একটা কথা, দাদা যদি বিয়ে করতে রাজীই হয় তাহলে ঐ নতুন বৌ এসে আমার উপর—

মিহির। আরে না না, সে ভয় নেই। মেয়েটা আমার হাতের পুতুল—যেভাবে নাচাবো সেই ভাবেই নাচবে। বাই দি বাই, তোমাকে যে কিছু টাকার কথা বলেছিলাম —!

সন্ধ্যা। টাকা যোগাড় করতে পারিনি, তবে এই হারছড়া—(কোমর থেকে হার বের করে)

মিহির। হার—

সন্ধ্যা। হ্যাঁ পুরো তিন ভরি আছে। এটা বিক্রি করলে তোমার এখনকার মত অভাব মিটে যাবে।

শুভ্রার প্রবেশ।

শুভ্রা। দিদি—দিদি—

সন্ধ্যা। এইরে —সেই পরগাছাটা আসছে, শিগ্‌গীর লুকিয়ে ফেল। কিরে কি হয়েছে বোন ?

শুভ্রা। আমার হারছড়া দেখেছো ?

সন্ধ্যা। হার—!

শুভ্রা। হ্যাঁ। আমি গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম থেকে উঠে দেখি গলায় হার নেই।

সন্ধ্যা। তাহলে বোধ হয় কোথাও পড়ে টড়ে গেছে।

শুভ্রা। আমি সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম—কোথাও তো পেলাম না।

সন্ধ্যা। পাওয়া যাবে রে পাওয়া যাবে। বাড়ীর মধ্য থেকে যাবে কোথায়? তবে যদি কোন চাকর বাকরে পেয়ে থাকে তাহলে আর পাওয়ার আশা নেই।

মিহির। রাইট ইউ আর।

শুভ্রা। এঁ্যা—আমার অমন সখের হার—!

সন্ধ্যা। মন খারাপ করিস নে বোন, আমি দাদাকে বলে ওর চেয়েও সুন্দর হার গড়িয়ে দেবো। দেখ সামান্য একছড়া হারের জন্য মুখখানা এমন কালো করে থাকতে নেই। কিরে আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছিস কেন?

শুভ্রা। তোমাকে দেখছি। এমন শান্ত মেজাজে মিষ্টি কথা তুমি তো কখনও বল না দিদি!

সন্ধ্যা। ওরে-তোরা শুধু আমার বাইরেটাই দেখেছিস—ভেতরটা দেখিসনি, আমি তোদের কত ভালোবাসি। তোদের জন্য আমার বুকে কত মায়া—

[প্রস্থান।

মিহির। বটেই তো-বটেই তো। সত্যি শুভ্রা, মুখে ও যাই বলুক না কেন—মনে মনে তোমাকে খুব ভালোবাসে।

শুভ্রা। হুঁ—ভালোবাসে! গয়নাছাড়া সে কথাই বলেনা—

মিহির। আচ্ছা শুভ্রা, আমি যদি তোমাকে একছড়া হার গড়িয়ে দিই—

শুভ্রা। কি বললেন—আপনি হার গড়িয়ে দেবেন! কেন, আপনার বুঝি অনেক টাকা আছে?

মিহির। আছে বৈকি, বিলেতে আমার বিরাট কারবার আছে।

শুভ্রা। তা আমাকে হঠাৎ হার গড়িয়ে দিতে চাইছেন কেন?

মিহির। না-মানে ধর—তোমাকে আমার ভালো লেগেছে—মানে ভীষণ ভালো লেগেছে আর সেই ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ যদি একছড়া হার দিই—তুমি নেবে না!

শুভ্রা। না—।

মিহির। কেন?

শুভ্রা। আমার খুশি (প্রস্থানোদ্যতা)

মিহির। আরে শোন শোন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

শুভ্রা। বিলেতের গল্প করবেন বুঝি?

মিহির। আহা কথাটা শোনোই না!

শুভ্রা। কি বলবেন বলুন।

মিহির। কাছে এসো—বলছি।

শুভ্রা। কাছে যেতে হবে না—আমার কান পরিষ্কার আছে, দূর থেকেই শুনতে পাবো।

মিহির। বোকা কোথাকার, বয়স হয়েছে এখনও বুদ্ধিটা পাকেনি দেখছি! সব কথা কি জোরে বলা যায়!

শুভ্রা। যে কথা জোরে বলা যায় না আমিও সে কথা শুনতে চাই না।

মিহির। শুভ্রা—

শুভ্রা। প্রথম দিনেই আপনার কথাবার্তা শুনে আমি বুঝে নিয়েছি—আপনি বাপু লোক ভালো নন।

মিহির। তার মানে—?

শুভ্রা। মানে—যারা ভালো লোক নয়—আমি তাদের সঙ্গে কথা বলিও না আর তাদের কথা শুনিও না—

[প্রস্থান।

মিহির। রঙিন প্রজাপতি, সবে মাত্র পাখা গজিয়েছে—তাই এত ছটফটানি। কিন্তু জানে না অমন কত প্রজাপতির পাখা আমি টেনে ছিঁড়ে দিয়েছি।

সন্ধ্যা সহ অনুপমের প্রবেশ।

অনু। না-না তা হয় না সন্ধ্যা—হতে পারে না।

সন্ধ্যা। একটু বুঝে দেখ দাদা, এই একবছর হোল বৌদির অপারেশন হয়েছে—আর ছেলে পুলে হবার কোন আশাই নেই। তাই বলছি বাপঠাকুরদার নাম রক্ষা করতে তুমি আবার বিয়ে কর।

অনু। কিন্তু আমার বিবেক যে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।

মিহির। সায় না দেওয়ার তো কোন কারণ নেই অনুপম!

অনু। মিহির—তুমি—!

মিহির। হ্যাঁ আমি। আমিও বলছি—তুই আবার বিয়ে কর।

অনু। অসম্ভব!

সন্ধ্যা। দেখ না মিহিরদা, আমি এত করে বোঝাচ্ছি, প্রোফেসর দত্ত—মিঃ সান্যাল এত করে বোঝালো তবু সেই গোঁ ধরে রয়েছে—বিয়ে করবে না।

অনু। না—করবো না। মমতা আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে,

তার চোখের জল ফেলে এতবড় অন্যায় করতে পারবো না। দয়া করে তোমরা আমাকে আর এ নিয়ে বিরক্ত কর না।

সন্ধ্যা। আহা-হা বৌদির চোখের জল পড়বে কেন? তুমিতো আর তাকে ত্যাগ করছো না আর জ্বালা যন্ত্রনাও দিচ্ছো না—সে যেমন আছে তেমনই থাকবে।

মিহির। রাইট ইউ আর—।

অনু। মিহির—

মিহির। চিন্তা করে দেখ—ভালোভাবে চিন্তা করে দেখ, যদি তুই রাজী হাস আমাকে বলিস, আমি তোর জন্য এমন মেয়ে দেখবো যে এই সংসারে এসে মমতা বৌঠানকে প্রাণ দিয়ে ভালেবাসবে। তাছাড়া মানুষে কি দুটো বিয়ে করে না! এই তোর বাবার কথাই ধর না—(ঘড়ি দেখে) এইরে—পাঁচটা বেজে গেল! আমি এখন চলি, পরে একসময় আসবো—

[প্রস্থান।

সন্ধ্যা। দাদা—

অনু। না-না সন্ধ্যা, মমতা আমার হৃদয় জুড়ে বসে আছে। তাকে সেখান থেকে নামিয়ে দিয়ে আর কোন মেয়ের স্থান সেখানে হবে না।

সন্ধ্যা। তাহলে আমাদের কথা তুমি রাখবে না?

অনু। আচ্ছা সন্ধ্যা, তোরা কি বলতো? তোরা কি মনে করিস আমি এতই অবুঝ!

[অলক্ষ্যে মমতার প্রবেশ করে ও সব কথা শুনতে থাকে]

আমার মনে কি সন্তানের বাসনা নেই? পাঁচজনের মত আমারও কি সন্তানের মুখে বাবা ডাক শুনতে ইচ্ছে করে না?

সন্ধ্যা। তাই তো আমি বলছিলাম—

অনু। আমি কি বুঝি না—আমি শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বংশ শেষ হয়ে যাবে! আমি কি জানি না একদিন আমার এই সম্পত্তি পাঁচজনে লুটে পুটে খাবে!

সন্ধ্যা। দাদা, তুমি—

অনু। আমি সব বুঝি—সব জানি, তবু আমি মমতাকে কাঁদাতে পারবো না। তার সরল মনে আঘাত দিয়ে আর আমি বিয়ে করবো না।

মমতা। কেন করবে না?

অনু। মমতা—তুমি—!

মমতা। আমি বলছি—তুমি আবার বিয়ে কর।

অনু। কি বলছো তুমি!

মমতা। ঠিকই বলছি। আমার জন্তে আমার শ্বশুরের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।

সন্ধ্যা। বোঝাও বৌদি, তুমি একটু ভালো করে বোঝাও, তবে যদি দাদার কানে জল ঢোকে— [প্রস্থান।

মমতা। কি হল—আমার মুখের দিকে চেয়ে আছো কেন? ভাবছো বুঝি আমি পাগল হয়ে গেছি। নাগো না আমি অনেক ভেবে দেখলাম—বিয়ে করা তোমার প্রয়োজন।

অনু। কেন মমতা, একথা বলছো কেন? আমি কি কোনদিন তোমাকে অবজ্ঞা করেছি? একটি দিনের জন্তে—একটি মুহূর্তের জন্তেও আমি কি তোমাকে আমার মনের কোন থেকে সরিয়ে দিয়েছি?

মমতা। ছি ছি—একথা আমি ভাবতেও পারি না। আর কেউ না জানুক আমি তো জানি—তুমি আমাকে কত ভালোবাসো।

অনু। তবে তুমি একথা বলছো কেন ?

মমতা। শুধু বংশ রক্ষার জন্য। এতে কোন পাপ নেই, কোন অন্যায় নেই।

অনু। না-না, তা হয় না—হতে পারে না—হওয়া উচিত নয়।

মমতা। অবুঝ হয়ো না, বুঝে দেখ—তোমার যেমন সন্তানের মুখে বাবা ডাক শুনতে ইচ্ছে করে—তেমনি আমারও তো মা ডাক শুনতে ইচ্ছে করে !

অনু। মমতা—

মমতা। তুমি যদি বিয়ে কর আর সেই নতুন বৌয়ের যদি সন্তান হয় সে তো আমাকেও মা বলে ডাকবে, তার উপর আমারও তো অধিকার থাকবে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমিও তো সন্তানের অভাব ভুলে যাবো। কথা দাও—তুমি আবার বিয়ে করবে ?

অনু। কিন্তু তোমাকে যে প্রাণ দিয়েছি—আর একজনকে তা কেমন করে দেব ! না-না, আমাকে ভাবতে দাও মমতা একটু ভাবতে দাও—একটু ভাবতে দাও।

[প্রস্থান।

মমতা। যতই ভাবো বিয়ে তোমাকে করতেই—একি, আমার বুকখানা কেঁপে উঠছে কেন ! চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে কেন ! কেন চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে ওগো, তুমি আর বিয়ে করনা—বিয়ে করনা !

বসন্তের প্রবেশ।

বসন্ত। মমতা—মমতা—

মমতা। কে ? একি দাদা, তুমি কখন এলে ?

বসন্ত। অনেকক্ষণ। শুভ্রার সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে কথা বলছিলাম। একিরে—তোর চোখ মুখের অবস্থা এমন হয়েছে কেন! কাঁদছিলি নাকি?

মমতা। না না, কাঁদবো কোন দুঃখে, ভালো আছতো দাদা, বৌদি ভালো আছে তো?

বসন্ত। আমি ভালো আছি, তবে তোর বৌদির শরীরটা—

মমতা। কি হয়েছে বৌদির?

বসন্ত। না—তেমন কিছু নয়, বাচ্চা কাচ্চা হবে কিনা?

মমতা। এঁ্যা—বৌদির ছেলে পুলে হবে। বৌদি মা হতে চলছে! আঃ—আঃ—

বসন্ত। কি হোল রে!

মমতা। কিছু নয়—কিছু নয়, আনন্দের উচ্ছ্বাসটা চেপে রাখতে পারছিনা কিনা!

বসন্ত। আচ্ছা মমতা, একি সত্যি?

মমতা। কি দাদা?

বসন্ত। শুভ্রার মুখে শুনলাম, তোর ননদ-মানে সন্ধ্যা নাকি অনুপমের আবার বিয়ে দেওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করছে?

মমতা। শুধু সে কেন—আমিও পিড়াপিড়ি করছি।

বসন্ত। সেকিরে—তুইও!

মমতা। নইলে যে আমার শ্বশুরের বংশ থাকবে না। ভবিষ্যতে এই সম্পত্তি সবাই লুটেপুটে খাবে।

বসন্ত। তাই বলে তুই সতীন নিয়ে ঘর করবি!

মমতা। আমার কপালে যদি তাই থাকে—

বসন্ত। বোকামী করিস না বোন বোকামী করিস না। এইভাবে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিস না।

মমতা। উপায় নেই দাদা।

বসন্ত। কিন্তু তোর নিজের ভবিষ্যৎটা একবার চিন্তা করে দেখেছিস? দেখেছিস কি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এর শেষ পরিণতি?

মমতা। সবকিছু চিন্তা করেই তাকে বিয়ে করতে বলেছি।

বসন্ত। কেন বলেছিস! অনুপম কি তোকে ভালবাসে না?

মমতা। একথা মনে করাও আমার পাপ।

বসন্ত। তবে?

মমতা: বলছি তো, শুধু বংশরক্ষার জন্যে। তাছাড়া—তাছাড়া—

বসন্ত। তাছাড়া কি?

মমতা। তার মনে যে সন্তানের বাসনা জেগেছে! স্ত্রী হয়ে আমি কি করে তার সে আশায় বাদ সাধবো দাদা? আমি তো তার সে আশা পূর্ণ করতে পারবো না।

বসন্ত। হুঁ—বুঝেছি, বংশরক্ষা—সন্তানের বাসনা, ঠিক আছে।

মমতা। কি ঠিক আছে দাদা?

বসন্ত। না—ও কিছু নয়, তোদের সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। শোন, তোর বৌদি বলছিলো অনেকদিন তোকে দেখে না, তাছাড়া তোর শরীরটাও দেখছি খুব খারাপ হয়ে গেছে, চলনা বর্দ্ধমান থেকে দিন কতক বেড়িয়ে আসবি?

মমতা। এঁ্যা—বেড়িয়ে আসবো!

বসন্ত। অবশ্য তোর যদি আপত্তি থাকে—

মমতা। না-না, আপত্তি কিসের! আমার মন আজ কদিন ধরে চাইছিল বৌদিকে একবার দেখতে যাবো, কিন্তু উনি যদি—

বসন্ত। চলনা—অনুপমকে বলে দেখি সে কি বলে।

মমতা। বেশ চল—   [উভয়ের প্রস্থান।

—-—

চতুর্থ দৃশ্য।

বিভাষের বাসা।

হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বিভাষ ও সুভাষের প্রবেশ।

বিভাষ। আহা হঠাৎ আমার বিয়ের জন্য তোর এত মাথা ব্যথা হল কেন বল তো দেখি?

সুভাষ। মাথা ব্যথা হল কি আর সাধে! দিনের পর দিন তোমার কষ্ট দেখেই আজ একথা বলতে বাধ্য হয়েছি দাদা।

বিভাস। কষ্ট! হাঃ-হাঃ-হাঃ-আমার আবার কষ্ট কিসের! দিব্যি যা রোজগার করে আনছি—রান্না করছি আর দু'ভাইয়ে খাচ্ছি, এর মধ্যে আবার কষ্ট কোথায় দেখলি?

সুভাষ। কষ্ট নয়! একে এই টালীগঞ্জ থেকে মুরারী পুকুরে স্কুল করতে যাও, তারপর রান্না বান্না করা—এসব কি পুরুষের কাজ! এই সেদিন—মাছ ভাজতে গিয়ে তেল ছিটকে চার-পাঁচ জায়গায় ফোস্কা পড়েছিল, আজ—আবার মাড় গালতে গিয়ে হাত পোড়ালে।

বিভাষ। ও—এই কথা, দুর দুর—সামান্য একটু হাত পুড়ে গেছে বলে তোকে এত চিন্তে করতে হবে না, দেখবি দুদিন বারনল লাগালেই ঠিক হয়ে যাবে।

সুভাষ। তা না হয় ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ আছে—সে কথাটা একবার চিন্তা করে দেখেছো?

বিভাষ। দেখেছিরে দেখেছি। ও বিয়ে টিয়ে আমি করব না, যতদিন আছি এইভাবেই চালিয়ে দেব।

সুভাষ। ঠিক আছে, তাহলে কাল থেকে তুমি রান্নাঘরের দিকে যেতে পারবে না।

বিভাষ। রান্নাঘরে যাবো না মানে!

সুভাষ। মানে—কাল থেকে আমি রান্না করবো।

বিভাষ। না-না, তুই খোঁড়া মানুষ, ওসব করতে গিয়ে হয় তো একটা বড় রকমের কাণ্ড বাধিয়ে বসবি।

সুভাষ। তাই বলে তুমি সারাদিন স্কুল ঠেঙিয়ে প্রাইভেট ট্যুইশানি করে আবার হাঁড়ি হেঁসেল ঠেলবে, আর আমি কিছু করবো না শুধু বসে বসে খাব—তাও তো কখনো হতে পারে না!

বিভাষ। কিন্তু তুই যে—

সুভাষ। না-না, তা হবে না দাদা, দুটোর একটা তোমাকে মানতেই হবে—হয় আমি রান্না করব আর না হয় তুমি বিয়ে করবে।

বিভাষ। আরে তুই বুঝতে পারছিস না, স্কুল মাস্টারী করে যে টাকা মাইনে পাই তাতে ঘর ভাড়া মিটিয়ে আজকালকার দিনে সংসার করা যায় না। তাছাড়া পরের মেয়ে ঘরে এলেই অশান্তির সৃষ্টি হয়। তার চাহিদা মেটাতেই হয়তো প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে। তখন তোর দিকে নজরই দিতে পারবো না।

সুভাষ। এটাই তোমার আসল কথা। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি—আমার কথা চিন্তা করেই তুমি বিয়ে করতে চাইছো না।

বিভাষ। তাই যদি মনে করে রাখিস, সেইটাই সত্যি। ভগবানের নিষ্ঠুর বিচারে আজ তুই পঙ্গু, আমার বৌ যদি তোকে সহ্য করতে না পারে, যদি তোকে অযত্ন করে—তাহলে কি এই কষ্টের চেয়ে সেটা আরও যন্ত্রণা দায়ক হবে না!

সুভাষ। বৌ এলেই যে আমাকে অযত্ন করবে—তুমি কি করে

ভাবছো ?

বিভাষ। ভাবছি নয়—এইটাই সত্যি।

সুভাষ। না-না, আমার জন্য তুমি সংসারী হবেনা, ছন্নছাড়ার মত মত জীবন কাটাবে—তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।

শাড়ী কাপড় পরা শার্ট গায়ে চাঁন্থর প্রবেশ।

চাঁন্থ। গুড মর্নিং স্যার ধুরি—পায়ের ধুলো দিন (প্রণাম করে)

বিভাষ। কি ব্যাপার চাঁন্থ, তুমি শাড়ী পরে এখানে।

চাঁন্থ। কেন, মেয়েরা যদি ফুলপ্যাণ্ট পরতে পারে তবে ছেলেরা শাড়ী পড়লে দোষ কি ?

বিভাষ। কিন্তু এই বেশে তুমি মুরারীপুকুর থেকে টালীগঞ্জে এলে কি করে !

চাঁন্থ। কেন, বাসে চেপে।

সুভাষ। অদ্ভুত ব্যাপার, লোকে হাসেনি !

চাঁন্থ। হেসেছিলো। আমি সেদিকে ফিরেও চাইনি। ব্যাপারটা কি জানেন স্যার, আমার বোন আমাকে না বলে আমার ফুলপ্যান্টটা পরে বেড়াতে গেছে। তাই তাকে জব্দ করার জন্তে আমিও তার টেরিলিনের শাড়ী পরে বেরিয়ে পড়লাম। ভালো করিনি স্যার ?

বিভাষ। চুপ কর বাচাল। এখানে কেন এসেছ তাই বল ?

চাঁন্থ। একটা রিকোয়েস্ট—মানে অনুরোধ করতে—

বিভাষ। কিসের অনুরোধ ?

চাঁন্থ। কাইণ্ডলি এবারের মত আমাকে ক্লাসে তুলে দিন স্যার !

বিভাষ। অসম্ভব।

সুভাষ। এই খোকাটা তোমার ছাত্র নাকি দাদা।

বিভাষ। ছাত্র বলে ছাত্র—ক্লাস সিক্স্‌-এর ছাত্র।

সুভাষ। এঁ্যা— ক্লাস সিক্স্‌-এ পড়ে!

বিভাষ। আবার পরীক্ষার রেজাল্ট কি জানিস, অঙ্কে শূন্য, বাংলায় পাঁচ, আর ইংররেজীতে সাত।

সুভাষ। চমৎকার-চমৎকার রেজাণ্ট করেছে। ভাই, তোমার মত আর কিছু ছাত্র থাকলেই সব মাস্টারদের রাঁচিতে গিয়ে থাকতে হবে।

চাঁদু। স্যার, মানে বলছিলাম কি—

বিভাষ। না-না, ফেল করা ছাত্রকে আমি ক্লাসে তুলতে পারবো না।

চাঁদু। দয়া করে একটা চান্স দিন স্যার, এবার আমি ঠিক মন দিয়ে লেখাপড়া করবো স্যার, এই আপনার পা ছুঁয়ে—

বিভাষ। থামো, আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে হবে না। প্রত্যেক বছর তুমি ফেল কর, এক একটা ক্লাসে দু-তিন বছর করে পড়ে থাকো, তোমার মত অপগণ্ড অপদার্থকে ছাত্র বলে পরিচয় দিতে আমারই লজ্জা হয়।

চাঁদু। আমারও লজ্জা হচ্ছে স্যার, লজ্জায় আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে!

সুভাষ। আ-হা-হা ভাইরে, তুমি যে স্কুলের ছাত্র সে স্কুলেরও দুর্ভাগ্য আর মাস্টারদেরও পোড়া কপাল।

চাঁদু। আঃ—তুমি থামোনা ছাই, আমি আমার স্যারের সঙ্গে টকিং করছি, তুমি তার মধ্যে নাক গলাচ্ছো কেন? জানো স্যার কত ভালোবাসেন? স্যার—

বিভাষ। আর একটাও কথা না বলে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

চাঁদু। যা বাবা, আপনি এত ক্যায়ার হয়ে যাচ্ছেন কেন স্যার? কাইণ্ডলি আমার কথাটা শুনুননা!

সুভাষ। ওরে বাবা, এযে কথায় কথায় ইংরেজীর ফুলঝুরি বেরুচ্ছে দাদা।

বিভাষ। কি হল দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও!

চাঁদু। আমার দুঃখের কথাটা একটু বুঝতে চেষ্টা করুন স্যার! বাবা বলেছে এবার যদি ক্লাসে উঠতে না পারিস বাড়ীতে ঢুকতে দেব না। দয়া করে এবারকার মত যদি তুলে দেন তাহলে আমি—

বিভাষ। তুমি কি?

চাঁদু। আজ্ঞে বলবো স্যার—কাউকে বলবেন নাতো? আমি বাবার পকেট মেরে আপনাকে—

বিভাষ। গেট আউট—গেট আউট, আবার যদি ওকথা উচ্চারণ কর তাহলে চাবকে তোমার পিঠের ছাল তুলে দেবো!

চাঁদু। স্যার—

বিভাষ। এই গাধাটাকে বাইরে বের করে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিস। আমি অনুপমের বাড়ীর ট্যুইশানিটা সেরে আসছি। হুঃ— বামুনের ঘরে গরু কোথাকার!

[প্রস্থান।

চাঁদু। যাঃ-শালা এত করে রিকোয়েষ্ট করলাম আর আমাকে গাধা গরু যা মুখে এল বলে গেলেন!

সুভাষ। তা সত্যি কথা বলতে কি—গাধা গরুর সঙ্গে তোমার কোন তফাৎ নেই।

চাঁদু। তার মানে—আমি গাধা! আমি গোরু! লেখা পড়ায় ততটা ভালো না হলেও জানো—আমি বোম বানাতে জানি, বক্সিন লড়তে পারি, রাজনীতি করে—

সুভাষ। বলকি চাঁদবদন!

চাঁদু। চাঁদবদন নয়—শ্রীচাঁদু চরণ ঘোষাল। মুরারী পুকুরে গিয়ে নাম করলে একডাকে সবাই চেনে। নাঃ—অনেকক্ষণ বিড়ি না খেয়ে পেটটা ফুলে উঠছে, একটা ধরানো যাক।

[বিড়ি ধরায়।

সুভাষ। সর্বনাশ, এ গুনটাও আছে দেখছি! মদ টদও খাও নাকি?

চাঁদু। না আমি এখনও খাইনি, তবে আমার বন্ধুরা সবাই খায়। আচ্ছা, তুমি আমার হয়ে স্যারকে একটু গুছিয়ে বলনা!

সুভাষ। বলে কি হবে, তোমার মত গোরু কখনও মানুষ হবে না।

চাঁদু। আবার সেই কথা?

সুভাষ। ও সব লেখাপড়া তোমার দ্বারা হবে না। এক কাজ কর, তোমার বাবাকে গিয়ে বল—বিড়িতে ঠিক মত নেশা হয় না, এবার থেকে তোমাকে যেন এক বোতল করে মদ কিনে দেয়। তাহলেই তুমি মানুষ হবে—এখন তুমি যাও।

চাঁদু। বেশ যাচ্ছি। তবে স্যারকে বলে দিও—আমি পার্টি করি, আমাকে যদি ক্লাসে তুলে না দেয়—পেটো মেরেই তার মাথা কাটিয়ে দেবো—তবেই আমার নাম শ্রীচাঁদু চরণ ঘোষাল।

[প্রস্থান।

সুভাষ। হুঁঃ—এই যদি স্কুলের ছাত্র হয় তাহলে—হয় মাস্টারদের স্কুল ছেড়ে পালাতে হবে আর না হয় ছাত্রদের কাছেই তাদের আবার নতুন করে শিক্ষা নিতে হবে।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

অনুপমের বাড়ী।

শুভ্রা ও সুদীপের প্রবেশ।

সুদীপ। সত্যি শুভ্রা, আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে অনুপমদা শেষ পর্যন্ত—

শুভ্রা। শুধু তুমি কেন দীপ, আমিও। আজ বিয়ে অথচ এখনও পর্যন্ত আমি ভাবছি কোন প্রাণে দাদা বিয়ে করতে যাবে!

সুদীপ। তোমার বৌদি কোথায়?

শুভ্রা। বাপের বাড়ীতে। এ দৃশ্য দেখতে পারবে না বলেই বোধ হয় এখান থেকে চলে গেছে।

সুদীপ। তিনি এ নিয়ে কোন প্রতিবাদ করেননি?

শুভ্রা। প্রতিবাদ তো দূরের কথা, উল্টে সম্মতি দিয়ে গেছে।

সুদীপ। কেন-কেন?

শুভ্রা। আমি বৌদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

সুদীপ। কি বললেন?

শুভ্রা। বললেন—তুই ছেলেমানুষ ছেলে মানুষের মতই থাক, এ নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

সুদীপ। আচ্ছা কিছু মনে কর না—তোমার বৌদির সঙ্গে অনুপমদার কি কোন ঝগড়াঝাটি বা কোন মত বিরোধ ছিল?

শুভ্রা। কি বলছো দীপ, ওদের মধ্যে মনের এত মিল, এত ভালোবাসা ছিল তা কল্পনাও করা যায় না! কোন স্বামী কোন স্ত্রীকে বা কোন স্ত্রী কোন স্বামীকে এত ভালোবাসতে পারে তা চোখে না দেখলে গল্প বলেই মনে হবে।

সুদীপ। তবে অনুপমদা এ কাজ করছে কেন ?

শুভ্রা। ঐ যে দিদি, দিদিই কান ভারি করেছে। সব সময় বিয়ে কর—বিয়ে কর, ছেলেপুলে না হলে বংশ থাকবে না—এই বলে বলে তার মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে। আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ঐ বিলেতী কুকুরটা।

সুদীপ। বিলেতী কুকুর! সে আবার কে ?

শুভ্রা। কে আবার—দিদির সাতপুরুষের কুটুম—মিহিরদা না ফিহিরদা।

সুদীপ। মিহিরদা—মানে মিহির বটব্যাল! যার মুখে সব সময় বিলেতের গল্প—

শুভ্রা। চেন নাকি তাকে!

সুদীপ। চিনিনা আবার! আগে এ পাড়ায় থাকতো, এখন আমাদের ওদিকে থাকে। পাড়ার ছেলেরা ওকে দেখলেই সাহেববাবু-সাহেববাবু বলে ঠাট্টা করে।

শুভ্রা। লোকটা কি সত্যিই বিলেত থেকে লেখাপড়া করেছে ?

সুদীপ। আরে দূর দূর, ও একটা ফোরটুয়েন্টি। ক্লাস এইটের বিদ্যে ওর পেটে নেই। আসলে ও কিছুদিন জাহাজে খালাসীর কাজ করেছে, সাহেবদের ফাইফরমাস খেটেছে—তাই মুখে ফট ফট করে।

শুভ্রা। বল কি দীপ!

সুদীপ। হ্যাঁ। এখন আবার শুনছি সে চাকরীও নেই। তাই পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া আর বিলেতের গল্প করে মেয়েদের সর্বনাশ করাই এখন তার পেশা। তুমি যেন ওর থেকে একটু সাবধানে থেকো।

শুভ্রা। আমার কাছে অত সাহস হবে না। সেদিন এসেছিল আমাকে লোভ দেখাতে, দিয়েছি আচ্ছা করে শুনিয়ে।

সন্ধ্যার প্রবেশ।

সন্ধ্যা। কাকে কি শুনিয়ে দিয়েছিস রে শুভ্রা ?

শুভ্রা। খালাসী সাহেব কে।

সন্ধ্যা। সাহেব আবার কে ?

সুদীপ। আপনার সঙ্গে এত পরিচয় অথচ আপনিই চিনলেন না !

সন্ধ্যা। একি—এ যে জোড়া পায়রা দেখছি ! তা বেশ—তা বেশ, দুজনে মিলে খুব প্রাণের কথা হচ্ছে বুঝি ?

শুভ্রা। দিদি—

সুদীপ। কি বলতে চান আপনি !

সন্ধ্যা। বলতে চাই, অনেকদিন ধরেই তো রঙ্গলীলা চলছে, এতই যখন প্রাণের টান তখন ঐ পরগাছাটাকে নিজের বাড়ীতেই তো নিয়ে গেলে পারো।

শুভ্রা। সময় হলেই নিয়ে যাবে, সে জন্য তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

সন্ধ্যা। আমি মাথা ঘামাবো না তো কে মাথা ঘামাবে শুনি ?

অনুপমের প্রবেশ।

অনু। আমি।

সন্ধ্যা। শুভ্রা আর সুদীপ—

অনু। দোহাই সন্ধ্যা, ওদের নিয়ে তুই যেন কোন সময় কোন আলোচনা করিস না। তাহলে আমি তোর সম্মান রাখতে পারবো না।

সন্ধ্যা। বেশ করবো না। কিন্তু তোমার ব্যাপারখানা কি বলতো ?

অনু। কি ?

সন্ধ্যা। আজ তোমার বিয়ে অথচ কোন আয়োজনই নেই। বাড়ী ঘর সাজাতে দিলে না, নহবৎ বাজনা করলে না, এমন কি কোন লোক-জনকেও জানালে না, এই কি বিয়ে বাড়ীর ছিরি !

অনু। এ তো আর আমার আনন্দের বিয়ে নয়—যে জাঁকজমক করবো। এ যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আগুনে হাত দেওয়া। তাই চোরের মত চুপি চুপিই করতে চাই।

সন্ধ্যা। বুঝি না বাপু তোমার কথাবার্ত্তা।

সুদীপ। অনুপমদা, আমি বলছিলাম কি—

অনু। জানি তুমি কি বলতে চাও, জানি তোমরা আর আমাকে ভালোবাসতে পারবে না। এই, যে শুভ্রা আমার পাতের ভাত না খেলে ওর পেট ভরে না—আমার সঙ্গে গল্প না করলে ও ঘুমুতে পারে না, অথচ আজ কদিন ধরে ও আমার সঙ্গে কথাই বলে না। সামনা সামনি হলে মাথা নিচু করে সরে যায়।

চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে দিগম্বর ও চাঁতুর প্রবেশ।

চাঁতু। বাবা, এরা এত বড়লোক ! ভেরী গুড—ভেরী গুড।

সন্ধ্যা। একি আপনারা এরই মধ্যে বর নিতে এসেছেন ! বসুন—বসুন।

দিগম্বর। হ্যাঁ মা, সন্ধ্যে সাতটায় লগ্ন কিনা। গাড়ী ঘোড়ার পথ কিনা, যদি দেরী হয়ে যায়—তাই একটু সকাল সকালই নিতে এলাম।

সন্ধ্যা। বেশ করেছেন, বেশ করেছেন। দাদা, তুমিও যাও—তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

অনু। হ্যাঁ তৈরী হয়েই আছি।

চাঁদু। বাবা, বিরাট বাড়ী, কাবেরী এই বাড়ীর বৌ হলে রাণী হয়ে যাবে।

দিগম্বর। আঃ—চুপ কর!

শুভ্রা। রাণী বলে রাণী, একেবারে মহারাণী হয়ে যাবে। তা আপনি বুঝি মেয়ের বাপ? বরকে নিয়ে যেতে এসেছেন? মেয়ে বুঝি আপনার খুব সস্তা হয়েছে? তাই বুঝি সতীনের ঘরে বিয়ে দিচ্ছেন?

চাঁদু। এ যে খুব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে দেখছি!

সন্ধ্যা। শুনছো—শুনছো মুখপুড়ির কথা শুনছো!

অনু। শুভ্রা, তুই চুপ কর।

শুভ্রা। যাও দাদা যাও, কনের বাবা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন। শীগগির তৈরী হয়ে নাও। দিদিকে বলো কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দিক, নইলে যে বর বলে মানাবে না! আজ যে তোমার বিয়ে দাদা, আজ যে তোমার বিয়ে।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

অনু। আপনারা ওর কথায় রাগ করবেন না, ছেলেমানুষ কি বলতে কি বলেছে ও নিজেই জানে না।

দিগম্বর। না-না, আমি রাগ করিনি।

চাঁদু। আমিও রাগ করিনি, হাজার হোক মেয়েছেলে তো।

অনু। সুদীপ তুমি যাও, পাগলীকে একটু শান্ত করতে চেষ্টা কর। নইলে হয়ত কেঁদে কেঁদেই শেষ হয়ে যাবে।

সুদীপ। আমি এখুনি যাচ্ছি—(প্রস্থানোদ্যত)

মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। কি ব্যাপার—হোয়াই সো লেট, তিনটে বেজে গেল এর পর অফিস ছুটির ভীড় হবে তখন—একি সুদীপ তুমি!

সুদীপ। হ্যাঁ সাহেববাবু—আমি।

মিহির। আঃ, একটা সিরিয়াস ব্যাপারের মধ্যে ঠাট্টা ভালো লাগে না।

সুদীপ। তুমি যখন এর মধ্যে আছো তখন ব্যাপারটা যে সিরিয়াস তা আমি জানি। [প্রস্থান।

দিগম্বর। বাবাজী, একটু তাড়াতাড়ি কর। বুঝতেই তো পারছো—আমার আবার কাজ আছে।

মিহির। কি রে অনুপম, কি ভাবছিস—যা তৈরী হয়ে নে।

অনু। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আর দেরী করে লাভ কি, যেতে যখন হবেই।

দ্রুত বিভাষের প্রবেশ।

বিভাষ। অনুপম—অনুপম—এই যে অনুপম।

টাঁচু। এইরে—স্যার এসেছে! (মুখ ঘুরিয়ে নেয়)

অনু। কিরে কিছু বলবি?

বিভাষ। হ্যাঁ। শুভ্রাকে পড়াতে এসে শুনলাম—তুই নাকি আবার বিয়ে করতে যাচ্ছিস?

অনু। কথাটা মিথ্যে নয় বিভাষ, সত্যিই আজ আমি মুখে কালী মাখতে যাচ্ছি।

একটা পাত্রে করে চাদর ও ফুলের মালা ও টোপর হাতে ভোলার প্রবেশ।

ভোলা। এই নাও বড় খুকি—ভালো করে সাজিয়ে দাও-খুব ভালো

করে সাজিয়ে দাও। বড় খোকা, সরকার মশাই এই টেলোগেরামখানা দিল—নাও ধর। [প্রস্থান।

[সন্ধ্যা অনুপমকে সাজাতে থাকে, অনু টেলিগ্রাম পড়তে থাকে।

বিভাষ। চাঁদু, তুমি এখানে!

চাঁদু। গুড মর্ণিং—খুড়ি নমস্কার স্যার। বর নিতে এসেছি, আমার বোনের সঙ্গেই তো বিয়ে হবে।

অনু। শুভ্রা—শুভ্রা, সুদীপ—সুদীপ,

শুভ্রা ও সুদীপের পুনঃ প্রবেশ।

শুভ্রা। কি হয়েছে—কি হয়েছে দাদা?

সুদীপ। কি হয়েছে অনুপমদা?

অনু। আয়-আয়, চোখের জল মুছে ফেলে একটু প্রাণ খুলে হেসে নে!

বিভাষ। আঃ—কি হয়েছে বলবি তো?

অনু। সংবাদ এসেছে—আনন্দ সংবাদ, আর আমি বিয়ে করবো না।

সন্ধ্যা। দাদা—দাদা—

শুভ্রা। দাদা—সত্যি বলছো তুমি—সত্যি বলছো!

অনু। হাঁরে-হাঁ—সত্যি। এই দেখ বর্দ্ধমান থেকে মমতার দাদা টেলিগ্রাম করেছে—ডোণ্ট প্রোসিড, মমতা প্রেগনেণ্ট, কাম সাফ'।

শুভ্রা। এ্যা—তাই নাকি!

মিহির। অনুপম—অনুপম—

অনু। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ এখুনি আমি বর্দ্ধমান যাবো। ভোলাকা-ভোলাকা, গাড়ি বের করতে বল।

মিহির। শান্ত হ অনুপম শান্ত হ। বৌঠানের ছেলেপুলে হবে এতো—আনন্দের কথা, কিন্তু এদিকটাও একটু চিন্তা করে দেখ তুই যদি এখন বিয়ে না করিস—এ ভদ্রলোকের কি অবস্থা হবে আর সেই মেয়েটারই বা কি হবে ?

সুদীপ। কেন—তুমিই মেয়েটাকে বিয়ে করে বিলেতে নিয়ে যাও না কেন সাহেববাবু !

চাঁদু। এ আবার কি বলে বাবা !

শুভ্রা। ঠিক বলেছে, আপনারা ওর সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দিন, সতীনের ঘর করার চেয়ে ভালো হবে।

সন্ধ্যা। তুই চুপ কর পরগাছা।

শুভ্রা। আমি যেমন পরগাছা—তুমিও তো তেমনি সৎবোন।

অনু। আঃ—শুভ্রা—

শুভ্রা। এদের কারও কথায় কান দিও না দাদা, এরা শুধু মানুষের ক্ষই করতে জানে—ভালো করতে জানে না—

[প্রস্থান।

চাঁদু। বাবা—ও বাবা, থ মেরে দাঁড়িয়ে আছো কেন, সব গোলমাল হতে বসেছে যে !

দিগম্বর। বাবাজী—বাবাজী, আমি তো সব জেনেশুনেই তোমার কাছে মেয়ে দিতে চেয়েছি—তবে এখন তুমি একথা বলছো কেন ?

অনু। আমার নিরুপায় অবস্থা বুঝে আমাকে ক্ষমা করুন ঘোষাল মশাই !

মিহির। অনুপম, ভেবে দেখ তোর অনুমতি নিয়েই আমরা সকলে এতদূর এগিয়েছি; এখন যদি তুই পিছিয়ে যাস—তাহলে—

অনু। জানি—সব জানি মিহির, তবু একাজ করা আর আমার দ্বারা সম্ভব নয়। [প্রস্থানোদ্যত]

দিগম্বর। বাবাজী—

মিহির। অনুপম—

অনু। না-না-না—কোনমতেই সম্ভব নয়। তোমরা যদি পার আজই যে কোন ছেলেকে রাজী করিয়ে—ওঁকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত কর। সে যদি বেকার হয়—আমি চাকরী দেব। যদি গরীব হয়—আমি অনেক টাকা দেব।

সন্ধ্যা। দাদা—দাদা—

অনু। তবু যে সমস্যার জন্য তোমরা আমাকে বিয়ে করতে বলেছিলে, সে সমস্যার জন্য আমি বিবেকের বিরুদ্ধেও তোমাদের কথায় রাজী হয়েছিলাম, সেই সমস্যার সমাধান যখন হয়ে গেছে—তখন কিছুতেই আমি একাজ করবো না—করবো না— [প্রস্থান।

চাঁদু। এই যা—বর যে পালিয়ে গেল! ও বাবা, এখন কি হবে!

দিগম্বর। এঁ্যা—তাইতো কি হবে—কি হবে! ও মিহির তুমিই তো ঘটকালী করেছিলে বাবা, তুমিই বল এখন আমার কি হবে—আমি কি করব?

মিহির। আমি মানে—তাইতো—কি বলি—?

বিভাষ। বলাবলির কিছু নেই মিহির, ভদ্রলোক বিপন্ন—তুমিই ওকে বিপদ মুক্ত কর।

সুদীপ। আমারও ঐ কথা—ভদ্রলোককে বিপদ মুক্ত করে তোমার মহত্ত্বটা দেখিয়ে দাও।

দিগম্বর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমিই বিয়ে করতে চল, আমি চিরদিন তোমার কাছে কেনা হয়ে থাকবো। (হাত ধরে)

সন্ধ্যা। না-না-ও বিয়ে করবে কি? তার চেয়ে সুদীপ, তুমিই ভদ্রলোককে কন্যাদায় থেকে মুক্ত কর।

সুদীপ। আমি—!

দিগম্বর। দয়া কর বাবা দয়া কর, আমি তোমার হাত ধরে—(হাত ধরিতে যায়)

সুদীপ। ক্ষমা করুন, আমি একজনকে ভালোবাসি, তাকে কাঁদিয়ে আর একজনকে আমি হাসাতে পারবো না।

দিগম্বর। তাহলে এখন আমার কি উপায় হবে বল? বল তোমরা —আমি কি বিষ খাবো না গলায় দড়ি দেব?

সুদীপ। এখন একটাই মাত্র উপায় আছে—যে ঘটকালী করেছে তাকেই ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দিন—　　　　　　　[প্রস্থান।

চাঁদু। যা শালা—এটাও ফসকে গেল!

দিগম্বর। হে ভগবান, এ আমার কি হল! এ আমার কি করলে! কেমন করে আমি লোক সমাজে মুখ দেখাবো, মেয়েটারই বা কি হবে! লগ্নভ্রষ্টা মেয়েকে যে আর কেউ বিয়ে করতে চাইবে না।—

[হাউ হাউ করে কাঁদে।

চাঁদু। কেঁদে আর কোন লাভ নেই বাবা, এখন বাড়ী ফিরে চল।

দিগম্বর। কোন মুখে বাড়ী ফিরে যাবো? কেমন করে বলবো—বিয়ে হবে না? সকলে যে আমার গায়ে থুথু দেবে। মেয়েটা হয়তো শোনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করবে। তখন—না—না—তার চেয়ে আমি—আমিই গাড়ী চাপা পড়ে এই অপমানের হাত থেকে রেহাই নেব।

বিভাষ। যাবেন না—দাঁড়ান, আমিই আপনাকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করবো।

সকলে। মাস্টার—

দিগম্বর। এঁ্যা! তুমি—তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে! তুমি আমাকে এই অপমানের হাত থেকে বাঁচাবে! সত্যি বলছো তুমি! সত্যিই তুমি আমার মেয়ের জাত রক্ষা করবে!

বিভাষ। সত্যি।

সকলে। সত্যি!

বিভাষ। ভেবেছিলাম জীবনে বিয়েই করবো না। কিন্তু আজ এই পরিস্থিতি দেখে আমার শিক্ষা-দীক্ষা, আমার বংশ মর্যাদা—বিবেকের দরজায় আঘাত করে বলছে—এ সময় চুপ করে থাকা মনুষ্যত্বের কাজ নয়।

মিহির। জিনিয়াস—জিনিয়াস, সত্যিই তোর এই মহত্বের তুলনা হয় না!

সন্ধ্যা। ঠিকইতো—ঠিকইতো, কি হল দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বর যখন ঠিক হয়েই গেল তখন তাড়াতাড়ি নিয়ে যান!

দিগম্বর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—দেরী করে লাভ নেই। এসো বাবা এসো। আজ তুমি আমার যে উপকার করলে—সে ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন—ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন—

[প্রস্থান।

বিভাষ। চাঁদু—

চাঁদু। ইয়েস স্যার।

বিভাষ। তুমি যাও আমার ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো, আমি তোমার বাবার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছি।

চাঁদু। আমি এখুনি যাচ্ছি স্যার। যাক ভালোই হল, স্যার যদি ভগ্নিপতি হয় তাহলে না পড়েও পাশ করতে পারবো।

[প্রস্থান।

সন্ধ্যা। বাবাঃ—এতক্ষণে বাঁচলাম, আর একটু হলেই দিয়েছিল তোমার গলায় ঝুলিয়ে।

মিহির। ও—ঝোলালেই হল, আমি অত কাঁচা ছেলে নই—দস্তর মত বিলেতে থেকে লেখাপড়া করেছি—বুঝলে!

সন্ধ্যা। তাতো বুঝলাম, কিন্তু এদিকে যে সব ভেস্তে গেল তার কি হবে?

মিহির। তাইতো ভাবছি। আচ্ছা, অনুপমদা তো বর্দ্ধমানে চলে গেল, তুমিও চল না আমার বাসায় একটু বেড়িয়ে আসবে। তারপর যুক্তি করে দেখি কি করা যায়।

সন্ধ্যা। বেশ—চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বসন্তের বাড়ি।

মমতা ও বসন্তের প্রবেশ।

বসন্ত। না-না, তোর কোন ভয় নেই। আমি যা করেছি এবং যা করবো—সবই তোর মঙ্গলের জন্যে।

মমতা। তা আমি জানি দাদা, কিন্তু আমি ভাবছি বৌদির কথা, তার সম্পদ আমাকে দিয়ে সে কেমন করে বেঁচে থাকবে!

বসন্ত। সে জন্যে তোকে চিন্তা করতে হবে না, সব ভেবে চিন্তে আমি এ কাজ করেছি।

মমতা। কিন্তু যদি কোনদিন তার মাতৃহৃদয় ডুকরে কেঁদে ওঠে, যদি কোনদিন আবার নিজের সম্পদ ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে—

বসন্ত। বোকা কোথাকার, তাই কখনও হয়! ফিরেই যদি নেবে তবে দিতে চাইবে কেন?

মমতা। দাদা—

বসন্ত। না-না, এসব আজেবাজে চিন্তা করে নিজের মনকে কষ্ট দিসনে। তুই আমার একমাত্র বোন, আমি বেঁচে থাকতে তুই সতীনের ঘর করবি—সতীন এসে তোর অধিকার ছিনিয়ে নেবে, তোর উপর অত্যাচার করবে—সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না।

মমতা। তবু যেন আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

বসন্ত। ভয়, ভয় করছে কেন?

মমতা। তাঁর সঙ্গে এইভাবে প্রতারণা করাটা কি ঠিক হবে? যদি

কোনদিন সত্যঘটনা প্রকাশ হয়ে যায় তখন আমার অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখেছো ?

বসন্ত। দেখেছি রে দেখেছি। আর প্রকাশ হয়ে যাবে—এ কথাই বা ভাবছিস কি করে ? আমরা তো কাউকে বলতে যাচ্ছি না।

মমতা। কিন্তু—

বসন্ত। এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই। আমি যা যা বলছি ঠিক সেইমত কাজ কর—দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া কথা কি জানিস, তোর বৌদি তোকে খুব ভালোবাসে। তাইতো তোর দুঃখের কথা শুনে সে নিজেই এ যুক্তি দিয়েছে।

মমতা। সত্যি তোমাদের ত্যাগের তুলনা হয় না। তোমাদের এই ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না।

বসন্ত। পাগলী কোথাকার! ঋণের কথা বলছিস কেন, ছোট বোনকে সুখী করা তো আমার কর্ত্তব্য। আজ যদি তোর চোখে জল পড়ে, একটা ছেলের জন্য যদি তোর জীবন বিষময় হয়ে যায়—আমি বড় ভাই হয়ে কি তা সহ্য করতে পারি, না করা উচিত !

অনুপমের প্রবেশ।

অনু। মমতা—মমতা, এই যে মমতা—

মমতা। তুমি—!

অনু। হ্যাঁ আমি। হঠাৎ আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়েছো—তাই না !

মমতা। না, আমি জানতাম তুমি আসবে।

বসন্ত। টেলিগ্রামখানা ঠিক সময় মতই পেয়েছিলে তাহলে ?

অনু। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক সময় মত পেয়েছিলাম বলেই তো সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি। তুমি—তুমি আমাকে ক্ষমা কর মমতা !

মমতা। ছিঃ-ছিঃ, এ কথা বলছো কেন? তুমি তো কোন দোষ করনি।

অনু। করেছি—করেছি, আমি·যে—

বসন্ত। অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলে—তাই না?

অনু। হ্যাঁ, অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলাম। আর একটা দিন দেরী হয়ে গেলেই সর্বনাশ হয়ে যেত।

মমতা। তাতে তোমার কোন দোষ হত না, কারণ আমিই তো তোমাকে বিয়ে করতে বলেছিলাম।

অনু। কিন্তু কেন বলেছিলে? আমার তো বিয়ে করার কোন আগ্রহই ছিল না।

মমতা। সে কথা আমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না।

অনু। তবে কেন তুমি এত বড় সত্য ঘটনা গোপন করে আমাকে বিয়ে করার জন্যে অনুরোধ করেছিলে?

মমতা। আমি—মানে—

বসন্ত। ভয়ে।

অনু। ভয়ে!

মমতা। হ্যাঁ-হ্যাঁ ভয়ে, মানে আবার যদি ডাক্তার বলে আমার টিউমার হয়েছে! তাই—

বসন্ত। তাই আমি ওকে এখানে এনে বড় বড় ফিমেল স্পেশালিস্ট দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি এবং তাদের নির্ভুল পরীক্ষায় যখন প্রমাণিত হয়েছে—যে ও সন্তান সম্ভবা, তখন আমি তোমাকে টেলিগ্রাম করেছি

অনু। খুব জোর বাঁচিয়ে দিয়েছ ভাই। তুমি যদি ঠিক সময় মত টেলিগ্রাম না করতে তাহলে—যাক ও কথা, চল মমতা আমি তোমাকে আজই বাড়ি নিয়ে যাবো।

মমতা। এঁ্যা—সেকি আজ—। কিন্তু আমি তো—দাদা—

বসন্ত। না—না—এখন আমি ওকে যেতে দেবো না।

অনু। যেতে দেবে না! কেন বসন্ত? আমি যে ওকে নিয়ে যাবার জন্য পাগলের মত ছুটে এসেছি।

বসন্ত। সে তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি। তবে কথা কি জানো, প্রথম সন্তান হবে কিনা—তাই বাপের বাড়িতেই হওয়া উচিত। আর তাছাড়া যে ডাক্তার ওকে দেখছে, আমার ইচ্ছে—এখন কিছুদিন তার কাছেই ট্রিটমেণ্ট হোক। তারপর ছেলেপুলে হয়ে গেলে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে একেবারে জন্মোৎসব পালন করবে।

অনু। মানে—এতদিন এখানে থাকবে! না না তা হয় না বসন্ত।

মমতা। তাতে কি হয়েছে, এতো দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

বসন্ত। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—। মমতা, তুই যা—তোর বৌদিকে রান্না-বান্না করতে বল। অনেকদিন পর আজ শালা-ভগ্নিপতি পাশাপাশি বসে খাবো। আর শোন, এই শরীর নিয়ে তুই যেন বেশী খাটাখাটনী করিসনি—বুঝলি?

মমতা। আচ্ছা— [প্রস্থান।

বসন্ত। কি হে—কি ভাবছো?

অনু। না কিছু নয়। আচ্ছা বসন্ত, মমতা বুঝি খুব কান্নাকাটি করতো, তাই না?

বসন্ত। স্বাভাবিক। যে কাজ তুমি করতে যাচ্ছিলে—

অনু। বসন্ত—

বসন্ত। এখন চল, হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করে তারপর প্রাণ খুলে খোস গল্প করা যাবে। [উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

সুভাষের বাড়ি।

সুভাষ ও বিমলের প্রবেশ।

বিমল। বলিস কি রে—এত অশান্তি!

সুভাষ। কি বলবো, ঘরের কথা বলতেও লজ্জা করে। যে দাদা একদিন আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো, আমার কষ্ট হবে বলে কোনদিন আমাকে বাজারটা পর্যন্ত করতে দেয়নি—সেই দাদার এই এক বছরের মধ্যে এত পরিবর্তন হয়েছে যা কল্পনাও করা যায় না।

বিমল। বিয়ে করার পর মানুষের এত পরিবর্তন হয়ে যায়!

সুভাষ। তাইতো দেখছি। জানিস বিমল, কত আশা ছিল আমার মনে—বৌদি আসবে, এই ছন্নছাড়া সংসারে হাসির হাট বসাবে।

বিমল। সুভাষ—

সুভাষ। হল না—হল না, আমার মনের মধ্যে যে বিরাট স্বপ্ন জন্ম নিয়েছিল—সে স্বপ্ন আমার স্বপ্নই রয়ে গেল। বৌদি আসার এক বছরের মধ্যেই আমাকে মর্মে মর্মে বুঝিয়ে দিলে—আমি এ বাড়ির জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই নই।

বিমল। সে কিরে—এতদূর!

সুভাষ। বড় দুঃখে—বড় দুঃখে আমার মুখ থেকে এসব কথা বেরিয়ে আসছে। ওঃ আমার এমন দাদা—সেও কিনা পর হয়ে গেল!

বিমল। আমার মামাও এমনিভাবে পর হয়ে গিয়েছিল। এখন আমি বেশ আছি ভালই আছি—তাইতো আজ ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়েছি। শুধু মনের মধ্যে একটা ইচ্ছেই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে—

সুভাষ। কি সে ইচ্ছে ?

বিমল। যদি একটিবার তার দেখা পেতাম !

সুভাষ। তোর বোনের কথা বলছিস ?

বিমল। হ্যাঁ রে— গীত।

আমি সেই আশাতেই
দিন গুনি, মরেও বেঁচে আছি।
গান গেয়ে তার নাম ধরে আমি
ডাকছি—শুধু ডাকছি।
কত যে ডেকেছি নাম ধরে তার
কত যে কেঁদেছি হায়,—
তবুও তো তার পায় না সাড়া
(আমার) দিন যে ফুরায়ে যায়।
নিঠুর নিয়তির অভিশাপ লয়ে,
ফিরি পথে পথে তাঁর গান গেয়ে,
ওগো ভগবান, হারানো মানিক—
ফিরায়ে দাও আমারে

কাবেরীর প্রবেশ।

কাবেরী। ঠাকুরপো—ঠাকুরপো, এই যে এখানে রয়েছো ! বলি ব্যাপারখানা কি—এত করে ডাকছি, কানে যাচ্ছে না বুঝি ?

সুভাষ। শুনতে পাইনি বৌদি—

কাবেরী। শুনতে ঠিকই পেয়েছো, ইচ্ছে করেই সাড়া দাওনি। বাবা—এ আবার কে ?

সুভাষ। আমার বন্ধু।

কাবেরী। তোমার আবার বন্ধু আছে নাকি ! তা চোখে দেখতে পায় না বুঝি ?

সুভাষ। না। একই এ্যাক্সিডেন্টে আমি আর ও—

কাবেরী। থাক থাক আর বিন্যাস করে বলতে হবে না, খোঁড়ার বন্ধু কানাই হয়।

সুভাষ। ছিঃ ছিঃ বৌদি, মানুষের দুর্ভাগ্য নিয়ে এইভাবে উপহাস করো না। তাছাড়া আমি ওকে আজ খাওয়াবো বলে নেমন্তন্ন করে এনেছি।

কাবেরী। কি বললে—নেমন্তন্ন করে এনেছো! বলি তোমার দাদার কি তেলকল আছে নাকি—যে রাস্তা থেকে লোক ধরে ধরে এনে খাওয়াবে?

সুভাষ। বৌদি—

কাবেরী। বন্ধুকে খাওয়াবার যখন এতই শখ—তখন রোজগার করে দেয়ালীপনা করলেই তো পারো।

সুভাষ। বৌদি, একথা তুমি—না-না, তোমার কি দোষ, দাদার মনই যখন বদলে গেছে তখন তুমি তো পরের মেয়ে।

কাবেরী। হুঁঃ, কথায় বলে আপনি পায় না ঠাঁই শঙ্করাকে ডাক। চার পয়সার মুরোদ নেই—বন্ধুকে নেমন্তন্ন করা,—ভাত যেন সস্তা!

বিমল। থাক বৌদি, যথেষ্ট হয়েছে। আমার জন্য আর ওকে কথা শুনাবেন না। নেমন্তন্ন খাওয়ার আর দরকার নেই—এমনিই পেট ভরে গেছে।

সুভাষ। আমার নিরুপায় অবস্থা বুঝে—

বিমল। না রে না—দুঃখ করতে হবে না, আমি কিছু মনে করিনি। এতদিন জানতাম আমার চেয়ে দুঃখী বোধ হয় কেউ নেই, কিন্তু আজ জানলাম—তুই আমার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখী—অনেক বেশী দুঃখী—

[প্রস্থান।

সুভাষ। কি করলে বৌদি কি করলে! আমি বড় মুখ করে যাকে ডেকে আনলাম তুমি তাকে এইভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে?

কাবেরী। তবে কি ঐ কানাটাকে ফুল-জল দিয়ে পূজো করব নাকি?

সুভাষ। পূজো করতে বলিনি, কিন্তু তাকে একমুঠো খেতে দিলে তোমার ভাঁড়ার কি শূন্য হয়ে যেত?

কাবেরী। এটা হরিঘোষের গোয়াল নয়—বুঝলে!

সুভাষ। কিন্তু তোমার সেই বিলেত ফেরত মিহিরবাবু যখন আসে তখন তাকে ভালোমন্দ খাওয়াবার সময় তো তোমার একথাটা মনে হয় না বৌদি!

কাবেরী। আমার স্বামীর রোজগার আমি যাকে খুশী খাওয়াবো তাতে তোমার কি? এখন যাও—কথা না বাড়িয়ে কয়লাগুলো ভেঙে দাও।

সুভাষ। আমি কয়লা ভাঙবো!

কাবেরী। তবে কি বসে বসে শুধু গিলবে নাকি?

সুভাষ। আচ্ছা বৌদি, তোমার নিজের ভাই যদি খোঁড়া হত, তাহলে কি তুমি তাকে এইভাবে বলতে পারতে?

কাবেরী। কি বলতে চাও তুমি—?

সুভাষ। কি আর বলবো। আমার দাদার মত শিক্ষিত মানুষটাকে যখন তুমি হাতের পুতুল করতে পেরেছ, তখন তোমাকে বলার মত আমার আর কিছুই নেই।

কাবেরী। ও বাবা—দুখানা কয়লা ভাঙতে বলেছি বলে খুব যে বড় বড় কথা শোনাচ্ছো দেখছি! কেন—আমার এই শরীরটা কি লোহা দিয়ে তৈরী নাকি—যে সব কাজই আমাকে করতে হবে?

বিভাষের প্রবেশ।

বিভাষ। কি হল—কি হল তোমাদের, হঠাৎ ঝগড়া শুরু করলে কেন ?

কাবেরী। কথা বললেই যদি ঝগড়া হয় ! তবে তো আমাকে বোবা হয়েই থাকতে হবে।

বিভাষ। আ-হা-হা— কি হয়েছে বলবে তো ?

কাবেরী। কি আবার হবে, তোমার ভাই একটা ভিখিরীকে খাওয়াবে বলে ডেকে এনেছিল, আমি রাজী হইনি বলে বাবুর রাগ হয়েছে। আচ্ছা তুমিই বল তো—একে তোমার একার রোজগারের উপর সংসার চলছে, তার উপর এইভাবে বাজে খরচ করলে সংসার চলে ?

বিভাষ। ঠিকই তো। না না সুভাষ তোর বৌদি ঠিকই বলেছে —এতে তোর রাগ করা উচিত নয়।

সুভাষ। বুঝলাম, কিন্তু বৌদি—কয়লা ভাঙার কথাটাতো বললে না ?

বিভাষ। কয়লা ভাঙা—!

কাবেরী। এ আর দোষের কথা কি ? বাড়িতে ছোট দেওর থাকলে বৌদিকে সাহায্য করে না ?

বিভাষ। যাকগে যাক—ওসব কথা ছেড়ে দাও। এখন শোন—তোর জন্য একটা কাজ ঠিক করেছি।

সুভাষ। কাজ—!

বিভাষ। হ্যাঁরে—একটা প্রাইভেট কার্মের রি-প্রেজেন্টেটিভের কাজ। দোকানে দোকানে গিয়ে অর্ডার নিয়ে কোম্পানীতে জমা দিয়ে দিবি, ব্যাস।

সুভাষ। আমার যে একখানা পা নেই দাদা, এতে ঘোরাঘুরির কাজ আমি কি পারবো ?

বিভাষ। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে বটে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। আর তাছাড়া বেকার হয়ে বসে থাকার কোন মানে হয় না। সংসারের খরচ বেড়েছে—একটা কিছু করা তো দরকার।

কাবেরী। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই, আমাদেরও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে।

সুভাষ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ দাদা, একটা কিছু করা দরকার। তুমি ঠিকই বলেছ বৌদি, খোঁড়া বলে বসে থাকলে চলবে না। সংসারের খরচ বেড়েছে, তোমাদেরও ভবিষ্যৎ আছে—মিছিমিছি ভূতের বোঝা বইবে কেন ?

কাবেরী। শুনছো—শুনছো, কেমন ছিট দিয়ে কথা বলছে—শুনছো ?

বিভাষ। সুভাষ—

সুভাষ। আমি কাজ করবো—নিশ্চয়ই কাজ করবো। আমার জন্য তোমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে দেব না। কিন্তু একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না, ছোটবেলায় যার স্নেহ ভালোবাসা পেয়ে এতবড় হয়েছি—তুমি কি আমার সেই দাদা !

বিভাষ। তার মানে ! তুই কি বলতে চাস—বিয়ে করে আমি বদলে গেছি ?

সুভাষ। না-না আমি ভুল বলেছি—ভুল বলেছি। তুমি হয়তো ঠিকই আছো—আমিই বোধহয় বদলে গেছি দাদা—আমিই বোধহয় বদলে গেছি— [প্রস্থান।

কাবেরী। বুঝলে—বুঝলে কিছু ? কি হোল—কি ভাবছো গো ?

বিভাষ। এ্যাঁ—হ্যাঁ ভাবছি, আমি যখন বিয়ে করব না বলে

ভেবেছিলাম তখন এই ভাইই আমাকে বিয়ে করার জন্য কত ক
পীড়াপীড়ি করেছিল, কিন্তু আজ—

কাবেরী। কিন্তু সেই ভাই-ই আজ তোমার বৌকে সহ্য করতে পারছে না—এই তো? যাকগে—তুমি যখন আমাকে ভালোবাসো—

বিভাষ। বটে! আমি বুঝি তোমাকে খুব ভালোবাসি?

কাবেরী। বাসোই তো।

বিভাষ। কিসে বুঝলে?

কাবেরী। সে কথা মুখে বলা যায় না। স্বামীর ভালোবাসা স্ত্রী ঠিক বুঝতে পারে।

বিভাষ। সত্যি কাবেরী, আজ আমার মনে হচ্ছে—এতদিন আমি ভুল পথে চলেছিলাম। তোমাকে না পেলে হয়তো আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যেত।

কাবেরী। স্বীকার করলে তো, এইবার ছাড়ো—আমার রান্না আছে।

বিভাষ। আহা আজ না হয় একটু দেরীতেই রান্না হবে।

কাবেরী। তবেই হয়েছে! তাহলে তোমার ভাইটি আমাকে রক্ষে রাখবে!

বিভাষ। সেকি—সুভাষ বুঝি তোমার উপর জুলুম করে!

কাবেরী। শুধু কি তাই—সাধারণ ভদ্রতা জ্ঞানও তার নেই। এই দেখ না, মিহিরদা মাঝে মাঝে আমার বাপের বাড়ির খবর দিতে আসে বলে আমি তার সঙ্গে দুটো কথা বলি—একটু খাতির করি,—সেই জন্যও আমাকে খোঁচা মেরে কথা শোনায়।

বিভাষ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—এতদূর অধঃপতন হয়েছে!

কাবেরী। আচ্ছা তুমিই বলতো, বাড়িতে ভদ্রলোক এলে খাতির যত্ন করবো না?

বিভাষ। একশোবার করবে। আমি তোমাকে বলে দিলাম,—তুমি ইচ্ছামত—ইচ্ছামত খাতির যত্ন করবে, ইচ্ছ মত কথা বলবে।

চাঁহুর প্রবেশ।

চাঁহু। কাবেরী-ও কাবেরী, আরে এই যে, কাবেরী ও ভগ্নিপতি স্যার এক জায়গায়ই আছেন দেখছি।

বিভাষ। কি ব্যাপার চাঁদবদন, তুমি ?

চাঁহু। চাঁদবদন নয় ভগ্নিপতি স্যার, চাঁহু চরণ ঘোষাল মুরারীপুকুরের সের।

বিভাষ। ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ ভুলেই গেছিলাম। আচ্ছা চাঁহু, তুমি আমাকে ভগ্নিপতি স্যার বলে ডাকো কেন বল তো ?

চাঁহু। একটু চিন্তা করে দেখুন, তাহলেই মানে বেরিয়ে যাবে।

বিভাষ। কি রকম ?

চাঁহু। এই ধরুন না যখন আমি আপনার কাছে পড়তাম তখন স্যার বলে ডাকতাম। এখন আপনি আমার দিদিকে বিয়ে করে ভগ্নিপতি হয়েছেন। কাজে কাজেই এই দুটোকে পাক করে ভগ্নিপতি-স্যার বলে ডাকি।

বিভাষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

চাঁহু। ও বাবা আপনি এমন হাসতে পারেন! নাঃ—কাবেরীর বাহাদুরী আছে বলতে হবে। আপনার মত লোকের মুখে হাসি বের করতে পেরেছে!

কাবেরী। ওসব বাজে কথা রেখে এখন বল—বাড়ীর সব ভালো আছে তো ?

চাঁহু। হ্যাঁ—আমি ছাড়া সবাই ভালো।

কাবেরী। কেন তোর আবার কি হোল?

চাঁদু। ভগ্নিপতি স্যারের সামনে সে কথা বলতে লজ্জা করে। আসল কথা—আমি এখন কিছুদিন তোর বাড়ীতে থাকেবো, আপত্তি নেই তো?

কাবেরী। আপত্তি কিসের! ভালোই তো হয়। তুমি কি বল? ঠাকুরপোর দ্বারা তো কোন কাজই হয় না, দাদা থাকলে আমার তবু কিছুটা সুবিধে হবে।

বিভাষ। তুমি বলছো? তবে থাক। ভাল কথা আজ রাত্রে আমার জন্য রান্না করবে না। একছাত্রীর বিয়েতে নিমন্ত্রণ আছে, ফিরতেও অনেক রাত হতে পারে তুমি যেন চিন্তা কর না।

কাবেরী। এই—আমাকে যে সীতাহার এনে দেবে বলেছিলে তার কি হোল?

বিভাষ। হবে—হবে, আমি এক বন্ধুর কাছে লোন চেয়েছি। পেলেই তোমাকে সীতাহার রাম হার—লক্ষণ হার—সব এনে দেব বুঝলে! [প্রস্থান।

চাঁদু। কিরে—ভগ্নিপতি স্যারকে খুব জব্দ করে ফেলেছিস দেখছি!

কাবেরী। থাম, এখন বল তোর কি হয়েছে?

চাঁদু। বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কাবেরী। কেন?

চাঁদু। ঐ বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে একদিন মদ খেয়েছিলাম বলে। আচ্ছা তুই বল তো কাবেরী—

কাবেরী। বলার কিছুই নেই, যা করেছিস খুব করেছিস। এসব কথা যেন কোন সময় ওঁর কাছে গল্প করিসনি, তাহলে এখানেও আর থাকা হবে না— [প্রস্থান।

চাঁদু। আরে রাম বল—এসব কথা আবার বলে! যাক ভালোই হোল, আউর কই কিসিকা পরোয়া নেহি হ্যায়। বাপের হোটেল বন্ধ, বোনের হোটেল খোলা— [প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। তাইতো এত দেরী করছে কেন। পাঁচটা বেজে গেল এখনও আসার সময় হয়নি! এদিকে ফাংশন আরম্ভ হবার সময় হয়ে এল, এরপর গেলে হয় তো টিকেট পাওয়া যাবে না। নাঃ-আর কিছুক্ষণ দেখি, তারপর নিজেই তাকে আনতে যাব।

কাবেরীর প্রবেশ।

কাবেরী। যেতে হবে না, আমি নিজেই এসে গেছি।

মিহির। হ্যালো মাই সুইট ডার্লিং, এত দেরী করলে কেন? তুমি কি জানো না, আমার জীবনটাই বিলেতে কেটেছে—টাইম সম্বন্ধে আমি ভীষণ পানচুয়্যাল?

কাবেরী। তা আর জানি না! উনি আজ বাড়ীতে আছেন, কিছুতেই আসতে দিচ্ছিলেন না।

মিহির। তবে এলে কি করে?

কাবেরী। মিথ্যে কথা বলে।

মিহির। মিথ্যে কথা!

কাবেরী। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার নাম করে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে এক ঘণ্টার কথা বলে বেরিয়ে এসেছি।

মিহির। ভেরি গুড-ভেরি গুড, বুঝলাম সত্যিই তুমি আমাকে ভালোবাসো।

কাবেরী। সে কি আজ বুঝলে?

মিহির। বুঝেছি অনেকদিন আগেই। নইলে বাংলাদেশে এত

মেয়ে থাকতে তোমাকেই জীবনসঙ্গিনী করে বিলেতে নিয়ে যেতে চাইব কেন? নাও, এখন চল, ক্যাংশানে যাওয়া যাক।

কাবেরী। না-না মিহির, আজ আর ক্যাংশানে যাওয়া যাবে না।

মিহির। তবে এলে কেন?

কাবেরী। শুধু খবরটা দিতে। নইলে যে আমার আসাপথ চেয়ে বসে থাকতে। আচ্ছা মিহির, অনুপমবাবু যখন আমাকে বিয়ে করল না। তখন তুমিই আমাকে বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তো আজ আর এই লুকোচুরি করতে হত না।

মিহির। আমি তো বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই বিভাষ মাস্টার বললো, আমি বিয়ে করব, ওমনি তোমার বাবা রাজী হয়ে গেলেন। কাজে কাজেই আমি নিরুপায় হয়ে গেলাম—তা না হলে জানো তো—কেন আমি অনুপমের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কি উদ্দেশ্য ছিল আমার?

কাবেরী। জানি। সে বিয়ে হত শুধু লোক দেখানো অভিনয়, আসল উদ্দেশ্য ছিল, তার টাকা হস্তগত করে আমাকে নিয়ে বিলেতে পালিয়ে যাওয়া। আমিও সেই জন্যেই রাজী হয়েছিলাম। নইলে কোন দুঃখে আমি সতীনের ঘর করতে যাবো! আমার কি রূপ-যৌবনের অভাব আছে!

মিহির। একজ্যাক্টলী। বাই দি বাই, হঠাৎ একটা বিশেষ কাজে আমার কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিলেত থেকে টাকাটা আসতে বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। তাই বড় চিন্তায় পড়ে গেছি।

কাবেরী। কত টাকা?

মিহির। আপাততঃ পাঁচশো হলেই ম্যানেজ করা যায়।

কাবেরী। পাঁচশো! আচ্ছা আমি যদি টাকাটা দিই?

মিহির। তাহলে তো ভালোই হয়। আমাকে আর পরের কাছে হাত পাততে হয় না। তারপর বিলেত থেকে আমার টাকা এলেই শোধ করে দেব।

কাবেরী। ঠিক আছে, দু-চার দিনের মধ্যে আমি টাকার ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু সাবধান—উনি যেন জানতে না পারেন!

মিহির। মাথা খারাপ! কিন্তু তুমিও সাবধান, ঐ বিভাষ মাষ্টারের প্রেমে পড়ে যেও না যেন। তাহলে কিন্তু তোমার বিরহে আমি পাগল হয়ে যাব।

কাবেরী। কি যে বল! যে লোক সিনেমা থিয়েটার দেখে না, হোটেল পার্টির নাম শুনতে পারে না, যৌবনটাকে এনজয় করতে জানে না, জানে শুধু ছাত্র ঠ্যাঙাতে আর আমার পিছনে মিনি বিড়ালের মত মিউমিউ করতে—সেই ঘরকুনো বেটাছেলেকে ভালোবাসবো আমি! অসম্ভব, আমি চাই উদ্দাম—উচ্ছ্বাস—তীব্র আনন্দ। আমি—

[সন্ধ্যা দূর থেকে ওদের কথোপকথন শোনে]

মিহির। অবকোর্স, তুমি হচ্ছ এযুগের সাবিত্রী। তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, তবে কেন আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির মত ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে বসে থাকবে? জানো, আমাদের বিলেতের মেয়েরা ভীষণ ফরোয়ার্ড। সব সময় তারা পুরুষদের সঙ্গে নাচ, গান, আনন্দ উচ্ছ্বাসে যৌবনটাকে পরিপূর্ণ রূপে এনজয় করে।

কাবেরী। মিহির—

মিহির। আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো। তুমি আর আমি দিন রাত প্রেমের সমুদ্রে সাঁতার কাটবো।

কাবেরী। হাউ লাভলি! হাউ সুইট! বিলেতের কথা শুনলে আমি পাগল হয়ে যাই। ইস—বড্ড দেরী হয়ে গেল। আচ্ছা আমি এখন চলি—বাই বাই— [প্রস্থান।

মিহির। হাঃ-হাঃ-হাঃ, সকলেই বিলেতি প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, সকলকেই আমি বুদ্ধির খেলায় নাচাচ্ছি। পারলাম না শুধু শুভ্রাকে। আজ তার বিয়ে।

সন্ধ্যার প্রবেশ।

সন্ধ্যা। আফশোষ হচ্ছে ?

মিহির। একি সন্ধ্যা, তুমি হঠাৎ এ সময় এখানে !

সন্ধ্যা। কেন, অনেকদিন এখানে এসে তোমার সঙ্গে প্রেমের গল্প করেছি—আজ আমাকে দেখে আশ্চর্য হলে কেন ?

মিহির। আশ্চর্য্য হব কেন ? তবে হঠাৎ দেখে—

সন্ধ্যা। ভয় পেয়েছো। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তা এই নিয়ে কটা মেয়ের সর্বনাশ করা হল ?

মিহির। তার মানে ?

সন্ধ্যা। মেয়েটা কে ?

মিহির। কোন মেয়েটা ?

সন্ধ্যা। যার সঙ্গে একটু আগে প্রেমের গল্প করছিলে ? যাকে বিলেতে নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখাচ্ছিলে ?

মিহির। ওহো ঐ মেয়েটা—ওতো আমার ক্লাশফেলো। বিলেতে আমরা একসঙ্গে পড়তাম, তাই—

সন্ধ্যা। মিথ্যে কথা। বিলেতে তুমি কোনদিন ছিলে না, লেখা-পড়া তুমি করনি। তুমি ছিলে জাহাজের খালাসী।

মিহির। সন্ধ্যা—

সন্ধ্যা। সুদীপ আমাকে তোমার সব পরিচয়ই ফাঁস করে দিয়েছে মিহির।

মিহির। সুদীপ—আই মিন ছাট ব্ল্যাকার—সুদীপ চ্যাটার্জী! তার কথা তুমি বিশ্বাস কর?

সন্ধ্যা। প্রথমে বিশ্বাস করছিলাম না। তাই সত্যি মিথ্যা যাচাই করতে এসেছিলাম। কিন্তু এসে যা দেখলাম—যা শুনলাম, তাতে বুঝলাম তার সব কথাই সত্যি। সত্যিই তুমি জালিয়াত, তুমি ইতর—তুমি লম্পট!

মিহির। ছিঃ ছিঃ, এতটা বাড়াবাড়ি করাটা তোমার ঠিক নয়। নিজের গায়ে হাত দিয়ে বলতো—আমি যদি জালিয়াত ইতর লম্পট হই, তাহলে তুমি কি? ধোয়া তুলসীপাতা—না সতী সাবিত্রী!

সন্ধ্যা। মিহির—!

মিহির। স্বীকার করি, তুমি যা দেখেছো, যা শুনেছো—সব সত্যি। সত্যি আমি বিলেতে লেখাপড়া করিনি, সত্যিই আমি জাহাজের খালাসী ছিলাম। একটু আগে যে মেয়েটিকে এখানে দেখেছো—তোমার মত তার সঙ্গেও আমি ভালোবাসার অভিনয় করি। কিন্তু তুমি তো ভদ্র ঘরের মেয়ে—ভদ্রঘরের বিধবা, তোমার চরিত্র এত নোংরা, এত জঘন্য হল কেন?

সন্ধ্যা। ও—ছলনায় আমার সর্বনাশ করে আবার আমাকেই কথা শোনাচ্ছো!

মিহির। শোন, সব যখন দেখেছো এবং জেনেছো তখন আরও কিছু শুনে যাও—তোমাকে শিখণ্ডি খাড়া করে শুভ্রাকে জয় করা আর অনুপমের টাকা আত্মসাৎ করাই ছিলো আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু কোনটাই যখন আমার সাকসেসফুল হল না—তখন তোমাকেও আমি চিনি না।

সন্ধ্যা। আমিও সব জেনেশুনে আর তোমার ফাঁদে পা দেব না।

মিহির। ভেরি ওয়েল, তাহলে যে পথে এসেছো সেই পথেই গো ব্যাক।

সন্ধ্যা। যাবো তো নিশ্চয়ই! কিন্তু আমার মত আর যাতে কোনো মেয়ের সর্বনাশ করতে না পারো—সে ব্যবস্থাও করবো।

মিহির। ভয় দেখাচ্ছো?

সন্ধ্যা। তোমার চরিত্রের কথা আমি সবাইকে জানিয়ে দেবো।

মিহির। এতো খুব ভালো কথা। তারপর খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে তোমার আমার চরিত্রের কথা ছাপা হবে, অনুপম মমতা, শুভ্রা, সুদীপ পড়বে—তোমাকে সতী সাবিত্রী বলে পূজো করবে, খুব মজা হবে—কি বল! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সন্ধ্যা। ওঃ কি করেছি, কি করেছি—একটা জানোয়ারের চক্রান্তে কি ভুল আমি করেছি!

মিহির। মিছিমিছি আমাকে জানোয়ার বলছো কেন? তোমার খিদে পেয়েছিল—আমি খেতে দিয়েছি, তোমার তৃষ্ণা পেয়েছিল—আমি জল দিয়েছি, এতে আমার অন্যায় কোথায়? অন্যায় করেছ তুমি।

সন্ধ্যা। আমি!

মিহির। হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমি, সুখে থাকতে যাদের ভুতে কিলোয় তাদের এইভাবেই ঠকতে হয়। এখন কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে যাও, আমার কাজ আছে।

সন্ধ্যা। চমৎকার! হাঃ-হাঃ-হাঃ—মিহির, সত্যিই তুমি চমৎকার। আমি তোমার কাছে হেরে গেলাম। আমি নিজের ইচ্ছায় কালি মেখেছি, তাই কাউকে বলতেও পারবো না—আর প্রতিশোধও নিতে পারবো না। চমৎকার, সত্যিই তোমার তুলনা শুধু তুমি— [প্রস্থান।

মিহির। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ভয় দেখাতে এসেছিল। কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছিল। কিন্তু জানেনা, জোঁকের মুখে নুন দিলেই সব শেষ হয়ে যায়—হাঃ-হাঃ-হাঃ— [প্রস্থান।

———

নবম দৃশ্য।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। দেখ দেখিমি আমি এখন কি করি? বর-কনে যাবার সময় সকলেই যদি কান্নাকাটি করে—তাহলে কি চলে? একদিকে বৌমনি-বড়খোকা কাঁদছে, অন্যদিকে ছোট খুকী। তার উপর বড় খুকীর যে কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। কাল রাত থেকে না খেয়ে দেয়ে দরজা বন্ধ করে পড়ে আছে। একা আমি কোনদিক সামলাবো।

অনুপমের প্রবেশ।

অনু। ভোলাকা, শুভ্রার সব জিনিসপত্তর গুছিয়ে দিয়েছো?

ভোলা। হ্যাঁ-হ্যাঁ—সব গুছিয়ে টুছিয়ে গাড়ীতে তুলে দিয়েছি। এখন বারবেলা পড়ার আগে তাদের যাত্রা করতে হবে।

অনু। হ্যাঁ, এত দাবি, এত আব্দার, এত মান অভিমানের পালা শেষ করে শুভ্রা আজ শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে। আর আমাকে বলবে না—দাদা, বেড়াতে নিয়ে চল। আর বলবে না—দাদা, সকাল সকাল বাড়ীতে ফিরো।

ভোলা। কাঁদছো বড় খোকা! কেঁদো না কেঁদো না—এই তো সংসারের নিয়ম।

অনু। কিন্তু তবু কেন আমার চোখের জল মানছে না ভোলাকা? কেন তাকে বিদায় দিতে আমার বুকখানা হাহাকার করছে!

ভোলা। করবে না! একটা বিড়াল পুষলেও মায়া হয় বড় খোকা—আর এতো একটা ফুলের মত মেয়ে।

অনু। মেয়েটা বড় মায়াবী—তাই না ভোলাকা?

ভোলা। মায়াবী বলে মায়াবী—সকলকে সে কি মায়ায় বেঁধেছিল তা বলা যায় না।

অনু। সত্যিই তাই, এতটুকু মেয়ে—বাবা বর্দ্ধমান স্টেশন থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। সেই থেকে সে আমার কাছেই আছে—একটি দিনের জন্যেও বুঝতে পারিনি যে ও আমার নিজের বোন নয়।

ভোলা। বড় খোকা—

অনু। জানো ভোলাকা, কি আশ্চর্য ব্যাপার—অবুঝ শিশু-বাণী তার মুখখানাও আজ ভার হয়ে গেছে। সেও যেন বুঝতে পেরেছে—তার পিসিমণি আজ তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

ভোলা। বুঝবে না! দাদুভাই যে সব সময়েই ছোট খুকীর কোলে কোলে থাকতো!

সন্ধ্যার প্রবেশ।

সন্ধ্যা। দাদা—

অনু। একি—তুইও আজ কাঁদছিস! একটা পরগাছার জন্যে তোর চোখেও তাহলে জল পড়ছে!

সন্ধ্যা। কথার চাবুকে আর আমাকে আঘাত করো না। এতদিন আমি যে ভুলের বালুচরে বাসা বেঁধেছিলাম, আজ আমার সে ভুল ভেঙে গেছে। তাই তোমার কাছে একটা অনুরোধ করতে এসেছি।

অনু। অনুরোধ! কি অনুরোধ?

সন্ধ্যা। শুভ্রা শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পর আমাকে তুমি কাশীতে পাঠিয়ে দিও।

অনু। কেন—একথা বলছিস কেন? আমরা কি কোনদিন তোকে অবহেলা করেছি—কোন অযত্ন করেছি?

সন্ধ্যা। না—না—তা নয়।

অনু। তবে তুই কাশী যাবি কেন ?

সন্ধ্যা। সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস কর না দাদা, সে কথা আমি কাউকে বলতে পারবো না।

ভোলা। বলি তোমার কি ভিমরতি হয়েছে ? কাল সারারাত দরজা বন্ধ করে কেঁদেছো, আজ আবার কাশী যাবার জন্য বায়না ধরেছো—কেন কি হয়েছে শুনি ? কিসে তোমার এত দুঃখু ?

সন্ধ্যা। সে তোমরা বুঝবে না ভোলাকা। শুধু একটা কথাই শোনো—আর আমার একটা দিনও সংসারে থাকা চলে না। দাদা, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস না করে কাশীতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। জীবনের বাকি দিনগুলো আমি বাবা বিশ্বনাথের পায়ের তলায় কাটিয়ে দিতে চাই।

অনু। বেশ, এই যখন তোর একান্ত ইচ্ছা—তখন সে ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না।

ভোলা। বুঝি না বাপু তোমাদের কথাবার্তা, যত সব ইয়ে। ঐ যে মেয়ে-জামাই আসছে, এইবার তোমরা একটু চোখের জল বন্ধ কর।

বরবেশী সুদীপ, কনেবেশী শুভ্রাসহ মমতার প্রবেশ।

মমতা। এসো—এসো ভাই। ওগো, তুমি এখানে ? ওদের যে যাওয়ার সময় হয়ে এলো, এরপর যে বারবেলা পড়ে যাবে !

অনু। না না, তার আগেই ওদের শুভযাত্রা করিয়ে দিতে হবে। নইলে যে আমার শুভ্রার অকল্যাণ হবে !

শুভ্রা। দাদা—

অনু। শুভ্রা, শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে আমাকে ভুলে যাবি নাতো দিদি ?

শুভ্রা। ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। ফের ওকথা বললে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে কথাই বলবো না।

অনু। শুনছো—শুনছো ভোলাকা, যাওয়ার সময়ও ও আমাকে কেমন শাসন করছে শুনছো? এই পাগলীকে ভুলে আমি কেমন করে থাকবো বলতে পারো!

ভোলা। বড় খোকা—

অনু। কাল থেকে আর কে আমাকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করবে? আমি অফিস থেকে ফিরে এলে কে আমার পকেট হাতড়ে দেখবে—আমি কিছু এনেছি কিনা?

সুদীপ। কাঁদবেন না অনুপমদা, কাঁদবেন না। আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন—(উভয়ের প্রণাম)

অনু। আশীর্বাদ করি তোমাদের এই নূতন জীবন সুখী হোক—মধুময় হোক, হাসি-গল্পে-গানে সংসার ভরে উঠুক।

শুভ্রা। দাদা—

অনু। শুভ্রা বোনটী আমার, এই দাদার একটি উপদেশ মনে রাখিস,—সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। তুইও যেন সেই গুণের অধিকারী হয়ে সংসারকে শান্তি নিকেতন করে গড়ে তুলতে পারিস। সীতার সহিষ্ণুতা আর সাবিত্রীর প্রেমই যেন তোর জীবনের আদর্শ হয়ে থাকে।

শুভ্রা। তোমার এই উপদেশ আমি কোনদিন ভুলবো না দাদা, কোনদিন ভুলবো না।

অনু। সুদীপ, আমার এই অবুঝ বোনটাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম ভাই। আজ থেকে তুমিই ওর জীবন মরণ। (শুভ্রা মমতাকে প্রণাম করে)

মমতা। থাক থাক ভাই, আশীর্বাদ করি—স্বামী সোহাগিনী হও।

শুভ্রা। বৌদি, তোমাদের উপর কত জুলুম করেছি, কত অত্যাচার করেছি—সব ভুলে যেও—বৌদি সব ভুলে যেও।

মমতা। ওসব কি কথা বলছিস ভাই, সেই জুলুম—সেই অত্যাচারের মধ্যে কত আনন্দ ছিল তা এক মুখে বলে শেষ করা যায় না। ঠাকুরজামাই—

সুদীপ। বৌদি—

মমতা। আমি জানি,—আমার ঠাকুরঝি উপযুক্ত লোকের হাতেই পড়েছে, তবু তোমাকে অনুরোধ করব—ও একটু অভিমানী—একটু চঞ্চল। সংসার সম্বন্ধে ওর কোন অভিজ্ঞতা নেই—তুমি ওকে নিজের মত করে গড়ে নিও ভাই। কখনও যদি কোন ভুল করে—অজ্ঞান ভেবে ক্ষমা করে নিও।

সুদীপ। বলতে হবে না বৌদি, আমি কথা দিচ্ছি—কোনদিন কোন কারণে আমি ওর মনে আঘাত দেব না।

অনু। মুখ ঘুরিয়ে আছিস কেন, আজও কি তুই শুভ্রার উপর রাগ করে থাকবি? ওর শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় আশীর্বাদ করবি না?

সন্ধ্যা। আমি যে বিধবা, আমার মুখ দেখে গেলে ওর যে অকল্যাণ হবে।

শুভ্রা। না না কোন অকল্যাণ হবে না দিদি, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর।

সন্ধ্যা। আশীর্বাদ করি—পাকা চুলে সিঁদুর পর। শুভ্রা, আমি তোকে কোনদিন ভালো চোখে দেখিনি, তোর উপর অনেক অন্যায়—অনেক অবিচার করেছি, যদি পারিস আমাকে ক্ষমা করিস বোন ক্ষমা করিস—　　　　　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

শুভ্রা। ভোলাকা—(প্রণাম করতে যায়)

ভোলা। না-না-আমার পায়ে হাত দিতে হবে না, আমি এমনিই আশীর্বাদ করছি—তোমরা সুখে ঘরকন্যা কর। এই বুড়ো মরার আগে যেন তোমাদের সকলের মুখে হাসি দেখে যেতে পারে—হাসি দেখে যেতে পারে—

[প্রস্থান।

সুদীপ। অনুপমদা, বৌদি, আর তো দেরী করা চলে না, এবার আমাদের যেতে দিন।

অনু। হ্যাঁ-হ্যাঁ-আর মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। যেতে যখন হবেই—

শুভ্রা। দাদা, আমার জন্ত যেন কান্নাকাটী কর না। সময় মত খাওয়া দাওয়া কর। অফিস থেকে সকাল সকাল বাড়িতে ফিরো।

অনু। চুপ কর—চুপ কর, আর ওসব কথা বলে আমাকে পাগল করে দিসনে।

শুভ্রা। দাদা—দাদা—

মমতা। কাঁদিসনে বোন কাঁদিসনে, নিজে কেঁদে আমাদের আর কাঁদাসনে।

শুভ্রা। বৌদি, বাপী বড় দুরন্ত হয়েছে, আমাকে খুব চিনেছে। ঘুম থেকে উঠে আমাকে দেখতে না পেলে হয়তো কান্নাকাটি করবে। তুমি তাকে শান্ত করে বলো—আবার তোর পিসিমণি আসবে—আবার তাকে কোলে তুলে নেবে।

সুদীপ। এসো শুভ্রা—

শুভ্রা। আসি দাদা, আসি বৌদি—।

[শুভ্রা ও সুদীপের ধীরে ধীরে প্রস্থান।

মমতা। দুর্গা দুর্গা। ওগো—তুমি যাও ওদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসো।

অমু। হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুলে দেবো। আজ যে আমার শুভ্রা শ্বশুর বাড়ীতে যাচ্ছে, আজ যে তার নতুন জীবন শুরু হয়েছে—আমি তার শুভযাত্রা করে দেবো। কিন্তু বাড়ীখানা বড় ফাঁকা হয়ে গেল মমতা—বাড়ীখানা বড় ফাঁকা হয়ে গেল।

[প্রস্থান।

মমতা। মঙ্গল কর ঠাকুর মঙ্গল কর, ওদের জীবন সুখী কর। ওঃ—এতক্ষণে মনে হচ্ছে আমার একখানা হাত বুঝি ভেঙে গেল।

বসন্তের প্রবেশ।

বসন্ত। মমতা—মমতা—

মমতা। একি দাদা—কালকে এলে না কেন ?

বসন্ত। আসার জন্ম তৈরী হয়েছিলাম—কিন্তু ঠিক সেই সময় এমন একটা ঝামেলায় পড়ে গেলাম যে কিছুতেই আর আসতে পারলাম না। যাক—বর-কনে বুঝি চলে গেছে ?

মমতা। হ্যাঁ, এইমাত্র চলে গেল। একটু আগে এলেই দেখা হত। বৌদিকে আনলে না কেন দাদা ?

বসন্ত। তোরই মঙ্গলের জন্ম।

মমতা। আমার মঙ্গলের জন্ম !

বসন্ত। হ্যাঁ রে। বুঝলিনা কেন, এখানে এলে বাণীকে দেখে যদি তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, যদি প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে ? তাই সাহস করে আনতে পারলাম না।

মমতা। বৌদি বুঝি ছেলের জন্ম খুব কান্নাকাটি করে ?

বসন্ত। এতো স্বাভাবিক। যদিও আমি তাকে ভালো করে

বোঝাই, তবু মায়ের প্রাণ তো—তাই মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করে।

মমতা। এ হবে আমি আগেই জানতাম। তাইতো বার বার এর প্রতিবাদ করেছিলাম। তখন যদি আমার কথা শুনতে তাহলে তো আজ বৌদিকে চোখের জল ফেলতে হত না।

বসন্ত। তা সত্যি, কিন্তু তোকে যে চোখের জলে বুক ভাসাতে হত মমতা, তুই যে সব থাকতে সব হারা হয়ে যেতিস!

মমতা। কিন্তু—

বসন্ত। না-না, ও সব নিয়ে মাথা ঘামাসনি। আমি যা করেছি ঠিক করেছি। যদিও তোর বৌদি মাঝে মাঝে বায়না ধরে, আমার ছেলেকে এনে দাও।

মমতা। সে কি! বৌদি—

বসন্ত। আহা-হা আমি তো রয়েছি, আমি থাকতে তোর কোন চিন্তা নেই। আমি তাকে ঠিক ম্যানেজ করে নেব। তবু তুই সুখী হ বোন তুই সুখী হ।

মমতা। বুঝি দাদা সব বুঝি, আজ যদি আমার উপায় থাকতো তাহলে বৌদিকে চোখের জল ফেলতে দিতাম না। কিন্তু আমি যে নিরুপায় দাদা, বাণীকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্তও বাঁচবো না।

বসন্ত। ছিঃ ছিঃ এসব কথা কেন ভাবছিস তুই! এখন বল, বাণী কেমন আছে?

মমতা। ভালো। তবে খুব দুরন্ত হয়েছে।

বসন্ত। জানিস, মার মুখে শুনেছি, আমিও নাকি ছোট বেলায় খুবই দুরন্ত ছিলাম। কাজে কাজেই আমার ছেলে তো দুরন্ত হবেই।

মমতা। দাদা—

বসন্ত। এঁ্যা! হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলেই গেছিলাম, তোর ছেলের উপর খুবই মায়ায় পড়ে গেছিস তাই নারে? তাই একটুতেই বুকখানা কেঁপে ওঠে। হ্যাঁ ভালো কথা, আমাকে আপাততঃ কিছু টাকা দেতো।

মমতা। টাকা—!

বসন্ত। হ্যাঁরে—হাজার পাঁচেক টাকা। বিশেষ দরকার।

মমতা। পাঁ-চ-হাজার! এই তো কিছুদিন আগে দুহাজার টাকা নিয়ে গেলে। আজ আবার পাঁচ হাজার টাকা—

বসন্ত। তুই ইচ্ছে করলেই দিতে পারিস। আমি তো জানি সব কিছুই তোর হাতে।

মমতা। কিন্তু এইভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা দিলে উনি যদি কোনদিন জেনে ফেলেন তাহলে কি ভাববে বলতো?

বসন্ত। আহা-হা জানবে কেমন করে—তোদের তো অগুনতি টাকা, তাছাড়া আমি তোর সুখের জন্য এতবড় একটা কাজ করলাম—এতবড় একটা ঘটনা গোপন করে রাখলাম,—আর তুই পারবি না সামান্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমার উপকার করতে!

মমতা। ও—তাহলে তুমি উপকারের বিনিময় চাও।

বসন্ত। অবশ্য তোর যদি ক্ষমতা না থাকতো তাহলে আমি চাইতাম না। কিন্তু ক্ষমতা যখন আছে তখন দিবি না কেন?

মমতা। আমার মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্ট করে বল তো দাদা, কি বলতে চাইছো তুমি? কি তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য?

বসন্ত। উদ্দেশ্য—হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমার আবার কিসের উদ্দেশ্য! ওরে পাগলী টাকাটা আমার জন্য চাইছি না, চাইছি তোরই মঙ্গলের জন্য। কারণ তোর বৌদি আজকাল ভীষণ বেয়াড়াপনা শুরু করেছে।

বার বার বলছে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দাও। তাইতো তার মন থেকে ছেলের কথা ভুলিয়ে দি'ত আমি তাকে নিয়ে কিছুদিন তীর্থে তীর্থে ঘুরতে চাই, আর সেই জন্যই দরকার। নইলে কোনদিন যদি সে এসে ঝামেলা বাধায়, অনুপমের কাছে সত্যি কথা প্রকাশ করে ছেলেকে তোর বুক থেকে কেড়ে নিয়ে যায়!

মমতা। না-না-দাদা, আমি বাপীকে দেব না, বাপী আমার—বাপী আমার।

বসন্ত। হ্যাঁ-হ্যাঁ বাপী তোর—নিশ্চয়ই তোর। এখন টাকাটা দে বোন—তোর বৌদিও আমার সঙ্গে কলকাতায় এসেছে। আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে রেখে এসেছি। আজই তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাই।

মমতা। কিন্তু দাদা, আমি বলছিলাম—

বসন্ত। দিতে পারবি না—এই তো? বেশ তো আমি সেজন্য কোন চাপ দিতে চাই না। তবে তোর বৌদি যখন ছেলেটাকে দেখার জন্য বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন একবার দেখিয়ে নিয়ে যাই—কি বল?

মমতা। দাদা—দাদা, না—না তা তুমি কর না। তার চেয়ে তুমি টাকা নিয়ে যাও, বৌদিকে নিয়ে বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসো। আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি।

বসন্ত। বেশ, তুই যা বলবি আমি তাতেই রাজী।

মমতা। কিন্তু একটা অনুরোধ, আর যেন কোনদিন টাকার জন্য আমার কাছে এসো না। ত হলে ওর কাছে অবিশ্বাসী হয়ে যাবো। তখন আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না—কোন উপায় থাকবে না— [প্রস্থান।

বসন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—জাল ফেলেছি—মায়ার জাল, এ জাল ছেঁড়ার ক্ষমতা মমতার কোনদিন হবে না। ছেলেটা যত বড় হবে ও ততই মায়ার জালে জড়িয়ে পড়বে। ততই আমার টাকা আদায়ের সংখ্যা বাড়বে। আগে দুহাজার নিয়েছি, আজ নেব পাঁচ হাজার—এরপর পঞ্চাশ হাজার দিয়েও কুল পাবে না—

[প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

হাসিতে হাসিতে কাবেরী ও মিহিরের প্রবেশ।

কাবেরী। ইজ ইট—!

মিহির। ও ইয়েস। এমন সুন্দর ম্যাচ করে ড্রেস পরেছো যে পার্টির সবাই হা করে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

কাবেরী। তোমার বুঝি খুব হিংসা হচ্ছিল !

মিহির। বারে—হিংসা হবে কেন ? আমি তো জানি ঐ নজর দেওয়া সার হবে, পাবে না কেউ। তবে মিষ্টার সেন তোমাকে খুব পছন্দ করে ফেলেছিল। তাই চুপি চুপি আমাকে জিজ্ঞাসা করলো—মেয়েটা কে মিঃ বটব্যাল ?

কাবেরী। তুমি কি বললে ?

মিহির। কেন—স্পষ্ট করে বলে দিলাম—আমার ওয়াইফ।

কাবেরী। এঁ্যা—একেবারে ওয়াইফ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মিহির। বারে—হাসছো কেন? কথাটা কি একেবারে মিথ্যে? তোমার ঐ কামনায় ভরা চোখ, বিজলীর চমকের মত হাসি, উত্তাল তরঙ্গের মত রূপ-যৌবন—সবই তো আমার।

কাবেরী। তাই তো আমি তোমার সঙ্গে সেই দেশে যেতে চাই যেখানে আছে শুধু আনন্দ আর উচ্ছ্বাস, রূপ আর তার সার্থকতা।

মিহির। নিয়ে যাবো নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো, তবে কিছুদিন ধৈর্য ধরতে হবে। আমার তো বিলেতে যাবার পাশপোর্ট আছে, কিন্তু তোমার তো পাশপোর্ট করাতে হবে! তার জন্য সময় লাগবে।

কাবেরী। সময় লাগবে কেন?

মিহির। আঃ—বোঝ না কেন, তোমার পাশপোর্ট তো আর সদর দরজায় হবে না—গোপন পথে করাতে হবে। আচ্ছা আমি এখন আসি, তোমার স্বামী যদি এসে দেখে আমি আর তুমি এক ঘরের মধ্যে বসে গল্প করছি—তাহলে সন্দেহ করতে পারে।

কাবেরী। কিছু সন্দেহ করবে না। আমি একটু মুচকি হেসে তার গায়ে ঢলে পড়লেই সে একেবারে মিনি বেড়াল হয়ে যাবে। তাছাড়া তোমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলার পারমিশন সেই দিয়েছে।

মিহির। তাহলেও আমি এখন চলি একটু কাজ আছে। সময় করে আবার আসবো—মাই সুইট ডার্লিং—টাটা—

[হাতে চুমু দিয়া প্রস্থান।

কাবেরী। টাটা—সত্যি মিহিরদার চালচলন কথাবার্তা কত স্মার্ট! ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেও জীবন সার্থক বলে মনে হয়।

সুভাষের প্রবেশ ।

সুভাষ । বাঃ—বাঃ—বেশ বলছো তো বৌদি—

কাবেরী । একি—তুমি এত সকাল সকাল—!

সুভাষ । হ্যাঁ শরীরটা ভালো নেই, তাই আজ সকাল সকাল চলে এলাম ।

কাবেরী । তা, না বলে কয়ে আমার ঘরে ঢুকেছো কেন ? যদি আমার কাপড় চোপড় বেসামাল থাকতো—তাহলে—

সুভাষ । চমৎকার !

কাবেরী । কি চমৎকার ?

সুভাষ । তুমি, তোমার কথা, তোমার ব্যবহার ।

কাবেরী । তার মানে ?

সুভাষ । আমি তোমার দেওর, সম্পর্কে ছেলের মত । আমি তোমার ঘরে না বলে কয়ে ঢুকেছি বলে একটা বাজে অজুহাত দেখিয়ে আমাকে বকছো । কিন্তু এই কুৎসিৎ পোষাক পরে একটা বাইরের লোকের সঙ্গে কি করে তুমি এতক্ষণ ধরে গল্প করছিলে বৌদি ?

কাবেরী । ঠাকুরপো—

সুভাষ । ছিঃ ছিঃ ছি, তুমি না ভদ্রঘরের বৌ ! তোমার স্বামী-না স্কুলের হেডমাস্টার ! দিন নেই রাত নেই ঐ লোকটার সঙ্গে গল্প করতে —বেড়াতে যেতে তোমার লজ্জা করে না !

কাবেরী । না—করে না ।

সুভাষ । কেন ? ওর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক ? কেন…ও এখানে আসে ? এই পাড়ার লোক প্রায়ই দেখতে পায়—তুমি এইভাবে সেজে গুজে ওর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে সিনেমায় যাও, পার্কে গিয়ে পাশাপাশি বসে হাসি ঠাট্টা কর —গল্প কর ।

কাবেরী । তুমি কিন্তু বড্ড আজে বাজে কথা বলছো ঠাকুরপো ।

সুভাষ । দোহাই বৌদি, আমি তোমার কাছে অনুরোধ করছি, তুমি আমাদের বংশের বৌ, তুমি এইভাবে ভুল পথে চল না, এতে তোমারও দুর্নাম হবে—আমাদেরও বংশ মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে ।

কাবেরী । তোমার মন অত্যন্ত নীচ তাই আমাদের এই সরল ভাবে মেলামেশাকে ভালোভাবে দেখতে পারো না ।

সুভাষ । কিন্তু একটু আগে মিহিরবাবুর সঙ্গে যে সব কথা বলছিলে আমি যে শুনে ফেলেছি ।

কাবেরী । তাতে কি হয়েছে, আমি তো কোন খারাপ কথা বলিনি ?

সুভাষ । মিথ্যে বল না বৌদি, এখনও বলছি তুমি—

কাবেরী । থাক থাক তোমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না, তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাওগে ।

সুভাষ । বৌদি—

কাবেরী । আমি কি করছি না করছি সে আমার স্বামীই বুঝবে, তুমি এ নিয়ে কথা বলার কে ?

সুভাষ । দাদা যে আজ চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে গেছে । তুমি যে তার চোখে মোহের টুপি পরিয়ে কানামাছি খেলাচ্ছো । তাই ভালোমন্দ বিচার করার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলেছে । নইলে কোথাকার কে মিহিরদা—

কাবেরী । ঠাকুরপো—

সুভাষ । না আমি তা হতে দেব না । এখনও তুমি যদি সংযত না হও তাহলে—

কাবেরী । কি করবে তুমি ?

সুভাষ। আবার যদি কোনদিন মিহিরবাবুকে এই বাড়ীতে ঢুকতে দেখি তাহলে আমি সেই লম্পটটাকে চরম অপমান করে এই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব!

কাবেরী। কি এতদূর!

[চড় মারে, সুভাষ টাল সামলাতে না পারায়—বগল থেকে ক্র্যাচ পড়ে যায় এবং কাবেরীর গায়ের উপর পড়ে, কাবেরী তাকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে।]

কাবেরী। ওগো কে কোথায় আছো ছুটে এসো, চাঁদু চঁাদু—

সুভাষ। আমাকে ছেড়ে দাও বৌদি, আমার ক্র্যাচ···আমার ক্র্যাচ···[পড়ে যায় এবং ক্র্যাচ ধরতে যায়]

কাবেরী। ওগো—তুমি কোথায়—ছুটে এসে দেখে যাও—

দ্রুত বিভাষের প্রবেশ।

বিভাষ। কি হয়েছে···কি হয়েছে···এত চেঁচামেচি করছ কেন? একি সুভাষ—

কাবেরী। তুমি এসেছ! দেখ দেখ তোমার ভাই আমার কি সর্বনাশ করতে চায়, আমাকে বাঁচাও।

বিভাষ। সুভাষ, ছাড় ছাড়—ছেড়ে দে—[পুনঃ পুনঃ সুভাষকে মারে]

সুভাষ। আঃ, দাদা···দাদা, বিনা দোষে তুমি আমাকে মারলে দাদা!

বিভাষ। বিনাদোষে! বলতে লজ্জা করে না! নিজের চোখে যে দৃশ্য দেখলাম—

কাবেরী। ভাগ্যিস তুমি এসে পড়েছিলে, নইলে আজ যে আমার কি সর্বনাশ হত! ছিঃ ছিঃ, একথা লোকে শুনলে বলবে কি!

বিভাষ। কেঁদনা—কেঁদনা কাবেরী, তোমারতো কোন দোষই নেই, সবইতো আমি নিজের চোখে দেখলাম। ছি ছি এত অধঃপতন হয়েছে তোর! এত নীচ তুই!

সুভাষ। তুমি ভুল বুঝ না দাদা, আমি—

বিভাষ। থাক থাক আমাকে আর বোঝাতে হবে না, আমি যা বুঝেছি ঠিকই বুঝেছি।

সুভাষ। বিশ্বাস কর দাদা বিশ্বাস কর—তুমি ভুল বুঝেছ। আমি ইচ্ছে করে বৌদির গায়ে পড়িনি। তর্ক করতে করতে বৌদি আমার গালে চড় মেরেছিল, তাই—

কাবেরী। না—চড় মারবে না! তুই আমার সতীত্ব নষ্ট করতে চাইবি আর আমি তোকে পূজো করবো।

সুভাষ। মিথ্যে কথা…এসব তোমার মিথ্যে কথা। আমি মিহিরবাবুকে এই বাড়ীতে ঢুকতে দেবনা বলেছি বলেই তুমি আমাকে—

কাবেরী। শুনছো…শুনছো—হাতে নাতে ধরা পড়ে কেমন দোষ ঢাকার চেষ্টা করছে শুনছো!

বিভাষ। শুনছি, দোষ ঢাকার চেষ্টা করে কোন লাভ হবেনা। কারণ আমিতো আর কচি খোকা নই, আমার চোখকেতো আর অবিশ্বাস করতে পারিনা।

কাবেরী। তুমি আজ নিজের চোখে দেখলে—তাই, জান—অনেক দিন ধরেই ও আমার সতীত্ব নষ্ট করার চেষ্টা করছে।

সুভাষ। বলনা-বলনা বৌদি, ওবিষ আর ঢেলনা। এইভাবে মিথ্যে কথা বলে দাদার কাছে আমাকে অবিশ্বাসী সাজিওনা।

বিভাষ। চুপ কর লম্পট, এইভাবে নাকে কান্না কেঁদে আমাকে ভোলাতে হবেনা। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি-এই জন্যেই তোর সঙ্গে ওর বনেনা, এই জন্যেই তুই ওকে সহ্য করতে পারিসনা।

সুভাষ। না—মা তুমি বিশ্বাস কর···এসম্পূর্ণ মিথ্যে, এসবই বৌদির সাজানো কাজ।

বিভাষ। আবার দোষ ঢাকার চেষ্টা করছিস!

সুভাষ। বৌদি বৌদি, ধর্মের নামে দিব্যি করে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলতো, তুমি যা বলছো সব সত্যি। সত্যই আমি লম্পট, সত্যই আমি তোমার সতীত্ব নাশ করতে চেষ্টা করেছি!

কাবেরী। হ্যাঁ-হ্যাঁ, সত্যি···সত্যি···সত্যি।

সুভাষ। তুমি মিথ্যেবাদী—তুমি শয়তানী—তুমি কালনাগিনী।

বিভাষ। স্পাটাপ (চড় মারে)! দোষ করে আবার ওকেই চোখ রাঙাচ্ছিস!

কাবেরী। হু, চোরের আবার বড় গলা।

সুভাষ। মারো দাদা মারো, যত পারো মারো—মারতে মারতে আমাকে একেবারে মেরে ফেলে দাও। তবু আমি বলবো, আমি নিষ্পাপ—নির্দোষ; এসবই ঐ শয়তানীর ছলনা।

বিভাষ। আবার! যা বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা এ বাড়ী থেকে! আর একটা দিনও যেন আমি তোকে এ বাড়ীতে দেখতে না পাই।

সুভাষ। না দাদা, আর তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। আমি তোমাকে বিয়ে করতে অনুরোধ করেছিলাম, সংসারী হতে বলেছিলাম, তাই আজ হাতে হাতে তার ফল পেয়েছি···হাতে হাতে ফল পেয়েছি।

বিভাষ। সুভাষ—

সুভাষ। মনে রেখো দাদা; যে কালনাগিনী আজ আমাকে ছোবল মেরেছে, একদিন সে তোমাকেও ছোবল মারবে। বিষের জ্বালায় তুমি ছটফট করবে আর প্রতি মুহূর্তে এই লম্পট ভাইয়ের কথা তোমার মনে পড়বে।   [প্রস্থান।

বিভাষ। হুঁ—ইডিয়েট! এতদিনে মনে হচ্ছে আমি দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম। ভাই যে এতবড় শত্রু হতে পারে এ আমার জানা ছিল না।

কাবেরী। আহা বেচারীর জন্য বড় দুঃখ হয়। হাজার হোক খোঁড়া মানুষ—

বিভাষ। খোঁড়া হলেও লম্পট। লম্পটের জন্য দুঃখ করে লাভ নেই।

কাবেরী। যাকগে যা হয়ে গেছে—হয়ে গেছে, ও নিয়ে আর চিন্তা করে নিজের মনকে কষ্ট দিও না। এখন এসো, অনেকক্ষণ স্কুল থেকে ফিরেছো—হাত মুখ ধুয়ে কিছু মুখে দিয়ে একটু বিশ্রাম করবে চল।

বিভাষ। না···না এখন আমার খাওয়ার ইচ্ছে নেই, মাথায় আমার আগুন জ্বলছে।

কাবেরী। আঃ এসো না লক্ষ্মীটি, আমিই তোমার মাথা ঠাণ্ডা করে দেবোখন।

[হাত ধরিয়া নিয়া প্রস্থান।

———

একাদশ দৃশ্য।

অনুপমের বাড়ী

নহবত বাজে।

ধুতি পাঞ্জাবী পরা, কপালে চন্দনের ফোঁটা—বাপীর প্রবেশ।

বাপী। দাদু—ও দাদু—কোথায় গেলে গো, ছুটে এসো না—ও দাদু—

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। কি হল—এত হাঁকাহাঁকি করছ কেন ভাই?

বাপী। এই দেখ না আবার কোঁচাটা খুলে গেছে, ঠিক করে পরিয়ে দাও না।

ভোলা। ভালো চাকরী হয়েছে আমার। একে কাজের বাড়ী, আমি না হলে সব হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে—এদিকে সকাল থেকে পঞ্চাশ বার তোমার কোঁচা খুলছে আর পঞ্চাশ বার আমাকে পরাতে হচ্ছে।

বাপী। খুলে গেলে কি করব বল? এইজন্যেই তো বলছিলাম—আমি কাপড় পরবো না।

ভোলা। পরবো না বললে হয় না দাদা। আজ তোমার জন্মদিন (কোঁচা পরাতে থাকে) কত লোক তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবে।

বাপী। জন্মদিন হলেই বুঝি কাপড় পরতে হয়?

ভোলা। হ্যাঁ, জন্মদিন আর বিয়ের দিন কাপড় পরতে হয় (কোঁচা

পরান হলে) নাও আর যেন খোলে না। আমি এখন চললাম, ওদিকে অনেক কাজ পড়ে আছে।

বাপী। থাকগে, আগে বল তোমার জন্মদিন কবে হবে?

ভোলা। আমার আর জন্মদিন হবে না ভাই। তবে হ্যঁা, এবার একটা বিয়ের দিন দেখতে হবে।

বাপী। এঁ্যা—তুমি বিয়ে করবে!

ভোলা। হ্যঁাগো দাদা। এতদিন সঙ্গী অভাবে বিয়ে করতে পারিনি। এবার যখন তোমাকে পেয়েছি তখন তুমি আর আমি ভাগে যোগে একটা বিয়েই করে ফেলবো। কি বল ভাই—হাঃ-হঃ-হাঃ—

মমতার প্রবেশ।

মমতা। বাপী—বাপী—

ভোলা। ঐ যে তোমার মা এসেছে, বাবাঃ—একমুহূর্ত চোখের আড়াল হয়েছে কি অমনি অন্ধকার দেখছে! এই যে মা যশোদে, তোমার গোপাল।

মমতা। এখানেই আছে! একি ভোলাকা তুমি এখানে? ওদিকে ঠাকুর যে ঘি চাইছে!

ভোলা। ঘি চাইছে তো আমি কি করবো? আমার কি মা দুর্গার মত দশখানা হাত যে দশ হাতে কাজ করবো? এদিকে দাদুভাই ডাকছে, আমার কোঁচা খুলে গেছে লাগিয়ে দিয়ে যাও, ওদিকে তুমি বলছো, ঠাকুরমশাই ঘি চাইছে,—আমি এখন কোনদিকে যাব বল তো? যতসব ইয়ে···

মমতা। ও বুঝেছি, তোমার দাদু ভাই ডেকেছে···অমনি সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছো।

ভোলা। বেশ করেছি, একশো বার আসবো। সারা জীবন আমি তোমাদের সংসার দেখেছি—এখন তোমরা সব বুঝে শুনে কর। আমি দাদু ভাইয়ের কাজ ছাড়া কিছু করতে পারবো না…হঁ্যা যতসব!

মমতা। সেকি…দাদুভাইকে পেয়ে তুমি আমাদের একেবারে পর করে দেবে ভোলাকা?

ভোলা। আহা-হা তা কেন! তবে এই বুড়ো বয়সে এই বন্ধুকে পেয়ে আমি যেন একেবারে কাবলীওয়ালা হয়ে গেছি মা।

মমতা। কাবলীওয়ালা…!

ভোলা। হঁ্যাগো…কাবলীওয়ালা। কাবলীওয়ালার কাছে যেমন আসলের চেয়ে সুদের দাম বেশী, আমার কাছে দাদুভাইও ঠিক তাই হয়ে গেছে মা…তাই হয়ে গেছে…

[প্রস্থান।

বাপী। সত্যি দাদু আমাকে খুব ভালোবাসে মা।

মমতা। আর আমি?

বাপী। তোমার তো তুলনাই হয় না। তোমার কোলের কাছে না শুলে, তুমি ঘুমপাড়ানি গান না গাইলে আমার ঘুমই আসে না।

মমতা। আর তোকে কাছে নিয়ে না শুলে আমারও যে ঘুম আসে না।

অনুপমের প্রবেশ।

অনু। ঠিক সেই কারণে আমারও ভাবনা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

মমতা। কেন…তোমার আবার ভাবনা কিসের?

অনু। নিষ্ঠুরা রমণী তুমি, কঠিন কঠোর অন্তর তোমার, তাই সে কথা বুঝেও বুঝিবে না কভু। দিনে দিনে দেখিতেছি আমি, বুকের

মাণিক পেয়ে আমাকেই ভুলে গেছ তুমি। তব প্রেম, তব ভালোবাসা হতে একেবারে বঞ্চিত করেছ মোরে।

মমতা। ফের অসভ্যতা···

অনু। সরি, ভুলেই গিয়েছিলাম···আমি এখন ছেলের বাবা।

বাপী। বাবা, পিসিমণি পিসেমশাই এখনও আসছে না কেন ?

অনু। আসবে···আসবে, তোমার জন্মদিনে তারা কি না এসে থাকতে পারে !

বাপী। তাহলে আমি এখন দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে যাচ্ছি। পিসিমণি এলে সকলের আগে আমি তাকে দেখব···

[প্রস্থান।

অনু। বাবাঃ···ছেলেটাকে তুমি দিনরাত যেভাবে চোখে চোখে রাখো···কি হল, মুখখানা হঠাৎ কালো হয়ে গেল কেন ?

মমতা। আমার বড্ড ভয় করছে।

অনু। আচ্ছা, আজকাল তোমার কি হয়েছে বলতো ! বাপী যত বড় হচ্ছে···

মমতা। ততই আমার মনের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে। শুধু ভাবছি··· এত সুখ, এত আনন্দ আমার কপালে সইবে তো ?

অনু। নাঃ ছেলের চিন্তা করে করে তোমার দেখছি মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। খুব শিগগীর রাঁচিতে পাঠানো দরকার।

মমতা। তাই পাঠিয়ে দাও না !

অনু। কি করে পাঠাবো ? তোমাকে না দেখতে পেলে আমারও যে মাথা খারাপ হয়ে যাবে ! এখন শোন, আমি ঠিক করেছি··· বাপীকে এখন থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি করে দেব।

মমতা। রামকৃষ্ণ মিশনে ! কখনই না !

অনু। কেন ?

মমতা। ওখানে লেখাপড়া করলে নাকি সংসারের দিকে মন থাকে না, সব সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ভাব হয়ে যায়।

অনু। তাহলে শান্তিনিকেতনে।

মমতা। সে যে অনেক দূর। না বাবা তা হবে না। সারাদিনের মধ্যে বাপীকে একবারও দেখতে না পেলে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাবো।

অনু। তাহলে, তাহলে—

মমতা। ধারে কাছে কোন ভাল স্কুলে ভর্তি করে দাও। ড্রাইভার রোজ দিয়ে আসবে আর ছুটি হলে নিয়ে আসবে।

অনু। যথা আজ্ঞা দেবী, তোমার ইচ্ছায় বাধা দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই। যেহেতু সংসারের চাবিকাঠি—এই রে—

মমতা। কি হল ?

অনু। চাবি—চাবি, এই নাও আয়রনচেষ্টের চাবি।

[দূরে বসন্তকে দেখা যায়]

মমতা। চাবি—

অনু। হ্যাঁ, কাল ওয়ার্কারদের মাইনে দিতে হবে তো, তাই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনে আয়রনচেষ্টে রেখেছি। নাও ধর।

মমতা। না…না…এ চাবি তুমি আমার কাছে দিও না। জানোই তো আমার ভুলো মন, যদি—

অনু। কোন কথা নয়, বাঁধো—বাঁধো এই চাবি অঞ্চলে তোমার।

[বসন্তের প্রস্থান]

মমতা। বেশ, হে প্রাণবল্লভ, আজ্ঞা তব শিরোধার্য করিলাম আমি [চাবি আঁচলে বাঁধে]

শুভ্রা ও সুদীপ সহ বাপীর প্রবেশ।

বাপী। পিসিমণি এসেছে…পিসেমশাই এসেছে, পিসিমণি এসেছে পিসেমশাই এসেছে।

অন্ন। আরে সুদীপ শুভ্রা, আয় আয়…ভালো আছিস তো?

শুভ্রা। থাক থাক, আর ভালো মন্দ আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না, তোমরা আমাকে একদম ভুলে গেছ।

বাপী। না পিসিমণি, আমরা রোজ তোমার কথা বলাবলি করি।

শুভ্রা। তুই বলাবলি করলেও তোর বাবা আমাকে ভুলে গেছে।

অনু। দুর পাগলী, আমি কি তোকে ভুলতে পারি!

শুভ্রা। একশো বার ভুলে গেছ…হাজারবার ভুলে গেছ।

সুদীপ। আঃ চুপ কর না! ঝগড়াঝাটিটা একটু পরে কর। এখন যেজন্য এসেছ…

শুভ্রা। তুমি থামো।

সুদীপ। থামলাম।

মমতা। কি ব্যাপার ঠাকুরঝি, তুমি এত রেগে গেছো কেন।

সুদীপ। রাগ নয় বৌদি, এটাই ওর শান্ত মেজাজ।

শুভ্রা। আবার তুমি কথা বলছো!

অনু। আঃ, কি হয়েছে বলবি তো?

শুভ্রা। কি হয়েছে জানো না! গত রবিবার আমার বাড়ীতে যাওয়ার কথা ছিল—যাওনি কেন শুনি?

অনু। ও—এই কথা। জানিস শুভ্রা, গত রবিবার মিলের শ্রমিকদের সঙ্গে কি ঝামেলা। তাই না মমতা—

মমতা। ঝামেলা বলে ঝামেলা, ভীষণ ঝামেলা—

শুভ্রা। মিথ্যে কথা। মনে করেছ আমাকে যা বোঝাবে আমি তাই বুঝবো, কখনই না। রবিবারে মিল বন্ধ থাকে আমি বুঝি জানি না!

অনু। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বড্ডই থাকে। আসল ঘটনাটা যেন সেদিন কি হয়েছিল মমতা?

মমতা। ঐ যে গো—তোমার সেদিন—মানে—

শুভ্রা। থাক বৌদি, তোমাকে আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না।

অনু। ঠিকই তো—তুমি চুপ কর না, আমাদের ভাইবোনের কথার মধ্যে তুমি নাক গলাচ্ছো কেন?

মমতা। বারে বা—এগোলেও দোষ—পেছোলেও দোষ!

সুদীপ। বৌদি, আস্তে আস্তে আমে দুধে মিলে যাচ্ছে, এবার আঁটি পড়ে গড়াগড়ি যাবে।

মমতা। তাই তো দেখছি।

শুভ্রা। বল কেন আমার বাড়ীতে যাওনি?

অনু। কেন যাইনি—কেন—জ্বর—

শুভ্রা। জ্বর—মানে—

অনু। মানে জ্বর। তোর বাড়ী যাওয়ার জন্য তৈরী হয়েছি, এমন সময় ঝুম করে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম।

শুভ্রা। এঁ্যা—সেকি!

অনু। আর সঙ্গে সঙ্গে সেকি জ্বর—তোকে বলে বোঝাতে পারবো না। তিনজন ডাক্তার সেই জ্বর ছাড়াতে হিমসিম খেয়ে গেছে।

বাপী। কখন ডাক্তার এসেছিল বাপী?

অনু। তখন তুমি ঘুমুচ্ছিলে।

শুভ্রা। তা এতক্ষণ একথাটা বলনি কেন? দেখ দেখি মিছি মিছি তোমার উপর কত রাগ করলাম।

অনু। তুই ব্যস্ত হয়ে পড়বি-তাই তোকে বলিনি। ওঃ সেকি জ্বর, তাই না মমতা?

মমতা। ঠাকুর-জামাই, হয়ে গেল।

শুভ্রা। কি হয়ে গেল ?

মমতা। রাগ গলে জল হয়ে গেল।

সকলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শুভ্রা। কি হল—হাসছো কেন তোমরা, এত হাসির কি হল—শুনি !

অনু। সত্যিই তো, হাসছো কেন তোমরা ?

সুদীপ। বেশ তাহলে হাসবো না। ও শুভ্রা, বাপীর জন্যে যে জিনিষটা এনেছো সেটা দাও।

শুভ্রা। এই দেখ দেখিনি-আসল কাজেই ভুল। আর তোমাকেও বলি বাপু, এতক্ষণে কথাটা বলছ !

সুদীপ। অনেক আগেই তো বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার রণরঙ্গিণী মূর্তির সামনে যতবারই বলতে গেছি ততবারই যে আমাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়েছো।

শুভ্রা। কখনও না, আমি তোমাকে ধমক দিইনি।

সুদীপ। বেশ, তবে তাই—ধমক দাওনি।

শুভ্রা। একছড়া হার বের করে) বাপী, নাও-তোমার জন্মদিনে আমি তোমাকে একছড়া হার দিলাম, (বাপীর গলায় পরিয়ে দিল)

বিভাষের প্রবেশ।

বিভাষ। আর আমি দিলাম এই ফুলের তোড়া।

অনু। কিরে বিভাষ, তোর আসতে এত দেরী হল কেন ?

বিভাষ। বুঝিস তো—নানারকম ঝামেলায় থাকি। একি শুভ্রা—ভালো আছো তো ?

শুভ্রা। হ্যাঁ-স্যার ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন তো? [প্রণাম করে]

মমতা। কি ব্যাপার বিভাষ ঠাকুরপো, একা কেন—গিন্নীকে আনলেন না যে?

বিভাষ। তার শরীরটা ভালো নেই বৌদি। তাছাড়া—

মমতা। তাছাড়া কি?

বিভাষ। মানে এখানে আসতে সে একটু লজ্জা পায়।

অনু। কেন—কেন,...লজ্জা কেন!

বিভাষ। ঐ যে তোর সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল তো... তাই—

অনু। ও—হাঃ-হাঃ-হাঃ-বৌঠান এখন পর্যন্তও সেকথা মনে রেখে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি একদিন তাকে জোর করে ধরে এনে লজ্জা ভেঙে দেব।

শুভ্রা। বৌদি, অনেকদিন তোমার কণ্ঠে গান শুনিনি। আজ বাপীর এই জন্মোৎসবের আনন্দে তুমি একখানা গান গাও।

মমতা। গান! আমি। না—না ভাই, ও গান টান আমি ভুলে গেছি।

শুভ্রা। ভুলে গেছো!

মমতা। হ্যাঁ-ভাই, একেবারে ভুলে গেছি। তার চেয়ে ঠাকুর-জামাই—তুমি একখানা গাও।

শুভ্রা। ও গাইবে গান—তবেই হয়েছে!

মমতা। কেন—কেন—

শুভ্রা। সে কথা আর কি বলব বৌদি, একদিন আমি রান্নাঘরে রান্না করছি, এমন সময় বাথরুমই আওয়াজে খাঁ-খাঁ—করে এমন

কালোয়াতী গান ধরেছে—শুনে আমার কানে তালা লেগে যাবার মত অবস্থা আর কি।

সকলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিভাষ। বৌঠান, আমি আপনাদের এই সমস্যার সমাধান করে দিতে পারি। যাকে নিয়ে আজকের এই আনন্দ, সেই বাপীকে মাঝখানে রেখে আপনারা সবাই মিলে একখানা গান করুন।

অমু। রাইট ইউ আর, আমি তোর একথা সমর্থন করি।

শুভ্রা। তাহলে বৌদি তুমি আগে শুরু কর, আমরা তোমার সঙ্গে গাইছি।

(বাপীকে মধ্যে রেখে মমতা গান ধরে, সঙ্গে সঙ্গে সকলে গায়)

মমতা।—

গীত।

নেমেছে আকাশ যেন এই ধরনীর পরে
চাঁদ উঠেছে ঘরে আমার, চাঁদ উঠেছে ঘরে।
জোছনায় রাঙিয়ে আলো
ঘুচায়ে রাতের কালো
আজি খুশির গাঙে এলো জোয়ার আমার ভুবন ভরে।
মিষ্টি মুখের একটি ডাকে
কে যে আমায় ভুলিয়ে রাখে
আমি রাখবো তাকে বুকের মাঝে সারা জীবন ধরে।

(গীতান্তে সকলে হাত তালি দেয়)

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। বলি খুব তো তোমরা আনন্দ উচ্ছ্বাস করছো, ওদিকে যে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, সে খেয়াল আছে! যত সব ইয়ে…।

অনু। তুমি খেয়াল না করিয়ে দিলে কি করে খেয়াল থাকবে বল!

ভোলা। কেন…সব কথাই আমাকে খেয়াল করিয়ে দিতে হবে নাকি—শুনি?

অনু। যেহেতু তুমি এ বাড়ীর কর্তাকর্তা।

ভোলা। থাক থাক আর ও কথা বলে আমাকে ঠাণ্ডা করতে হবে না। এখন এসো সকলে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমাকে কেতার্থ করবে চল। যত সব ইয়ে! এসো দাদুভাই এসো। চাঁদ উঠেছে ঘরে, আমার চাঁদ উঠেছে ঘরে।

[বাণীকে নিয়া প্রস্থান।

অনু। চল বিভাষ খেয়ে নেওয়া যাক। শুভ্রা, তোরাও যেন আর দেরী করিসনি। তাড়াতাড়ি চলে আয়, নইলে ভোলাকা ভীষণ রেগে যাবে।

[বিভাষকে নিয়া প্রস্থান।

শুভ্রা। হ্যাঁ হ্যাঁ চল, কি হল তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চল।

সুদীপ। হ্যাঁ চল।

[শুভ্রাসহ প্রস্থান।

মমতা। হে ভগবান, আমার সংসারে তুমি যে হাসির হাট বসিয়েছো তা যেন কোনদিন তুমি ভেঙে দিও না ঠাকুর। একি—আমার বুকখানা কেঁপে উঠলে কেন!

বসন্তের প্রবেশ।

বসন্ত। ভবে।

মমতা। কে—?

বসন্ত। আমি রে, আমি।

মমতা। তুমি! আবার—

বসন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ. কি রে মুখখানা শুকিয়ে গেল কেন? ভেবেছিস তুই তোর বৌদিকে চিঠি দিয়ে সব কথা জানিয়ে দিয়েছিস বলে আমি আর এখানে আসবো না। ভুল ভুল, এ তোর ভুল ধারণা। কারণ ছেলের উপর তোর বৌদির যতখানি দাবি আমারও ঠিক ততখানি দাবি।

মমতা। কি বলতে চাও তুমি?

বসন্ত। আয়রনচেষ্টের চাবিটা দে।

মমতা। সে কি—চাবি!

বসন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ তোর আঁচলেই বাঁধা আছে, দে। আমি জানি আয়রনচেষ্টে অনেক টাকা আছে, সে টাকা আমার চাই।

মমতা। দাদা দাদা, আমি তোমার ছোট বোন। আমি তোমার পায়ে ধরে বলছি— অনেক তো নিয়েছ, এভাবে আর আমার সর্বনাশ কর না।

বসন্ত। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, কি বলছিস! আমার জন্য তুই স্বামী-পুত্র-সংসার—সব কিছু পেলি, তবু বলছিস আমি তোর সর্বনাশ করতে চাই!

বিজয় ও কেষ্টর প্রবেশ।

বিজয়। গুরু—গুরু—

মমতা। কে কে তোমরা!

বসন্ত। ওরা আমার লোক।

মমতা। তোমার লোক!

বিজয়। আজ্ঞে হাঁ দিদি, আমরা হচ্ছি গুরুর ডান হাত বাঁ হাত। গুরু যখন যা হুকুম করে—আমরা তখন তাই করি।

মমতা। তা এখানে কেন ?

বিজয়। গুরুর সঙ্গে এসেছি। মানে গুরু যেখানে যাবে চেলাও সেখানে হাজির হবে।

মমতা। দাদা, কি বলছে এসব ?

বসন্ত। যা সত্যি তাই বলছে। কিরে কেষ্টা, গাড়ীখানা কোথায় ?

কেষ্ট। বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার ধারেই আছে।

বসন্ত। শোভনলালকে সব বুঝিয়ে দিয়েছিস ?

কেষ্ট। সে কথা বলতে! শোভনলাল গাড়ীতে স্টার্ট দিয়েই রেখেছে—আমরা গিয়ে বসলেই ভোঁ।

বসন্ত। আচ্ছা তোমরা একটু বাইরে অপেক্ষা কর, ডাকলেই আবার আসবে।

কেষ্ট ও বিজয়। ঠিক আছে—

[উভয়ের প্রস্থান।

মমতা। এসব কি ব্যাপার দাদা ?

বসন্ত। ব্যাপার ঐ একটাই, চাবিটা দে।

মমতা। না—দেব না।

বসন্ত। দিবি না!

মমতা। না-না-না, এইভাবে আমি আমার স্বামীর সর্বনাশ করতে পারবো না।

বসন্ত। ভালো কথা। আমিও তোর উপর কোন জুলুম করতে চাই না। হাজার হোক তুই আমার ছোট বোনতো। তবে হ্যাঁ, আজ বাপীর জন্মদিন, তোর মনে কত আনন্দ। এখন যদি সত্যি ঘটনাটা প্রকাশ করে দিয়ে আমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাই, তাহলে তুই কিন্তু আমার দোষ দিতে পারবি না।

মমতা। দাদা—

বসন্ত। কি করবি—চাবি দিবি, না ছেলে নিয়ে চলে যাবো ?

মমতা। এই তোমার আসল রূপ দাদা! এই রূপ দেখাবে বলেই তুমি আমাকে এতদিন এত ভালোবাসা, এত উদারতা দেখিয়েছিলে!

বসন্ত। তুই কি মনে করেছিলি—বিনামূল্যে আমার ছেলেটাকে নিয়ে নিবি! তাই কখনও হয়! স্বার্থ না থাকলে কেউ কোনদিন নিজের ছেলেকে দিয়ে দিতে পারে!

মমতা। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও যদি আমি তোমার এই উদ্দেশ্য বুঝতে পারতাম, তাহলে—

বসন্ত। তাহলে আমার ফাঁদে পা দিতিস না, এই তো ? কিন্তু এখন যখন পা দিয়েই ফেলেছিস তখন আমার কথামত তোকে চলতেই হবে।

মমতা। ওঃ—দাদা, তুমি কি মানুষ!

বসন্ত। ডেফিনিটলি আমি মানুষ। মানুষের মতই হাত, পা, চোখ নাক-মুখ সবই আছে। এখন আমার শেষ কথা শোন মমতা, হয় চাবি দে, নইলে—

মমতা। নইলে—

বসন্ত। নইলে আজ এখনই তুই স্বামী-পুত্র-সংসারের সব কিছু থেকেই বঞ্চিত হবি।

মমতা। তার চেয়ে তুমি আমাকে গলাটিপে মেরে ফেল দাদা, তবু এতটা নিষ্ঠুর হয়োনা।

বসন্ত। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—তুই আমার ছোট বোন, আমি কি তোকে গলাটিপে মারতে পারি—না মারা উচিত। তার চেয়ে—

মমতা। দয়া কর দাদা দয়া কর। আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার নিরুপায় অবস্থার কথা বুঝে তুমি আমাকে দয়া কর।

বসন্ত। ঠিক আছে, ঠিক আছে --আর তোকে চোখের জল ফেলতে হবে না। আমি এখুনি বাপীকে নিয়ে যাচ্ছি, বাপী বাপী—

মমতা। না-না-না, তা হবে না—হতে দেব না। বাপী আমার ছেলে, আমি তার মা। কিছুতেই আমার বুক থেকে তুমি কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না! বাপী—বাপী—

বাপীর প্রবেশ।

বাপী। মা মা, আমাকে ডাকছো মা?

মমতা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি ডাকছি—আমি ডাকছি—

বাপী। কি হয়েছে মা, তুমি অমন করছো কেন? একি, তুমি কে!

মমতা। ও—ও—

বসন্ত। বল, কি পরিচয় দিবি? বল না—বাবা বলে ডাকবে···না মামা বলে ডাকবে?

মমতা। বাপী, তুমি তোমার পিসিমণির কাছে যাও।

(বাপীর প্রস্থান)

বসন্ত। এইবার চাবিটা দে। ও নিজের হাতে খুলে দিতে পারছিস না! ঠিক আছে—আমি নিজেই খুলে নিচ্ছি [চাবি খুলে নেয়] এই তো—এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। বিজয়—কেষ্ট—

বিজয় ও কেষ্টর প্রবেশ।

বিজয়। ইয়েস গুরু—

বসন্ত। বিজয়, তুই গাড়ীতে গিয়ে বসগে যা—আমি এখুনি যাচ্ছি—

বিজয়। ঠিক আছে। চলি দিদি নমস্কার। [প্রস্থান।

বসন্ত। কেষ্ট—

কেষ্ট। গুরু—

বসন্ত। আমি যতক্ষণ না কাজ হাঁসিল করে বাইরে বেরিয়ে যাই ততক্ষণ তুই এখানে থাকবি। তারপর আমি সিটি দিলে তুই বেরিয়ে যাবি। কিন্তু দেখিস ও যেন চেঁচামেচি না করে।

কেষ্ট। সে তোমাকে বলতে হবে না গুরু, আমি তোমারই চেলা। (একখানা ছুরি বার করে)

বসন্ত। চলি মমতা, একি এখনও তুই কাঁদছিস কেন? হাস-হাস তুই যে বাপীর মা-হাঃ-হাঃ হাঃ,। বাট রিমেম্বার-আমার নাম, আমার কাজ, আমার কথা যদি কোনদিন তুই কাউকে প্রকাশ করিস—তাহলে কিন্তু সব হারিয়ে বসে থাকবি—একথাটা যেন কোনদিন ভুলে যাসনি— [প্রস্থান।

মমতা। শয়তান—

কেষ্ট। ওকথা বলবেন না দিদি, গুরু আমাদের খুব ভালো মানুষ। আপনাকে খুব ভালোবাসে। ঐ গুরু সিটি দিয়েছে, আমার কাজ শেষ—এবার আমি চলি দিদি। আবার হয়ত কোনদিন দেখা হবে, নমস্কার—

[প্রস্থান।

মমতা। এ আমি কি করলাম—এ আমি কোন পথে চলছি!

অনুপমের প্রবেশ।

অনু। মমতা-মমতা, শিগগীর খেয়ে নাওগে যাও, ভোলাকাকা রেগে বোম! কি হল-তুমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন।

মমতা। ওগো-ওগো-তোমার সর্বনাশ হয়ে গেছে!

অনু। কি সর্বনাশ হয়েছে! কি হল তুমি অমন ভাবে কাঁদছো কেন! কি হয়েছে-খুলে বল।

মমতা। ডাকাত—

অনু। ডাকাত—

মমতা। হ্যাঁ···তোমার। যখন খেতে গেলে তার পরেই বাড়ির মধ্যে তিনজন ডাকাত এসেছিল।

অনু। কি বলছো তুমি—!

মমতা। ঠিকই বলছি তারা আমাকে ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে আয়রন চেষ্টের সব টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

অনু। সেকি! আয়রন চেষ্টের মধ্যে আশী হাজার টাকা ছিল। কাল যে আমি ওয়ার্কারদের মাইনে দেব বলে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছিলাম! কি করেছ মমতা-কেন তুমি চিৎকার করে লোকজন ডাকলে না—

মমতা। পারিনি-আমি শত চেষ্টা করেও চিৎকার করতে পারিনি। শয়তান ডাকাত যে আমার চিৎকার করার শক্তি কেড়ে নিয়েছিল, আমাকে বোবা বানিয়ে দিয়েছিল।

অনু। ওঃ-কি সর্বনাশ হল-কি সর্বনাশ হল! কেন আমি তোমার কাছে চাবি দিলাম। এক আধটা টাকা নয়-আশি হাজার টাকা—!

মমতা। আমারই জন্যে-আমারই জন্যে তোমার এই সর্বনাশ হল, আমি এর জন্যে দায়ী। তুমি আমাকে শাস্তি দাও—তুমি আমাকে শাস্তি দাও!

অনু। কি শাস্তি তোমাকে দেব? এর আগেওতো তুমি অনেক—বার অনেক টাকা হারিয়েছো।

মমতা। ওঃ ভগবান, আমাকে মরণ দাও!

অনু। না…না তোমার কি দোষ, তোমাকে চাবি দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে।

মমতা। হ্যাঁ-হ্যাঁ ভুল হয়েছে। আর কোনদিনও এ ভুল কর না। আজ আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। আর কোনদিনও আমার কাছে টাকা-পয়সা চাবি-কিছু দিও না…কিছু দিও না। [প্রস্থান।

অনু। বুঝতে পেরেছি…বুঝতে পেরেছি, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার সময় নিশ্চয়ই ডাকাতরা আমাকে ফলো করেছিল। নইলে ওঃ কথাটা ভাবতেও আমার মাথায় আগুন জ্বলে যাচ্ছে! না—আর দেরী করবো না, এখুনি থানায় গিয়ে—

পুলিশ ইনসপেক্টর মিঃ গুপ্তের প্রবেশ।

মিঃ গুপ্ত। একটু দাঁড়ান মিঃ ব্যানার্জী—

অনু। কি ব্যাপার মিঃ গুপ্ত, আমিইতো এখন থানায় যাবো বলে মনে করেছিলাম—কিন্তু আপনি হঠাৎ।

মিঃ গুপ্ত। ব্যস্ত হবেন না…সবই বলছি—তার আগে বলুন… আপনি হঠাৎ থানায় যাচ্ছিলেন কেন?

অনু। আমার বাড়িতে এই মাত্র ডাকাতি হয়ে গেছে, ভাই।

মিঃ গুপ্ত। ডাকাতি হয়ে গেছে!

অনু। হ্যাঃ মিঃ গুপ্ত। আজ আমার ছেলের জন্মদিন, সকলেই আনন্দ উৎসবে মত্ত। এই সময় ডাকাতরা আমার বাড়িতে ঢুকে আমার স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে আয়রন চেষ্ট খুলে সব টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

মিঃ গুপ্ত। সেকি! আমি ইমিডিয়েট আপনাকে সঙ্গে করে থানায় গিয়ে আপনার এই কেসটা লিখে নেব।

অনু। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। এইবার আপনি কেন এসেছিলেন বলুন তো ?

মিঃ গুপ্ত। বলছি। আচ্ছা-বসন্তবাবু আই মিন বসন্ত চ্যাটার্জী আপনার কে হন বলুনতো ?

অনু। আমার শালা—মানে আমার স্ত্রীর বড় ভাই।

মিঃ গুপ্ত। আই সি! আচ্ছা সেকি দুচার দিনের মধ্যে এখানে এসেছিল ?

অনু। না—অনেক দিন ধরেই সে এখানে আসা যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কেন বলুনতো ?

মিঃ গুপ্ত। তার নামে একটা ওয়ারেণ্ট আছে।

অনু। ওয়ারেণ্ট। কিসের ওয়ারেণ্ট!

মিঃ গুপ্ত। বর্দ্ধমান থেকে একটা ম্যাসেজ এসেছে, সে তার স্ত্রীকে খুন করে পালিয়েছে, তাই—

অনু। সেকি-বসন্ত তার স্ত্রীকে খুন করেছে!

মিঃ গুপ্ত। হ্যাঁ। তাই তার সন্ধান জানতেই আমি এখানে এসেছিলাম।

অনু। কিন্তু আমি তার সন্ধান জানি না মিঃ গুপ্ত।

মিঃ গুপ্ত। জানেন না সত্যি, কিন্তু যদি কোনদিন জানতে পারেন—তাহলে থানায় একবার খবর দেবেন। যদিও সে আপনার আত্মীয়, তবুও আশা করি আপনি সমাজ বিরোধীকে প্রশ্রয় দেবেন না।

অনু। নিশ্চয়ই না।

মিঃ গুপ্ত। আচ্ছা…আপনি একবার আমার সঙ্গে থানায় চলুন, দেখি আপনার ডাকাতি কেসটার কতদূর কি করা যায়।

অনু। বেশ—চলুন— [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য।

বিভাষের বাড়ী।

মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। কাবেরী—কাবেরী—কি ব্যাপার, সাড়া শব্দ নেই কেন! বাড়ীতে নেই নাকি—কি ব্যাপার!

কাবেরীর প্রবেশ।

কাবেরী। কে? একি—মিহিরদা! কি ব্যাপার, এতদিন আসোনি কেন?

মিহির। আর বল কেন—এমন একটা ঝামেলায় পড়ে গেছিলাম যে তোমার কাছে আসার কোন ফুরসুৎই পাচ্ছিলাম না।

কাবেরী। মিথ্যে কথা, তুমি কোন ঝামেলায় পড়নি; আসলে তুমি ইচ্ছে করেই আসনি।

মিহির। এ তোমার অন্যায় অভিযোগ।

কাবেরী। কখনও না—এ আমার ন্যায় অভিযোগ। আমার কথা তুমি একবারও ভাবো না।

মিহির। না-না-বিশ্বাস কর—তোমার কথা দিন রাত ভাবি।

কাবেরী। কই তার প্রমাণ তো পাই না!

মিহির। কি করে প্রমাণ দেবো ডার্লিং, যদি আমার বুকটা চিরে দেখাতে পারতাম—তাহলে দেখতে সেখানে কার ছবি আঁকা রয়েছে।

কাবেরী। তবে বল, কবে—কতদিনে তোমাকে একান্ত আপন করে কাছে পাবো?

মিহির। তার আর দেরী নেই কাবেরী, আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। কিন্তু—

কাবেরী। কিন্তু কি?

মিহির। একটা ঝামেলা বেঁধে গেছে।

কাবেরী। কি ঝামেলা?

মিহির। আমার তো বিলেত যাবার পাসপোর্ট আছেই, কিন্তু তুমি যে আমার স্ত্রী—একথা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তোমার পাসপোর্ট করানো যাচ্ছে না।

কাবেরী। তাহলে—তাহলে কি হবে?

মিহির। সে ব্যবস্থাও আমি করেছি—অবশ্য তুমি যদি রাজী থাকো।

কাবেরী। কি ব্যবস্থা করেছো?

বিভাষের প্রবেশ এবং সব কথা শুনতে থাকে।

মিহির। আমি শোভাবাজারের কাছেই একখানা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি। সেখানে তুমি আর আমি একসঙ্গে কিছুদিন থাকবো। তারপর পাসপোর্ট অফিস থেকে এনকোয়ারী এলেই প্রমাণ হয়ে যাবে তুমি আমার স্ত্রী। তখন আর পাসপোর্ট করার কোন অসুবিধা থাকবে না। বল তুমি রাজী?

কাবেরী। রাজী—রাজী—রাজী—তুমি যা বলবে আমি তাতেই রাজী। তোমাকে পাওয়ার জন্যেই আমি মিথ্যা অভিযোগ করে সুভাষকে তাড়িয়েছি। তোমাকে ভালোবাসি বলেই বিভাষ মাস্টারের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করি।

মিহির। কাবেরী—মাই সুইট হার্ট—মাই ডার্লিং—

কাবেরী। ওঃ মিহির—আমার—(দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়)

বিভাষ। (হাততালি দিয়া) বাঃ—চমৎকার দৃশ্য !

উভয়ে। কে—! (আলিঙ্গন মুক্ত হয়)

কাবেরী। একি—তুমি এসে গেছো !

বিভাষ। অসুবিধে হল বুঝি ?

মিহির। জানো মাস্টার, তোমার আসতে দেরী দেখে কাবেরী ভীষণ চিন্তা করছিলো, তাই আমি—

বিভাষ। ওকে বুকে নিয়ে সোহাগ দেখাচ্ছিলে।

মিহির। না—মানে—আমি—আচ্ছা আমি এখন চলি— [প্রস্থান।

বিভাষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আর আমার সামনে ওর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।

কাবেরী। জানো. মিহিরদা সত্যিই আমাকে—

বিভাষ। ভীষণ ভালোবাসে। তাই না, তা কতদিন এই গোপন অভিসার চলছে ?

কাবেরী। অভিসার ! কি বলছো তুমি !

বিভাষ। কিছুই বুঝতে পারছো না ! একটু আগে যে তুমি তোমার মিহিরদার বুকে পড়ে—

কাবেরী। না-না বিশ্বাস কর, তুমি ভুল…

বিভাস। স্টাটাপ ! আমাকে আর ভুল বোঝাতে হবে না। তোমার সব অভিনয় আমি ধরে ফেলেছি।

কাবেরী। ধরে কে-লে-ছো…

বিভাস। হ্যাঁ-হ্যাঁ ধরে ফেলেছি। আমার সঙ্গে তুমি প্রেমের অভিনয় কর। মিথ্যে অভিযোগ করে তুমি সুভাষকে তাড়িয়েছো। তুমি ঐ মিহিরবাবুকে ভালোবাসো। তার সঙ্গে ঘর বাঁধার জন্য তৈরী হয়েছো…এসব কথাই আমি শুনে ফেলেছি।

কাবেরী। শুনে যখন ফেলেছো তখন আমার বলার কিছু নেই, এবার আমি নিশ্চিন্ত।

বিভাষ। কাবেরী…

কাবেরী। হ্যাঁ…সত্যই আমি তাকে ভালোবাসি। সত্যই তোমার সঙ্গে আমি এতদিন প্রেমের অভিনয় করেছি।

বিভাষ। শয়তানী…সেই অভিনয়ের উপযুক্ত পুরস্কার…

(গলা টিপতে যায়)

কাবেরী। মারবে নাকি…!

বিভাষ। না-না-তোমার গায়ে হাত তুলে আমার হাতকে আমি কলঙ্কিত করতে চাই না।

কাবেরী। ভালো কথা, তাহলে আমি চলি…!

বিভাস। কোথায় ?

কাবেরী। ঐ মিহিরদার কাছে।

বিভাষ। ফেরো কাবেরী…ফেরো। কথা শোন, এখনও সংযত হও। এইভাবে আমার উঁচু মাথাটা ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিও না।

কাবেরী। না-না-আর তা হয় না। সব যখন তুমি জেনেই ফেলেছো…তখন আর আমার এখানে থাকা চলে না।

বিভাষ। কাবেরী—

কাবেরী। আমি মিহিরদার কাছেই চলে যাচ্ছি। তুমি যেন এ নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া কর না, তাহলে যেটুকু সম্মান আছে তাও যাবে— [প্রস্থান।

বিভাষ। চমৎকার—চমৎকার—চমৎকার! আমি ওকে বিয়ে করে ওর বাবার সম্মান রক্ষা করেছিলাম—ওর ইজ্জত রক্ষা করেছিলাম, আজ তার চমৎকার প্রতিদান পেয়েছি—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

চাঁদুর প্রবেশ ।

চাঁদু। ভগ্নিপতি স্যার—ভগ্নিপতি স্যার, কি হল—আপনি অমন করে হাসছেন কেন ?

বিভাষ। চাঁদু—চাঁদু, আমি উপকারের উপযুক্ত প্রতিদান পেয়েছি—তাই তো আজ প্রাণ ভরে হাসছি—হাঃ-হাঃ হাঃ—

চাঁদু। যা বাবা—কি হল আপনার বলবেন তো ?

বিভাষ। কি বলবো—যা হয়েছে সেকথা লোকসমাজে বলাও যায় না…সওয়াও যায় না।

চাঁদু। বুঝলাম না। কাবেরী কোথায়—কাবেরী ?

বিভাষ। ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

চাঁদু। বেরিয়ে গেছে মানে !

বিভাষ। মানে…এই বিভাষ মাস্টারের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়ে ঐ মিহিরবাবুর সঙ্গে ঘর বাঁধতে সে বেরিয়ে গেছে।

চাঁদু। কি বলছেন আপনি !

বিভাষ। ঠিকই বলছি, আমাকে সে কোনদিন ভালোবাসেনি। তাই যাকে সে ভালোবাসতো—তার কাছেই চলে গেছে।

চাঁদু। সে চলে গেল আর আপনি তাকে চলে যেতে দিলেন !

বিভাষ। যে আমাকে চায় না…আমাকে ভালোবাসেনা…তাকে কি করে আটকে রাখবো ?

চাঁদু। আপনি না তার স্বামী—আপনি না পুরুষ ! যে শয়তানী আপনার সঙ্গে ছলনা করেছে, উপকারের প্রতিদান না দিয়ে আপনার উঁচু মাথাটা ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে—আপনি তার হাত পা ভেঙে দিতে পারলেন না—তাকে খুন করতে পারলেন না !

বিভাষ। কি বলছো চাঁদু—সে না তোমার বোন !

চাঁদু। বোনের-নিকুচি করেছে। বংশের মুখে চুনকালি মাখিয়ে স্বামীর ঘর থেকে যে বেরিয়ে যায়—সে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।

বিভাষ। চাঁদু—

চাঁদু। জামাইবাবু স্যার, আমি মুখ্যু...গোঁয়ার, তবু দিদির এই কলঙ্কের কথা শুনে আমার মাথায় আগুন জ্বলছে ! কিন্তু আপনাকেও একটা কথা বলি।

বিভাষ। কি কথা ?

চাঁদু। এই দেখুন না, আমার বাবা যদি আমাকে ছোটবেলা থেকে শাসন করতো...তাহলে আমি হয়তো একটু মানুষ হতে পারতাম। কিন্তু তা তিনি করেন নি বলে...আজ আমি একেবারে অমানুষ হয়ে গেছি।

বিভাষ। কি বলতে চাও তুমি ?

চাঁদু। আপনিও যদি প্রথম থেকে একটু শক্ত করে রাশ ধরতেন, দিদিকে এতটা স্বাধীনতা না দিয়ে একটু শাসনের মধ্যে রাখতেন, তাহলে হয়তো এতদূর গড়াতে পারতো না।

বিভাষ। ঠিক বলেছ চাঁদু, ঠিক বলেছ, আমিই এর জন্য দায়ী। আমি তাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, আমি তার মোহে পড়ে, তার কথায় বিশ্বাস করে...ঐ মিহিরবাবুর সঙ্গে অবাধ মেলামেশার অধিকার দিয়েছিলাম। সুভাষ—এই নিয়ে বার বার আমাকে কত কথা বলতে চেয়েছে, কিন্তু আমি শুনিনি। তাই আজ আমার সারা গায়ে কালি মাখতে হয়েছে। ওঃ ! কি করেছি, আমি কি করেছি ! মিহির—শয়তান মিহির...

চাঁছু। আপনি শান্ত হোন জামাইবাবু স্যার, আমি কথা দিচ্ছি··· আমি এর প্রতিশোধ নেব।

বিভাষ। প্রতিশোধ··· !

চাঁছু। যে শয়তান চক্রান্ত করে আপনার ঘর ভেঙেছে, আপনার বুকে অপমানের আগুন জ্বেলেছে, আমাদের বংশের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছে···সুযোগ পেলে সেই শয়তান মিহিরবাবুকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব।

বিভাষ। চাঁছু···

চাঁছু। ভগ্নিপতি স্যার, আমার বোন আপনার সঙ্গে বেইমানি করলেও আমি আপনার উপকারের কথা কোনদিন ভুলতে পারবো না।

[প্রস্থান।

বিভাষ। কিন্তু আমি···আমি এ অপমানের কথা কি করে ভুলবো ? না···না···বেশ হয়েছে···ভালোই হয়েছে। আমি যেমন আমার ভাইকে বিশ্বাস করিনি···তেমন হাতে হাতেই ফল পেয়েছি···ফল পেয়েছি···

[প্রস্থান।

———

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

মদ পান করিতে করিতে বিজয় ও কেষ্টর প্রবেশ।

বিজয়। নাঃ—শালা তোর খোপরিতে দেখছি কিছু নেই।

কেষ্ট। নেই মানে! জানিস আমার মাথা ভর্তি ঘিলু আছে!

বিজয়। ঘিলু নেই—গোবর আছে, গোবর।

কেষ্ট। বিজয়—

বিজয়। ওরে শালা যা বলি কথাটা মন দিয়ে শোন।

কেষ্ট। বল।

বিজয়। এই যে গুরু…গুরুতো তার ভাগ্য ফিরিয়ে নিল, আমরা কি পেলাম?

কেষ্ট। তাইতো রে শালা…এ কথাটাতো একবারও ভেবে দেখিনি! সত্যিই তো…আমরা কি পেলাম!

বিজয়। অথচ আমরা সব সময় গুরুর সঙ্গে সঙ্গেই থাকি, গুরু যখন যা বলে আমরা জানের পরোয়া না করে সেই কাজ করতে এগিয়ে যাই।

কেষ্ট। ঠিকইতো, আমরাইতো গুরুর ডান হাত বাঁ হাত। আমরা না থাকলে গুরু তো এক পাও চলতে পারে না।

বিজয়। কথাটা মাথায় ঢুকেছে?

কেষ্ট। আলবাৎ ঢুকেছে।

বিজয়। তাহলেই ভেবে ত্যাখ। সেই গুরু আজ এই হোটেলের মালিক হয়েছে, গাড়ী কিনেছে, রোজ রোজ নূতন নূতন মেয়ের সঙ্গে ফুর্তি করছে। আর আমরা যে তিমিরে…সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।

কেষ্ট। না কথাটা তুই ঠিকই বলেছিস। আমরা শালা কলুর বলদের মত ঘানি টানছি…আর গুরু শালা মজা লুটছে।

বিজয়। তার উপর নাম পালটে ফেলেছে। তাই আমাকে বলেছে ...আর তাকে গুরু বলে ডাকা চলবে না...'বস্‌' বলে ডাকতে হবে।

কেষ্ট। ধ্যোৎ তোর 'বসের' নিকুচি করেছে। 'বস' বলবে না ঘোড়ার ডিম বলবে! আগে—ছিল পকেট মারার গুরু, এখন বোনের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে হোটেলের মালিক হয়েছে বলে তাকে 'বস্‌' বলতে হবে! আচ্ছা বিজয়, গুরু হঠাৎ তার বৌকে খুন করলো কেন বলতো দেখি?

বিজয়। ঐ যে রে...গুরু যে পকেট মারার ব্যবসা করে...একথাটা গুরুর বৌ জানতে পেরে ভীষণ ঝগড়া করেছিল, আর বলেছিল...এ পথ থেকে যদি তুমি ফিরে না আসো তাহলে পুলিশে ধরিয়ে দেবো। তাই গুরু ভীষণ রেগে গিয়ে তাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে।

কেষ্ট। মাইরী...গুরুটা কিন্তু ভীষণ সাংঘাতিক লোক!

বিজয়। আরে শালা, সাংঘাতিক না হলে কি কেউ নিজের বোনের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে পারে!

কেষ্ট। ঠিক বলেছিস রে শালা ঠিক বলেছিস।

বিজয়। আচ্ছা কেষ্টা, আমরা যদি গুরুর কাছে ভাগ চাই... তাহলে...

কেষ্ট। ভাগ...!

বিজয়। হ্যাঁরে...ভাগ। হোটেলের ভাগ...টাকার ভাগ...

বেয়ারার ছদ্মবেশে মিঃ গুপ্ত প্রবেশ করে
সব কথা শুনতে থাকে।

কেষ্ট। বুঝলাম। কিন্তু ভাগ চাইলেই কি দেবে?

বিজয়। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে বাঁকা আঙুলে ঘি তুলবো।

কেষ্ট। তার মানে ?

বিজয়। মানে···ভয় দেখাবো। গুরুর নাড়ি নক্ষত্র তো আমাদের সব জানা আছে। যদি সহজে আমাদের ভাগ না দেয় তাহলে গুরু যে তার বৌকে খুন করে নাম পাল্টে ঐখানে আছে···সেকথা জানিয়ে দেব বলে ভয় দেখাবো।

মিঃ গুপ্ত। তা হলেই আপনারা ভাগ পেয়ে যাবেন।

বিজয়। চুপ শালা, তুই বেয়ারা···বেয়ারার মত থাক। আমাদের কথায় নাক গলালে তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

মিঃ গুপ্ত। না···না হুজুর, আর আমি আপনাদের কথায় নাক গলাবো না।

কেষ্ট। এই শালা, আজ কদিন ধরে লক্ষ্য করছি আমরা কখন কি করছি, কখন কি বলছি···তুই তার মধ্যে ফোড়ন কাটতে আসিস কেন বল তো ?

মিঃ গুপ্ত। আজ্ঞে না হুজুর ফোড়ন কাটতে আসি না। তবে···

উভয়ে। তবে কি ?

মিঃ গুপ্ত। বলবো হুজুর, রাগ করবেন নাতো ?

কেষ্ট। না না তুই বল।

মিঃ গুপ্ত। আমার না দুটো মেয়ে আছে, খুব সুন্দরী মেয়ে···মানে ভীষণ সুন্দরী মেয়ে।

বিজয়। তাতে কি হয়েছে ?

মিঃ গুপ্ত। না কিছু হয়নি। মানে···আপনাদের দুজনকে আমার খুব ভালো লেগেছে,···তাই আমার মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দেবার ইচ্ছে করছি।

কেষ্ট। ভালো কথা···খুব ভালো কথা। আমরাও তো এখনও বিয়ে টিয়ে করিনি···কি বলরে বিজয় ?

মিঃ গুপ্ত। কিন্তু হুজুর…

কেষ্ট। কিন্তু কি ?

মিঃ গুপ্ত। প্রদীপবাবু…আমাদের ‘বস্’ মানে আপনাদের গুরু কি বলে জানেন ?

উভয়ে। কি বলেন ?

মিঃ গুপ্ত। বলে…খবরদার, ওদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ো না। ও শালারা পকেট মারতো। তার চেয়ে আমার সঙ্গে বিয়ে দাও। আমি তোমার দুই মেয়েকেই বিয়ে করবো।

বিজয়। কি…এই কথা বলেছে !

মিঃ গুপ্ত। আরও বলেছে,…আমি এই হোটেলের মালিক, আমার অনেক টাকা আছে। আমার সঙ্গে তোমার মেয়েদের বিয়ে হলে তুমিও সারাজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে।

কেষ্ট। কখনও না, কিছুতেই তুমি তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিও না। জানো ও বড় সাংঘাতিক লোক ! নিজের বৌ কে খুন করেছে, তাই আসল নাম পাল্টে নকল নাম নিয়েছে।

মিঃ গুপ্ত। তাই নাকি !

বিজয়। হ্যাঁরে—ওর নাম প্রদীপবাবু নয়—বসন্ত চ্যাটার্জী।

বসন্তের প্রবেশ।

বসন্ত। বেয়ারা—বেয়ারা—

মিঃ গুপ্ত। ইয়েস—বস—

বসন্ত। ইডিয়েট, এখানে আড্ডা দিচ্ছো কেন ? সাত নম্বর ঘরে মেমসাহেবরা খুব মাইকেল করছে। তাদের কি দরকার হয় না হয় দেখগে যাও।

মিঃ গুপ্ত। ইয়েস বস, আমি এখুনি যাচ্ছি—

[প্রস্থান।

বিজয়। গুরু, আমাদের একটা কথা—

বসন্ত। আবার গুরু! বলেছি না-আমি এখন বসন্ত চ্যাটার্জী নয়-প্রদীপ লাহিড়ী, গ্রেট ইণ্ডিয়া হোটেলের মালিক, আমাকে "বস" বলে ডাকবে!

বিজয়। ভুলে গিয়েছিলাম গুরু…এবার থেকে "বস" বলেই ডাকবো।

বসন্ত। কথাটা মনে থাকে যেন।

বিজয়। থাকবে-থাকবে—নিশ্চয়ই থাকবে।

বসন্ত। এইবার বল কি তোমাদের কথা?

উভয়ে। ভাগ চাই—

বসন্ত। ভাগ! কিসের ভাগ!

কেষ্ট। হোটেলের ভাগ—টাকার ভাগ।

বসন্ত। তার মানে?

বিজয়। মানে—তুমি ফেঁপে ফুলে ঢোল হয়েছ, তাই আমাদের চিনতে পারছো না। কিন্তু আমরাতো তোমাকে চিনি!

বসন্ত। কি বলতে চাও তোমরা?

কেষ্ট। সেকি-আমাদের কথা বুঝতে পারছোনা! এত বোকাতো তুমি নও গুরু!

বসন্ত। কেষ্ট—

কেষ্ট। চোখ লাল কর না গুরু, ভুলে যেও না আমরা সব একই ক্লাসের ছাত্র।

বিজয়। ভাগ দাও গুরু ভাগ দাও। তুমি যেমন বড় লোক হয়েছো…

আমাদেরওতো তেমনি বড় লোক হওয়ার সাধ হয়। তাই বলছি আমাদের শত্রু করে না তুলে কিছু কিছু দিয়ে দাও,—নইলে—

বসন্ত। ভয় দেখাচ্ছো! কিন্তু মনে রেখো-আমি পাকা সাপুড়ে। সাপুড়ে কথনও সাপের ভয় করেনা।

কেষ্ট। তা জানি। তবে তুমিও জেনে রেখো গুরু, সাপের ছোবলেই সাপুড়ের মৃত্যু হয়।

বসন্ত। ও-তোমরাই বুঝি সেই বিষধর সাপ? আমাকে ছোবল দিতে চাও—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিজয়। গুরু, তোমার জীবন মরণের চাবিকাঠিতো এখন আমাদের হাতে। কাজে কাজেই তুমি যদি আমাদের ভাগ না দাও তাহলে তোমার সমস্ত গোপন কথা আমরা পুলিশকে জানিয়ে দেবো।

বসন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—তোমরা দেখছি খুব বাড়াবাড়ি করছো! জানোনা বোধ হয় তোমরা সব আমার কাছে এক একটা ছুঁচো। আর ছুঁচো মারা বিষ সব সময় আমার পকেটেই থাকে। (পকেট থেকে পিস্তল বার করে)

উভয়ে। গুরু—

বসন্ত। কি হল। মুখ শুকিয়ে গেল কেন? ভাগ নেবেনা! আমার কথা পুলিশকে জানিয়ে দেবে না! এইবার যমের বাড়িতে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

পিস্তল হাতে পুলিশ সহ মিঃ গুপ্তের প্রবেশ।

মিঃ গুপ্ত। ফেল…ফেল পিস্তল… (পিস্তল কুড়িয়ে নেয়।)

বসন্ত। একি…বেয়ারা…!

মিঃ গুপ্ত। এই বেয়ারাই পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর…ডি, এন, গুপ্ত।

সকলে। সেকি…!

মিঃ গুপ্ত। হ্যাঁ বসন্তবাবু। ছদ্মনাম নিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারলেনা এটাই আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ। থাক থাক পালাবার চেষ্টা করনা। কারণ পুলিশ এই হোটেলটাকে ঘিরে রেখেছে। এই একে ভ্যানে তোল !

[বসন্তকে নিয়ে পুলিশের প্রস্থান।

মিঃ গুপ্ত। চল মহাপুরুষগণ, পকেটমারা থেকে শুরু করে খুন যখম অনেক তো করেছো, এইবার চল—থানায় নিয়ে গিয়ে আমরাও বেশ ভালো রকম খাতির যত্ন করবো।

কেষ্ট। চলুন। এ বেশ ভালোই হল, আমরা তো একই ক্লাসের ছাত্র। দুঃখের বিষয়—সবাই ফেল করেছি। তাই শাস্তিটাও একসঙ্গেই ভোগ করবো। তবে ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব একটা অনুরোধ, উনি হচ্ছেন ক্লাসের মনিটার— আমাদের গুরু, কাজেই আমাদের চেয়ে ওর শাস্তিটা যেন বেশী হয়।

মিঃ গুপ্ত। থামো—আর বক্তৃতা করতে হবে না, চল।

[সকলের প্রস্থান।

———

চতুর্দশ দৃশ্য।

অনুপমের বাড়ী।

বাপীর প্রবেশ।

বাপী। মা—ওমা—

মমতার প্রবেশ।

মমতা। কি হয়েছে, কি হয়েছে রে বাপী, অমন করে ডাকছিস কেন!

বাপী। আমার আঙুল কেটে গেছে।

মমতা। এঁ্যা…আঙুল কেটে গেছে! ভোলাকা—ভোলাকা, শিগগীর একটু ন্যাকড়া নিয়ে এসো, বাপীর হাত কেটে গেছে!

বাপী। না না, হাত কাটেনি—আঙুল কেটে গেছে।

মমতা। ঐ একই কথা। ইস-রক্তে ভেসে যাচ্ছে! কেমন করে কাটলো—কি করে কাটলো?

বাপী। পেন্সিল কাটতে গিয়ে ব্লেডে কেটে গেছে।

মমতা। কেন তুই পেন্সিল কাটতে গেলি! আমাকে তো বলতে পারতিস!

ন্যাকড়া হাতে ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। এই নাও বৌমণি ন্যাকড়া।

মমতা। এনেছো, দাও দাও। (বাপী হাতে ন্যাকড়া জড়াতে থাকে)

ভোলা। ওকি বৌমণি, আঙুলের ডগাটা একটু কেটেছে, তাই বলে গোটা হাতে ন্যাকড়া জড়াচ্ছো কেন?

মমতা। নইলে যে রক্ত বন্ধ হবে না!

ভোলা। তোমার মাথা। আরে বাবা—ছেলেমানুষ কত পড়বে, কত কাটবে, কত ছড়বে তার কি ঠিক আছে?

মমতা। তুমি বুঝতে পারছো না ভোলাকা।

ভোলা। বুঝেছি—বুঝেছি, খুব বুঝেছি

মমতা। কি বুঝেছো?

ভোলা। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, যত সব ইয়ে··· [প্রস্থান।

মমতা। একি, তোর গাটা গরম বলে মনে হচ্ছে কেন! নিশ্চয়ই জ্বর আসছে।

বাপী। না না, মা তুমি···

মমতা। আবার কথার উপর কথা! আমি বলছি জ্বর আসছে। চল এখুনি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বি। তারপর তোর বাবা এলে···

অনুপমের প্রবেশ।

অনু। এসে গেছি।

মমতা। তুমি এসেছো, শিগগীর যাও···একজন ডাক্তারকে খবর দাও।

অনু। ডাক্তারকে খবর দেব! কেন, কি হয়েছে?

মমতা। আর কি হয়েছে, হতভাগা ছেলে পেন্সিল কাটতে গিয়ে আঙ্গুল কেটে বসে আছে। ভীষণ রক্ত পড়ছে···জ্বরও এসেছে।

অনু। সেকি!

বাপী। না বাপী, আমার জ্বরটর কিছুই হয়নি। আঙ্গুলের ডগাটা একটুখানি কেটেছে শুধু।

অনু। কৈ দেখি···[ব্যাণ্ডেজ খুলতে যায়]

মমতা। না-না খুলো না, তাহলে এখুনি আবার রক্ত পড়তে আরম্ভ করবে।

অনু। আহা-হা দেখতেই দাও না—(ব্যাণ্ডেজ খোলে)। হঁ্যা—সাংঘাতিক ব্যাপার—ভীষণ ব্যাপার। একজন ডাক্তারে হবে না—এখুনি একজন বিলেত ফেরত ডাক্তার—আর একজন নার্সকে খবর দিতে হবে। নইলে—

মমতা। নইলে—

অনু। তোমাকে আর বাঁচানো যাবে না।

মমতা। ঠাট্টা করছো !

অনু। না-না ঠাট্টা নয়—সিরিয়াসলি বলছি। বাপী, তুমি পড়তে যাও। (বাপীর প্রস্থান।) আচ্ছা…তুমি কি বল তো ?

মমতা। কেন ?

অনু। একটুখানি আঙুল কেটেছে বলে গোটা হাতখানা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে দিয়েছো !

মমতা। আমি অতশত দেখেছি নাকি ! রক্ত দেখেই আমার মাথা ঘুরে গেছিলো। তাই…

অনু। অমনি তুমিও হৈ চৈ করে বাড়ী মাৎকরে দিয়েছো। হুঁঃ-পাগল আর কাকে বলে !

মমতা। এই, পাগল…পাগল বলো না বলছি, ভালো হবে না কিন্তু।

অনু। ভালো হবে না সে তো আমি আগেই জানি।

মমতা। তার মানে ?

অনু। মানে—একদিকে টাকার শোক, অন্যদিকে টাকার চিন্তা করে করে ভালো থাকার মত অবস্থা নেই।

মমতা। আমার জন্য কে তোমাকে চিন্তা করতে বলেছে… শুনি ?

অম্নু। কেউ বলেনি, তবু চিন্তা না করে পারি না।

মমতা। কেন পারো না?

অম্নু। যেহেতু…ধেয়ান গিয়ান সখি তুয়া বিনা নাহি
আন কৈছে জীবন নিরবাহ।

মমতা। ব্যস-ব্যস ক্ষান্ত হও, এমন কর…মনে হয় যেন নূতন বিয়ে হয়েছে।

অম্নু। নূতন নূতন…তোমার আমার প্রেম চির নূতন। শোন, ছেলেকে সব সময় অত আঁকড়ে রেখো না, একটু স্বাধীন ভাবে চলা ফেরা করতে দিও। ভয় নেই…তোমার ছেলে তোমারই থাকবে, হারিয়েও যাবেনা…আর পালিয়েও যাবে না।

[প্রস্থান।

মমতা। হারিয়েও যাবে না…পালিয়েও যাবে না। তুমি সরল সোজা মানুষ, আমি তোমাকে কিছুই জানতে দিইনি-তাই ওকথা বললে। কিন্তু আমি তো জানি কোথায় আমার ঘা।

কথার মধ্যে বসন্ত প্রবেশ করে, তার বড় বড় চুল দাড়ি,
হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না, সিগারেট টানতে থাকে।

—বন্ধ্যা আজ সন্তানের মা হয়েছে। তাই তো ভয়—কখনো যদি একথা প্রকাশ হয়ে যায়! কখনও যদি সে জানতে পারে—আমি তার মা নই, তাহলে!

বসন্ত। কথাটা তো সত্যি।

মমতা। কে! চো———

বসন্ত। চুপ—আমি।

মমতা। তু-তু,…তুমি—আবার তুমি—

বসন্ত। আবার আমি। সমাজ বিরোধী কাজের জন্য আর তোর বৌদিকে খুন করার অপরাধে আমার সাত বছর জেল হয়েছিল।

মমতা। জানি।

বসন্ত। আমিও জানি—আমার জেল হওয়ার খবর শুনে তুইও কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জেলখানা আমাকে আটকে রাখতে পারেনি। অনেক কষ্টে পাঁচিল টপকে পালিয়ে এসেছি। পুলিশ অবশ্য খোঁজাখুজি করছে। আবার আমি দাঁড়াতে চাই, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে চাই। তাই কিছু টাকার দরকার।

মমতা। না-না—আর আমি তোমাকে টাকা দেব না।

বসন্ত। দিবি না!

মমতা। না-না-না, কিছুতেই না। তুমি যাও-তুমি যাও। আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তুমি অনেক টাকা নিয়েছো। তোমার জন্যে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে অনেক অভিনয় করেছি। কিন্তু আর না-আর আমি পারছি না, এবার আমাকে মুক্তি দাও।

বসন্ত। দেব দেব···সত্যিই এবার তোকে মুক্তি দেব। আর কোনদিন আসবো না। কিন্তু আজ যখন এসেছি তখন তো আর আমি খালি হাতে ফিরে যেতে পারি না।

মমতা। তুমি যদি না যাও আমিই তোমাকে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব।

বসন্ত। ধরিয়ে দিবি! ভালো কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তোর এই যত্নে গড়া সোনার সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে (সিগারেট ফেলে দেয়)

মমতা। তুমি!

বসন্ত। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি অনুপমের সামনে—বাপীর সামনে, পুলিশের সামনে প্রকাশ করে দেব···কেমন করে তুই ছেলের মা হলি, কে ঐ ছেলের জন্মদাতা···কে ওর প্রকৃত বাবা।

মমতা। চুপ কর—চুপ কর! কে যেন আসছে—তুমি যাও, তুমি যাও।

বসন্ত। ঠিক আছে, আজ আমি যাচ্ছি, মনে থাকে যেন আবার আমি আসব। [প্রস্থান।

মমতা। আবার আসবে···আবার আসবে। আমি না মরা পর্যন্ত শয়তান কিছুতেই আমাকে মুক্তি দেবে না।

অনুপমের প্রবেশ।

অনু। লোকটা কে?

মমতা। একি-তুমি! এখনো জামা কাপড় ছাড়োনি যে··· চল, চল।

অনু। লোকটা কে?

মমতা। কোন লোকটা?

অনু। একটু আগে যার সঙ্গে কথা বলছিলে?

মমতা। কই···আমি তো কারও সঙ্গে কথা বলিনি।

অনু। বলোনি! কিন্তু আমি যে দোতালার বারান্দা থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলাম, কে যেন তোমাকে বলছে কেমন করে তুমি ছেলের মা হলে, কে ঐ ছেলের জন্মদাতা, কে ওর প্রকৃত বাবা।

মমতা। না-না, তুমি ভুল শুনেছ।

অনু। ভুল শুনেছি! তবে এখানে সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে কেন?

মমতা। সিগারেট ! তা-হ-লে—

অনু। কি হল, মুখখানা অমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল কেন ? এ বাড়ীতে কেউ তো সিগারেট খায় না। বল…কে এসেছিল ?

মমতা। তুমি বিশ্বাস কর…

দ্রুত ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। বড় খোকা বড় খোকা…এই মাত্র একটা অচেনা লোক বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিল। আমার যেন কেমন সন্দেহ হল। চোর মনে করে ধরতে গেলাম, অমনি আমাকে ধাক্কা মেরে চলে গেল।

অনু। হ্যাঁ চোর এসেছিল, পাকা চোর। তুমি যাও দেখগে— বাড়ীর আশে পাশে সে ঘুরছে কি না। (ভোলানাথের প্রস্থান) এখনও কি বলবে কেউ আসেনি ? বল…লোকটা কে ? তোমার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ? কেন সে ঐ কথা বলল ? আর কেনই বা সে পালিয়ে গেল ? বল…বল মমতা, আই সে…স্পীক আউট !

মমতা। না-না-না, আমি বলতে পারবো না।

অনু। কেন বলতে পারবে না ?

মমতা। ভয়ে।

অনু। কিসের ভয় ?

মমতা। হারিয়ে যাওয়ার ভয়, ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় !

অনু। মমতা—তুমি—

মমতা। দোহাই…তুমি আমার উপর উপর রাগ কর না। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কর না। আজ আমি বড় নিরুপায়…বড় অসহায়—

[প্রস্থান।

অনু। নিরুপায় ! অসহায় ! কিন্তু কেন, আমাকে সত্যি কথা

বলতে পারছো না? কে সেই লোক! কেনই বা বললে—কেমন করে তুমি ছেলের মা হলে, কে ওর জন্মদাতা! কে প্রকৃত বাবা! তাই কি মমতা—একি, সন্দেহের দোলায় আমার মন দুলছে কেন!

বিভাষের প্রবেশ।

বিভাষ। দশটা টাকা দিবি!

অনু। এ কি বিভাষ, তোর এই অবস্থা!

বিভাষ। বাইরেটা দেখেই আশ্চর্য্য হচ্ছিস! ভেতরটা যদি দেখতে পেতিস তাহলে—

অনু। কি হয়েছে তোর খুলে বল

বিভাষ। উপকারের প্রতিদান পেয়েছি, তাই আজ আমার এই অবস্থা।

অনু। বুঝলাম না।

বিভাষ। কি করে বোঝাবো, কেমন করে বলবো···আমার স্ত্রী আমারই চোখের সামনে আর একজনের সঙ্গে প্রেম করছে! আমার মুখে কালি মাখিয়ে দিয়ে তার হাত ধরে বেরিয়ে গেছে!

অনু। বলিস কি! তোর স্ত্রী—

বিভাষ। ইয়েস, ইটস ফ্যাক্ট। জানিস এই মেয়েছেলে জাতটা ভীষণ ট্রেচারার্স। এরা না পারে এমন কাজ এই পৃথিবীতে নেই। আজ দেখছিস···যে তোকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, কাল সে তোর বুকে ছুরি বসাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

অনু। এঁ্যা,···মেয়েছেলে জাতটা এমন!

বিভাষ। হ্যাঁ। পাঁকাল মাছ পাঁকেই থাকে অথচ গায়ে কাদা লাগায় না। কি রে কি ভাবছিস?

অনু। কেমন করে তুমি সন্তানের মা হলে—কে ওর জন্মদাতা—কে ওর প্রকৃত বাবা!

বিভাষ। জানিস, আমি আমার স্ত্রীকে বিশ্বাস করতাম। তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম। তার কথায় বিশ্বাস করে তাইকে পর্যন্ত—ঃ এখনও মনে পড়ে—সে জলভরা চোখে কত কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি—

অনু। কেন—মমতা তার নাম বলতে পারলো না! কে সে লোকটা! কেন ঐ কথা বলল!

বিভাষ। এই কলঙ্কের জন্য আমি স্কুল যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছি। যারা আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে সাহস পেত না···আজ তারা আমাকে দেখে মুখ টিপে টিপে হাসে।

অনু। তবে কি বাপা আমার সন্তান নয়! যে লোকটার সঙ্গে মমতা কথা বলছিল সেকি তার পূর্বের প্রণয়ী! তাই কি সে তার নাম বলতে পারলো না!

বিভাষ। তাই তো আমি সারাদিন মদ খাই। মদ খেয়ে খেয়ে কঠিন অসুখে পড়েছি—তবুও খাই। খেয়ে খেয়ে পূর্বস্মৃতি ভুলতে চাই, অপমান ভুলতে চাই।

অনু। মদ খেলে সব ভোলা যায়?

বিভাষ। যায়।

অনু। দুঃখ-জ্বালা-মান-অপমান-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা-অতীত-বর্তমান···সব ভোলা যায়?

বিভাষ। যায়···যায়। দশটা টাকা দে, সময় চলে যাচ্ছে···আমি আর দেরী করতে পারছি না।

অনু। এই নে···(টাকা দেয়)

বিভাব। থ্যাঙ্ক ইউ, তোর উপকারের কথা ভুলবো না···

[প্রস্থান।

অনু। মেয়েছেলেকে বিশ্বাস নেই, তারা সব পারে। পাঁকাল মাছ পাঁকেই থাকে···গায়ে কাদা লাগে না। কেমন করে তুমি সন্তানের মা হলে। কে ওর জন্মদাতা। কে ওর প্রকৃত বাবা। মমতা কেন ঐ লোকটির নাম বলতে পারলো না? কেন? মমতা···মমতা···

দ্রুত ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। বড় খোকা···বড় খোকা, সর্বনাশ হয়েছে!

অনু। কি হয়েছে!

ভোলা। বৌমা কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গেছে, তুমি শিগগীর এসো।

অনু। সে কি! মমতা অজ্ঞান হয়ে গেছে! চল—চল আমি এখুনি—না-না-আমি যাবো না, যা করবার তুমিই কর।

ভোলা। কি বলছো বড় খোকা?

অনু। বুঝতে পারবে না—বুঝতে পারবে না। মনের মধ্যে ঝড় বইছে, মাথায় আগুন জলছে, দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা বিদ্রোহ করে আমাকে পাগল করে দিয়েছে।

ভোলা। বড় খোকা—বড় খোকা—

অনু। হ্যাঁ-হ্যাঁ-আমি মদ খাবো, মদ খেয়ে সব ভুলে যাবো।

ভোলা। কি বললে—তুমি মদ খাবে!

অনু। নিশ্চয়ই খাবো। যে কথা আজ শুনেছি—যে আগুন আমার মাথায় জলছে—মদ না খেলে সে আগুন নিভবে না।

ভোলা। কি বলছো তুমি, আমি তো—

অমু। বুঝবে না, আমিও তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আজ আমার নিজের হাতে জ্বালানো হাজার বাতির রং মশাল দমকা হাওয়ায় নিভে গেছে। ভালোবাসার তাজমহল ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

ভোলা। বড় খোকা—বড় খোকা—

অমু। ফুল আজ আমার কাছে ভুল হয়ে গেছে ভোলাকা ভুল হয়ে গেছে—

[প্রস্থান।

ভোলা। এঁ্যা—বড় খোকা এসব কথা বললো কেন! তবে কি বৌমার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছে! নিশ্চয়ই তাই। নইলে বৌমণি বা অজ্ঞান হবে কেন—আর বড় খোকাই বা এসব কথা বলবে কেন! না-না এই ভোলা যতদিন এ সংসারে থাকবে—ততদিন এখানে অশান্তি হতে দেবে না—

[প্রস্থান।

———

পঞ্চদশ দৃশ্য।

মদের বোতল হাতে বিভাষের প্রবেশ।

বিভাষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—পৃথিবীতে সবাই বেইমান—সবাই বিশ্বাসঘাতক, শুধু তুমিই খাঁটি। তুমি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা কর না। তাই তোতোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সব কিছু ভুলে যেতে চাই। (মদ পান করে)

সুভাষের প্রবেশ

সুভাষ। দাদা—দাদা…

বিভাষ। সুভাষ…সুভাষ, এসেছিস—জানিস ভাই…

সুভাষ। জানি, সব জানি—চাঁদু আমাকে সব কথা বলেছে। তাই তো আমি ফিরে এসেছি।

বিভাষ। আমাকে দেখে তোর রাগ হচ্ছে না, ঘৃণা হচ্ছে না!

সুভাষ। না…বড় দুঃখ হচ্ছে।

বিভাষ। কেন দুঃখ হচ্ছে? আমি তো তোর উপর অবিচার করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম!

সুভাষ। তুমি আমাকে তাড়াওনি দাদা, তোমার কোন দোষ নেই। আমাকে তাড়িয়েছে সে…যে তোমার বুকখানা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

বিভাষ। সুভাষ…

সুভাষ। নইলে আমি তো জানি…তুমি আমাকে কত ভালোবাসতে…কত স্নেহ করতে।

বিভাষ। হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যিই তোকে খুব ভালবাসতাম। কিন্তু শয়তানীকে বিশ্বাস করে…

সুভাষ। ওসব কথা থাক দাদা, ওকথা ভেবে আর নিজের মনকে কষ্ট দিও না।

বিভাষ। সুভাষ…সুভাষ…

সুভাষ। কিন্তু এ তুমি কোন পথে চলেছ দাদা, এই অন্ধকারের পথ তো তোমার জন্য নয়!

বিভাষ। জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে আমি যে আলোর পথ হারিয়ে ফেলেছি ভাই। তাই তো আজ অন্ধকার পথেই চলছি…অন্ধকারেই হারিয়ে যেতে চাই।

সুভাষ। না না আমি তোমাকে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেব না। আবার তোমাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। ভুলে যেও না তুমি শিক্ষক, তুমি হেডমাস্টার বিভাষ মুখার্জী।

বিভাষ। আমি শিক্ষক…আমি হেডমাস্টার বিভাষ মুখার্জী …হাঃ-হাঃ-হাঃ…আবার…আবার বুকের মধ্যে সেই যন্ত্রণা…! আঃ…

সুভাষ। দাদা…দাদা তুমি শান্ত হও। আবার আমরা দুই ভাইয়ে একত্রে থাকবো, সুখে দুঃখে দিন কাটাবো।

বিভাষ। সুভাষ…সুভাষ…

সুভাষ। কিন্তু তার আগে যে আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়েছে সেই শয়তান মিহিরকে একবার দেখবো—

বিভাষ। মিহির—শয়তান মিহির।

চাঁদুর প্রবেশ।

চাঁদু। সন্ধান পেয়েছি সুভাষ—সেই শয়তানের গুপ্ত আড্ডার সন্ধান পেয়েছি—

সুভাষ। সন্ধান পেয়েছিস?

চাঁদু। হ্যাঁ পেয়েছি। সে এখন ১৭নং ব্রেভন রোডে আছে। আমি সেখানেই যাচ্ছি—তুই ওখায়।

বিভাষ। চাঁদু—কথা শোন—

চাঁদু। না-না কোন কথা শুনবো না স্যার, আজ আপনার বুকে যে অপমানের আগুন জ্বলছে…আমার বুকেও সেই আগুন জ্বলছে—ঐ শয়তান আর শয়তানীর রক্ত না দেখলে সে আগুন কিছুতেই নিভবে না—নিভতে পারে না—

[প্রস্থান।

সুভাষ। হ্যাঁ হ্যাঁ—আমারও ঐ একই কথা। আমিও এর প্রতিশোধ চাই—

বিভাষ। তুইও যাচ্ছিস! চল আমিও যাবো।

সুভাষ। দাদা—

বিভাষ। হ্যাঁ হ্যাঁ যাবো—আমি এর প্রতিশোধ নেবো।

সুভাষ। তুমি যে অসুস্থ—!

বিভাষ। তোকে কাছে পেয়ে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি—

[প্রস্থান।

সুভাষ। মিহির—শয়তান মিহির, আজ তোর সব লীলা খেলার শেষ—

[প্রস্থান।

———

ষোড়শ দৃশ্য।

কাবেরীর প্রবেশ।

কাবেরী। শয়তানের ছলনায় ভুলে এ আমি কোথায় এসে পড়েছি! এ তো আলো নয়—অন্ধকার—নরকের অন্ধকার—!

মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। না, আলো—চোখ ধাঁধানো আলো।

কাবেরী। মিহির—

মিহির। তৈরী হয়ে নাও। মিঃ সেনের আসার সময় হয়েছে। তাকে খুশী করতে হবে। ভালোবাসার অভিনয় করে টাকা আদায় করতে হবে।

কাবেরী। আমি পারবো না।

মিহির। পারবে না! আজ পারবে না—

কাবেরী। কোনদিনই পারবো না। তোমার মোহে পড়ে, তোমার কথায় বিশ্বাস করে আমি অনেক নীচে নেমে গেছি। ছমাস স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছি।

মিহির। ভালো করেছো। এইবার আমি নিত্য নূতন শিকার ধরে আনবো···আর তুমি তাদের নিয়ে খেলা করবে।

কাবেরী। তুমি—তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে দিয়ে ব্যবসা করাতে চাও!

মিহির। দোষ কি। যে মেয়েছেলে স্বামীর সঙ্গে অভিনয় করতে পারে, পরপুরুষের হাত ধরে ঘর ছাড়তে পারে—তার তো এতে ভেঙ্গে পড়া উচিত নয় কাবেরী!

কাবেরী। শয়তান-বেইমান-বিলেতের গল্প বলে—বিলেতে নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখিয়ে আমাকে তুমি—

মিহির। হাঃ-হাঃ-হাঃ-বিলেত—বিলেত! এই তো বিলেত, বিলেতেই তো এনেছি। কচি খুকিরা যেমন চাঁদ ধরার আশা করে আর বুদ্ধিমানেরা তাদের সান্ত্বনা দেয়—আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা,... এও ঠিক তাই। যাকগে যাক ওসব আজে বাজে কথায় তোমার মন খারাপ করতে চাই না। যাও একখানা ভালো শাড়ী পরে একটু মেক আপ করে তৈরী হয়ে নাও। বুঝতেই তো পারছো—আমার ভীষণ টাকার দরকার। যাও—

কাবেরী। না...না...না—আমি পারবো না—আমি পারবো না—আমি পারবো না।

মিহির। পারতে হবে।

কাবেরী। মিহির—

মিহির। ইয়েস ইউ মাস্ট। তাছাড়া কথা কি জানো, স্বামীর ঘরের দরজা—সমাজের দরজা তোমার কাছে চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমিই তোমার একমাত্র ভরসা। আমি তোমাকে যেভাবে চলতে বলবো...লক্ষ্মী মেয়ের মত ঠিক সেই ভাবে চলতে হবে।

কাবেরী। আর তা হয় না। মুখোসটা যখন তোমার খুলেই গেছে, আমিও যখন তোমাকে চিনেই ফেললাম তখন আর আমাকে তুমি নাচাতে পারবে না।

মিহির। কি করবে?

কাবেরী। থানায় যাবো।

মিহির। থানায় যাবে!

কাবেরী। হ্যাঁ থানায় যাবো। আমার জীবন তো বিষময় হয়েই গেছে, কিন্তু তোমাকেও আমি রেহাই দেবো না।

মিহির। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, যাবো বললেই কি এত সহজে যাওয়া যায়!

কাবেরী। পথ ছাড়ো—আমাকে যেতে দাও।

মিহির। নিশ্চয়ই যেতে দেব। তোমাকে আমি কত ভালোবাসি, তোমাকে নিয়ে আমি কত স্বপ্ন দেখি। সেই তুমি আজ আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য থানায় যাচ্ছো, আর আমি তোমাকে যেতে দেবো না! নিশ্চয়ই যেতে দেবো—(ছুরি মারে)

কাবেরী। আঃ—

মিহির। আমার চলার পথের কাঁটা আমি এইভাবেই সরিয়ে দিই।

চাঁদুর প্রবেশ।

চাঁদু। নমস্কার বিলিতী কুকুর।

মিহির। কে—একি চাঁদু তুমি!

চাঁদু। হ্যাঁ আমি, মুরারীপুকুরের শের—শ্রীচাঁদু চরণ ঘোষাল। শালা অনেকদিন ধরেই তোমাকে খুঁজেছি। তাই অনেক কষ্টে ঠিকানা যোগাড় করে এখানে এসেছি।

কাবেরী। দাদা—

চাঁদু। একি কাবেরী—তুই এখানে পড়ে কেন, কি হয়েছে!

কাবেরী। আমি চলে যাচ্ছি দাদা, ঐ শয়তান আমাকে খুন করেছে।

চাঁদু। খুন করেছে—খুন করেছে! হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভালো হয়েছে। তোর বেঁচে না থাকাই ভালো। শয়তান, তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো না।

মিহির। খবরদার, আর এক পাও এগিও না। তাহলে আর একটা লাশ ফেলতেও পেছপা হব না।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ গুপ্ত, বিভাষ ও সুভাষের প্রবেশ।

মিঃ গুপ্ত। তার আগে তোমার ঐ সুন্দর সুঠাম দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে মিহিরবাবু।

মিহির। এ কি পুলিশ!

বিভাষ। হ্যাঁ শয়তান, সেই সঙ্গে আমরাও আছি, আমরাই পুলিশকে সঙ্গে করে এনেছি।

চাঁদু। হায়-হায়-হায়, বিলেতী কুকুর—এত করেও তুমি পালাতে পারলে না! চল এবার পুলিশ তোমার গলায় মোটা শেকল পরিয়ে টানতে টানতে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবে।

মিহির। বিভাষ—সুভাষ!

সুভাষ। কি হলো লম্পট…চোখে অন্ধকার দেখছো নাকি? দেখবে দেখবে, এতদিন মজা লুটেছো…এইবার পুলিশের রুলের গুতোয়…তুমি যখন চিৎকার করবে তখন আমরাও মজা দেখবো।

কাবেরী। আঃ—

বিভাষ। কে! কা-বে-রী (মুখ ঘোরায়)

সুভাষ। কি হয়েছে…কি হয়েছে, অমন করছো কেন?

চাঁদু। এই শয়তান ওকে খুন করেছে।

বিভাষ। সে কি!

সুভাষ। বৌদি—

কাবেরী। না-না, আমাকে বৌদি বলে ডেকো না, আমি তোমার বৌদি হবার যোগ্য নই।

মিঃ গুপ্ত। বিভাষবাবু, আপনি ওকে ভ্যানে করে নিয়ে যান, আমি এখুনি ওকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।

বিভাষ। চল কাবেরী চল—

কাবেরী। না-না, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না···এই পাপদেহ তোমার ছুঁতে নেই, আমি নিজেই পুলিশ ভ্যানে উঠছি।

বিভাষ। কাবেরী—

কাবেরী। শয়তানের ছলনায় ভুলে, ভুল পথে চলে যে ভুল করে-ছিলাম, মৃত্যুই আমার এখন একমাত্র কাম্য—যদি পারো তুমি আমাকে ক্ষমা কর—ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

বিভাষ। কাবেরী—কাবেরী—

[প্রস্থান।

মিঃ গুপ্ত। চল খুনী, অনেক তো খেল দেখিয়েছো···এখন বাকী জীবনটা জেলখানায় পচে মরবে চল।

সুভাষ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর সাহেব—সারাজীবন ওকে জেলখানায় রাখবেন—যেন কোনদিন ও মুক্তি না পায়—ওর জন্ম আমাদের ঘর ভেঙেছে, বংশে কালি পড়েছে ওর মত লম্পট যদি বাইরে থাকে তাহলে আরও অনেকের ঘর ভেঙে দেবে।

চাঁছু। চল শালা চল, এতদিন অনেক মজা করেছিস—এখন তার ফল ভোগ কর।

[মারিতে মারিতে সকলের প্রস্থান।

———

সপ্তদশ দৃশ্য।

অনুপমের বাড়ী

মদের বোতল হাতে মত্তাবস্থায় অনুপম ও তার পেছনে শুভ্রার প্রবেশ।

শুভ্রা। কথা শোন, কথা শোনো দাদা, ও বিষ আর তুমি খেও না।

অনু। আঃ—কেন তুই বার বার ওকথা বলে আমাকে বিরক্ত করছিস! বলছিতো—এ বিষ নয়, আমার কাছে অমৃত।

শুভ্রা। দাদা—

অনু। তুই যা শুভ্রা, আমাকে একটু একা থাকতে দে।

শুভ্রা। কি হয়েছে বলবে তো!

অনু। কিছু হয়নি—কিছু হয়নি।

শুভ্রা। কিছু যদি নাই হবে তবে আজ সাতদিন ধরে বৌদির সঙ্গে কথা বলছো না কেন? বৌদিই বা নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে পড়ে পড়ে কাঁদছে কেন? কেন তুমি অফিস যাওয়া বন্ধ করেছ? আর কেনই বা দিন রাত এই ছাইপাঁশ গিলছো—শুনি?

অনু। সেকথা আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তোর বৌদিকেই জিজ্ঞেস করগে যা।

শুভ্রা। অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু বৌদিও তো কোন কথা বলছে না।

অনু। বলছে না! হাঃ-হাঃ-হাঃ, বলবে না বলবে না—বলার মত তার কিছুই নেই। আমিও তার কাছে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি··· কিন্তু কোন উত্তরই সে দিতে পারেনি।

শুভ্রা। দাদা—

অনু। তাইতো আজ আমার অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। অসংখ্য দুষ্টকীট আমার মাথাটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তাইতো—যে অনুপম কোনদিন বিড়ি সিগারেট স্পর্শও করেনি—সে আজ মদের বোতল হাতে ধরেছে—(মদ পান করিতে যায়)

শুভ্র। (হাত ধরে) না-না খেও না—খেও না দাদা, আর খেও না।

অনু। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে, কারও কোন বাধা আমি মানব না। যতক্ষণ না নেশায় বেহুঁশ হয়ে যাই—ততক্ষণ শুধু খাবো আর খাবো—(মদ পান করে)

শুভ্রা। ছিঃ ছিঃ, এ আমি তোমাকে কি রূপে দেখছি দাদা! আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে! আমি যে ভাবতেও পারছি না—আমার দাদা আজ কোথায় হারিয়ে গেছে!

অনু। আমিও তো ভাবতে পারিনি—যে আমি এইভাবে হারিয়ে যাবো! আমিও ভাবতে পারিনি—কেউ কোনদিন আমাকে এইরূপে দেখবে। তবে কেন—কেন আজ আমি এমন হলাম! কে আমাকে এমন করে গড়ে তুললো!

শুভ্রা। কে?

অনু। তোর বৌদি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোর বৌদি। আমি তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলাম। একরাশ হাসি রাশি নিয়ে জীবন গাড়ীর চাকা ছুটিয়ে দিয়েছিলাম সামনের দিকে। হঠাৎ এক এ্যাক্সিডেন্ট! কি দারুন এ্যাক্সিডেন্ট! আঃ আর আমি ছুটাতে পারলাম না। ভালোবাসার ইঞ্জিনখানা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

শুভ্রা। তুমি কি বলছো, আমি বুঝতে পারছি না!

অনু। শুধু তুই কেন, কেউ বুঝতে পারবে না।

শুভ্রা। কি এমন ঘটনা ঘটেছে, কি এমন হয়েছে যার জন্যে তোমাদের দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে—শান্তির সংসারে আজ অশান্তির আগুন জলে উঠেছে! দোহাই দাদা, আমি তোমার ছোটবোন—আমাকে সব কথা খুলে বল। বৌদি যদি কোন দোষ করে থাকে—তাহলে আমিই তাকে বুঝিয়ে বলবো। বল দাদা—বল।

অনু। না-না-না, সে কথা আমি কাউকে বলতে পারবো না।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। বলতে যখন পারবে না—তখন ঐ সব ছাইপাঁশ গিলতেও পারবে না।

অনু। আবার তুমি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছো?

ভোলা। না—আসবোনি! বলি সোয়ামি-স্ত্রীতে এমন কথা, ঝগড়াঝাটি, কথা কাটাকাটি হয়,—তাই বলে এদ্দিন কেষ্ট তা জিইয়ে রাখে—না তোমার মত উচ্ছন্নে যায় শুনি?

শুভ্রা। দেখ না ভোলাকা, আমি সেই থেকে কত করে বলছি তবুও কথা শুনছে না।

ভোলা। শুনবে কি করে! মদ খেয়ে খেয়ে মাথাটা যে গোল্লায় যেতে বসেছে!

অনু। ভোলাকা—

ভোলা। চোখ রাঙাচ্ছো কাকে। বলি চোখ রাঙাচ্ছো কাকে। আমি তোমার চোখ রাঙানিকে ভয় করি ভেবেছো! এখন এসো—ঐ মদের বোতল ফেলে দিয়ে খেয়ে নিবে চল।

অনু। না আমি খাবো না।

ভোলা। কেন খাবে না শুনি।

অনু। আমার খুশি, তার জন্যে আমি কাউকে কৈফিয়ৎ দেব না।

ভোলা। শুনছো খুকুমণি কথার ছিরি শুনছো? আজ কদিন না—খেয়ে দেয়ে শুধু মদ গিলছে আর সেই দুঃখে সতীলক্ষ্মী বৌমণিও—

অনু। থামো, সতীলক্ষ্মী! খবরদার—আর কখনও আমার সামনে তার নাম করবে না।

শুভ্রা। কি বলছো তুমি দাদা!

অনু। ঠিকই বলছি, আমার জীবন থেকে মমতা মরে গেছে।

ভোলা। ওকে শনিতে পেয়েছে খুকুমণি···ওকে শনিতে পেয়েছে। অমন সতীলক্ষ্মী বৌমণির নাম শুনতে পারছে না। তবে আমিও বলে দিচ্ছি বড় খোকা, এই সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড-মাণ্ড আমি সহ্য করবো না—আর দেখতেও পারবো না।

অনু। না দেখতে পারো···তাতে আমার দুঃখ নেই, তুমি চাকর—চাকরের মত থাকবে।

ভোলা। বড় খোকা—

শুভ্রা। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ কাকে কি বলছো! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে দাদা!

অনু। হাঃ-হাঃ-হাঃ—নারে না এখনও পাগল হইনি। তবে পাগল হলেই বোধ হয় ভাল হোত।

শুভ্রা। ভোলাকা—ভোলাকা—

ভোলা। না না আমাকে কিছু বলতে হবে না খুকু মা, আমি কি ওর কথায় রাগ করে চলে যেতে পারি? দুঃখু কি জানো, চোখের সামনে বড় খোকা এইভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—এযে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না খুকুমা—সহ্য করতে পারছি না। [প্রস্থান।

শুভ্রা। দাদা—দাদা, আমি তোমায় পায়ে ধরে অনুরোধ করছি—

অনু। শুনবো না —

শুভ্রা। আমার কথা তুমি রাখবে না!

অনু। কতবার বলবো—না-না-না—, তোদের কারও কথা…কারও অনুরোধ আমি রাখবো না। তুই যা, আমার মনের অবস্থা ভালো নয়। এ সময় তুই আমার সামনে থাকিস না। তাহলে তোকেও হয়তো ছোটবড় কথা শুনিয়ে দেব।

শুভ্রা। বেশ যাচ্ছি। আর আমি তোমাকে কোন অনুরোধ করব না। তবে জেনে রেখো দাদা, যে ভুল পথে তুমি চলেছো—এই ভুল যেদিন ভাঙবে সেদিন অনুতাপের আর অন্ত থাকবে না— [প্রস্থান।

অনু। অনুতাপ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—অনুতাপ! কিসের অনুতাপ! কার জন্যে অনুতাপ! এত দিন যে মালা হয়ে আমার গলায় ছিলো—সে সাপ হয়ে আমার বুকে ছোবল মেরেছে। আমি করবো তার জন্যে অনুতাপ—অসম্ভব!

খাবারের থালা হাতে মমতার প্রবেশ।

মমতা। খাবারটা খেয়ে নাও।

অনু। তুমি—

মমতা। শুনলাম আজ কদিন ধরে তুমি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছো, তাই—

অনু। খাবার নিয়ে এসেছো। আমার সামনে খাবার আনতে তোমার লজ্জা করলো না!

মমতা। কেন করবে? তোমার কাছে আমার কি আমার কোন অধিকার নেই?

অনু। না নেই। আজ তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছো।

মমতা। অথচ এই মমতার সঙ্গে একদিন কথা না বললে তুমি পাগল হয়ে যেতে। সেই তুমি আজ—

অনু। তোমাকে সহ্য করতে পারছি না, কেমন? সত্যই তাই। আমি যে মমতাকে ভালবাসিতাম—সে মরে গেছে। তুমি তার প্রেতাত্মা। তুমি যাও—তুমি যাও, আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না—তুমি আমার সামনে এসো না।

মমতা। খাবারটা খেয়ে নাও।

অনু। না—(লাথি মেরে খাবার ফেলে দেয়)

মমতা। ফেলে দিলে!

অনু। দিলাম। কারণ তোমার ছোঁয়া খাবার আমি খাবো না।

মমতা। আমি তোমার কাছে এতই বিষ হয়ে গেছি! সামান্য একটা কথার জন্য তুমি আমাকে এইভাবে আঘাত করতে পারলে!

অনু। কথাটা যদি সামান্যই হয়…তাহলে কেন আমার কাছে তার নাম—তার পরিচয় বলতে পারছো না?

মমতা। আমি সে কথা বলতে পারছি না—বলতে পারবো না।

অনু। তুমি না বলতে পারলেও আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি।

মমতা। কি বুঝেছ—কি বুঝেছ তুমি?

অনু। আমি বুঝেছি—বাপীর জন্ম আমার রক্তে হয়নি।

মমতা। তুমি একথা—

অনু। জানি। আর জানি বলেই, বলছি—তুমি কলঙ্কিনী, তুমি [illegible], তুমি নষ্টা। সেদিন যে লোকটার সঙ্গে কথা বলছিলে সে তোমার পূর্ব প্রণয়ী।

মমতা। [illegible] বলতে পারবো না। ওঃ [illegible] ভগবান! আমাকে মৃত্যু দাও—

অনু। চুপ, ঐ পাপ মুখে আর ভগবানের নাম উচ্চারণ করনা।

মমতা। বলোনা—বলোনা। তুমি আমাকে মারো কাটো, নির্যাতন কর—কোন প্রতিবাদ করবো না, শুধু ওকথা বলোনা। ভগবান সাক্ষী—আমি মনে প্রাণে সতী।

অনু। সতী! হাঃ-হাঃ-হাঃ, সতী! আমি স্পষ্ট শুনলাম সে লোকটা তোমাকে বলছে—কেমন করে ছেলের মা হলে, কে ওর জন্মদাতা, কে ওর প্রকৃত পিতা।

মমতা। আমাকে যদি এতই অবিশ্বাস—তবে কেন আমাকে গলা টিপে মারলে না? কেন আমাকে গুলি করলে না? কেন হাত ধরে বাড়ীর বাইরে বের করে দিলে না?

অনু। শুধু কলঙ্কের ভয়ে।

মমতা। তুমি বিশ্বাস কর—তুমি যা বুঝেছো সব ভুল, সব মিথ্যে। তুমি আমার একমাত্র দেবতা, আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—

(পা ধরিতে যায়)

অনু। দূর হও কালনাগিনী— [ঠেলে ফেলে দিয়ে প্রস্থান।

মমতা। ওঃ—ভগবান! স্বামীর কাছে এই কি আমার প্রেমের পুরস্কার? একদিন যে আমাকে—না-না, তার কি দোষ, দোষ তো আমার। আমিই তো তার সঙ্গে প্রতারণা করেছি। আমিই তো আলোর পিপাসা মিটাতে আলেয়ার পিছনে ছুটেছি, তাই মিথ্যা কলঙ্কের ধোঁয়ায়—আজ আমি স্বামীর কাছ থেকে অনেক দূরে-অনেক দূরে সরে গেছি। কিন্তু তুমি তো জানো ঠাকুর—আমি কি চেয়েছিলাম

বসন্তের প্রবেশ।

বসন্ত। কি'রে স্থির করলি?

মমতা। এসেছো-এসেছো তুমি, মমতার জীবনের কাল ধূমকেতু—

বসন্ত। কি বললি—আমি তোর জীবনের ধূমকেতু!

মমতা। না-না, ভুল বলেছি, তুমি আমার জীবন আলোয় ভরিয়ে দিয়েছ। তুমি যে আমার পরম হিতৈষী—হাঃ হাঃ-হাঃ···

বসন্ত। থাম-থাম, আমি তোর প্রলাপ শুনতে আসিনি।

মমতা। প্রলাপ নয় সত্যি। সত্যিই তুমি আমার হিতৈষী। তোমার জন্যই আজ আমার স্বামীর মনে ভাঙন ধরেছে, তুমি আজ তার সামনে সন্দেহের পাঁচিল তুলে দিয়েছ—তাই তো আজ আমি তার চোখে অবিশ্বাসী-কলঙ্কিনী।

বসন্ত। তবু সত্যি ঘটনা এখনও প্রকাশ হয়নি, তাই আমি যা বলছি—যা চাইছি, তা দিয়ে দে। আমি অনেক দূরে সরে যাবো। তাহলে দেখবি তোর স্বামীর মন থেকে সন্দেহের কালি মুছে যাবে। নইলে এর পর আরও আছে।

মমতা। স্বামী আমাকে কলঙ্কিনী বলেছে—এর পর আরও আছে!

বসন্ত। আছে। এর পর ছেলেও হয় তো তোকে সন্দেহ করবে। এখন বল টাকা দিবি কিনা।

মমতা। দেবো—দেবো, তুমি আমার এত উপকার করেছো—আর আমি তার প্রতিদান দেবো না। নিশ্চয়ই দেবো।

বসন্ত। তবে দে।

মমতা। আজ নয়, কাল।

বসন্ত। কাল!

মমতা। হ্যাঁ-কাল, ঠিক সন্ধ্যা ছয়টার সময় আসবে। আমি তৈরী হয়ে থাকবো। এতটাকা তোমাকে দেবো—যাতে আর কোনদিনও আমার কাছে না চাইতে হয়।

বসন্ত। ঠিক আছে। কিন্তু সাবধান, কাল এসে আবার খালি হাতে যেন ফিরে যেতে না হয়।

[প্রস্থান।

মমতা। না-না আর ফিরতে হবে না, আমি তোমার সব পাওনা একেবারেই মিটিয়ে দেবো। কাল সন্ধ্যে ছটায়—ঠিক সন্ধ্যে ছটায়—হাঃ-হাঃ-হাঃ…

পিস্তল হাতে অনুপমের পুনঃ প্রবেশ।

অনু। শয়তান আবার এসেছে! আবার এসেছে! ঐ-ঐ পালিয়ে যাচ্ছে। না-না পালাতে দেবো না, আমি ওকে—গুলি করতে যায়)

মমতা। গুলি করো না।

অনু। বাধা দিলে যে!

মমতা। দিলাম, কারণ ওকে গুলি করলে এখুনি পুলিশ ছুটে আসবে। তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। তোমার জেল হবে, ফাঁসি হবে।

অনু। ভালোই তো, ব্যভিচারের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মমতা। ওগো—তুমি।

অনু। আমি জানি সেজন্য তুমি আমাকে বাধা দাওনি, তুমি বাধা দিয়েছো তোমার ব্যভিচারের সঙ্গীকে খুন করতে যাচ্ছিলাম বলে।

মমতা। ওঃ সেই একই কথা, ব্যভিচার আমি ব্যভিচারিনী!

অনু। চোখের জল ফেলে কোন লাভ হবে না মমতা, আমি তোমাকে ধরে ফেলেছি।

মমতা। ভুল—ভুল ধরতে তুমি পারোনি। কিন্তু আমি তোমাকে ধরা দেবো। যে কথা শোনার জন্য তুমি আজ পাগল হয়ে উঠেছ—

সন্দেহের কালো তোমার মনের মধ্যে জমিয়ে তুলেছে—সেই কথাই আমি তোমাকে বলব।

অনু। বলবে! বল-বল-থামলে কেন, বল!

মমতা। বলব তবে আজ নয়, কাল সন্ধ্যে ছটায়।

অনু। কাল সন্ধ্যে ছটায়! বেশ তাই হোক, কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করব। কালই হবে তোমার সঙ্গে চির বিচ্ছেদ আর না হয় নূতন করে মিলন। [প্রস্থান।

মমতা। চির বিচ্ছেদ না হয় নূতন করে মিলন, নূতন করে মিলন না হয় চির বিচ্ছেদ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ। আমি জানি মিলনের সুর আর বেজে উঠবে না। [প্রস্থান।

অষ্টাদশ দৃশ্য

শহীদ মিনারের পাদদেশ।

শুভ্রা ও সুদীপের প্রবেশ।

সুদীপ। আহাহা তুমি অত চিন্তা করছ কেন?

শুভ্রা। চিন্তা করবোনা-তুমি কি বলছ! আমার একমাত্র দাদা আজ কি হয়ে গেল, আর আমি চিন্তা করবো না!

সুদীপ। বুঝলাম। কিন্তু চিন্তা করে কি করবে? তার চেয়ে তাকে ভালো করে বোঝাতে চেষ্টা কর।

শুভ্রা। অনেক চেষ্টা করেছি; কোন ফল হয়নি। বেশী বলতে গেলে আবার রেগে যাচ্ছে। যে দাদা আমাকে কোনদিন কড়া কথা বলেনি, সে আজ আমাকেও সহ্য করতে পারছেনা, কাছে গেলে বিরক্ত হয়।

সুদীপ। আচ্ছা, হঠাৎ অনুপমদা এরকম হল কেন ?

শুভ্রা। কিছুই বুঝতে পারছিনা। কেউ কিছু বলছেনা। বৌদি পড়ে পড়ে কাঁদছে আর দাদা শুধু মদ খাচ্ছে।

সুদীপ। আচ্ছা চল, একবার চেষ্টা করে দেখি কিছু করা যায় কিনা।

(নেপথ্যে এ্যাক্সিডেণ্ট—এ্যাক্সিডেণ্ট)

শুভ্রা। ওকি-ওদিকে অত গোল মাল হচ্ছে কেন !

সুদীপ। কেন আবার, কলকাতা শহরে হামেসাই যা হয়ে থাকে তাই হয়েছে—এ্যাকসিডেণ্ট।

রক্তাক্ত অবস্থায় বিমলের প্রবেশ।

শুভ্রা। ইস—মাথাটা একেবারে কেটে গেছে! কে—একি—তুমি! তুমি—

সুদীপ। কি হল শুভ্রা, ওকে দেখে এত চঞ্চল হয়ে উঠলে কেন··· চেন নাকি ?

শুভ্রা। চিনি—চিনি, আমার চেয়ে বেশী আর কে চিনবে। ওর সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ।

সুদীপ। তার মানে !

বিমল। কি বললে-কি বললে তুমি,—আমার সঙ্গে তোমার রক্তের সম্বন্ধ আছে ! তবে কি—তবে কি—

শুভ্রা। আমাকে চিনতে পারছোনা দাদা, আমি তোমার ছন্দা—।

বিমল। ছন্দা—আমার ছন্দা—(আলিঙ্গনা বদ্ধ হয়)

শুভ্রা দাদা—দাদা—

সুদীপ। তাহলে ইনিই তোমার সেই হারিয়ে যাওয়া দাদা?

শুভ্রা। এই আমার দাদা—আমার দাদা। একি দাদা, তোমার চোখ—!

বিমল। বর্দ্ধমানের সেই এ্যাক্সিডেণ্টে আমার চোখ হারিয়ে গেছে।

শুভ্রা। দাদা—

বিমল। ছন্দা—ছন্দা—আমি কতদিন ধরে তোকে খুঁজছি, তোর নাম ধরে গান গেয়ে কত ডাক ডেকেছি। আজ এতদিনে সে ডাক আমার স্বার্থক হয়েছে। এক এ্যাক্সিডেণ্টে তোকে হারিয়ে ফেলেছিলাম —আজ আর এক এ্যাক্সিডেণ্টে তোকে ফিরে পেয়েছি।

শুভ্রা। দাদা—দাদা, এ তোমাকে কি ভাবে দেখলাম!

সুদীপ। শুভ্রা—শুভ্রা—

বিমল। তুমি কে ভাই? তুমি কি আমার ছন্দার—

সুদীপ। স্বামী।

বিমল। আঃ—শুনেও শান্তি!

শুভ্রা। ওগো—শিগগির যাও—একখানা গাড়ীডাকো। দাদাকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

সুদীপ। আমি এখনি যাচ্ছি—

[প্রস্থান।

সুভাষের প্রবেশ।

সুভাষ। বন্ধু—বন্ধু—আমি এসেছি

বিমল। সুভাষ!

সুভাষ। একি—একি বিমল, এ তোর কি অবস্থা!

বিমল। হ্যাঁ ভাই, ট্রামে ধাক্কা লেগেছে।

সুভাষ। বিমল !

বিমল। না-না দুঃখ করিসনে ভাই, আজ আমার বড় শান্তির দিন—বড় আনন্দের দিন।

সুভাষ। একি ! তুমি, তুমি আমার দাদার ছাত্রী মানে অনুপমদার বোন শুভ্রা না !

শুভ্রা। হ্যাঁ-হ্যাঁ আমি শুভ্রা-আমিই ছন্দা।

সুভাষ। ছন্দা-তুমিই ছন্দা !

বিমল। হ্যাঁ-আমার হারিয়ে যাওয়া বোন ছন্দা। আজ এতদিন পরে আমি ওকে ফিরে পেয়েছি। এবার মরণেও আমার মহা শান্তি।

শুভ্রা। না-না ও কথা বলনা, ও কথা আমি শুনতে পারবো না। আমি তোমাকে মরতে দেবো না-কিছুতেই মরতে দেবো না !

দ্রুত সুদীপের প্রবেশ

সুদীপ। গাড়ী এনেছি শুভ্রা—।

শুভ্রা। এনেছো, চল দাদা চল···আগে তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।

[শুভ্রা ও সুদীপ বিমলকে নিয়া প্রস্থান।

সুভাষ। হে ঈশ্বর, মিলন যখন ওদের ঘটিয়েছো—আর বিচ্ছেদ ঘটিও না। [প্রস্থান।

———

উনবিংশতি দৃশ্য।

অনুপমের বাড়ী।

বিষের শিশি হাতে মমতার প্রবেশ।

মমতা। বিষ-বিষ-বিষ, আজ সব কথা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের চোখে আমি বিষ হয়ে যাবো…তাই আমার হাতে আজ বিষের শিশি। এই বিষই হবে আমার চিরশান্তি-দায়িনী, এই বিষই করে দেবে সব জ্বালার অবসান। (নেপথ্যে পর পর ছটা ঘণ্টা বাজে) ছটা বাজলো। এখুনি স্বামীর প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। হ্যাঁ-হ্যাঁ বলবো, সব কথাই বলবো, নইলে তার কাছে আমি কলঙ্কিনী হয়ে থাকবো।

অনুপমের প্রবেশ।

অনু। বল—বল মমতা সব কথা বল, তোমার কথা শোনার জন্য আমি তৈরী হয়ে এসেছি।

মমতা। বলবো বই কি, নিশ্চয়ই বলবো। বলার জন্য আমিও তৈরী হয়েছি। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

অনু। কিসের প্রতিজ্ঞা ?

মমতা। জীবনে আর কোনদিন মদ খাবে না—বল ?

অনু। ছাটস নট ইওর হেডেক। তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। এখন আমি যা জানতে চাই তাই বল। বল সেই লোকটা কে ? কেন এখানে গোপনে যাতায়াত করে ? কি সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে তার ?

মমতা। সম্বন্ধ ! তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ।

অনু। বল-বল, থামলে কেন—বল আমার সন্দেহই ঠিক?

মমতা। না—

দ্রুত বসন্তের প্রবেশ।

বসন্ত। ঠিক সময় মতই এসেছি, টাকাটা দে—

অনু। আবার এসেছো—

বসন্ত। একি তুমি! আচ্ছা আমি পরে আসবো।

দ্রুত মিঃ গুপ্তের প্রবেশ।

মিঃ গুপ্ত। ডোণ্ট ট্রাই টু রান অ্যাওয়ে, পালাতে চেষ্টা কর না—

বসন্ত। একি পুলিশ!

মমতা। আমিই নিমন্ত্রণ করে এনেছি।

অনু। এ্যারেষ্ট করুন স্যার, এ্যারেষ্ট করুন। এই শয়তান আমার চোখের ঘুম, মুখের আহার কেড়ে নিয়েছে। ওকে, তুমি—তুমি—

বসন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অনু। তুমি—বসন্ত।

বসন্ত। হ্যাঁ—আমি বসন্ত!

মিঃ গুপ্ত। হ্যাঁ—খুনী আসামী, জেল পলাতক বসন্ত চ্যাটার্জী।

অনু। তুমিই গোপনে আমার বাড়ীতে যাতায়াত কর!

মমতা। বল…আমি অসতী, আমি কলঙ্কিনী—

অনু। কেন তুমি আমাকে এতদিন একথা বলোনি! কেনই বা ও সেদিন ওসব অসংযত কথা বলেছিল!

বসন্ত। ওর হয়ে আমিই তোমার কথার জবাব দিচ্ছি অনুপমা

অনু। বল কেন তুমি বলেছ—কেমন করে তুমি সন্তানের মা হলে—

বসন্ত। যেহেতু মমতা বন্ধ্যা, বাপীর জন্ম ওর গর্ভে হয়নি।

অনু। তাহলে বাপী—

বসন্ত। আমার ছেলে।

অনু। সেকি! মমতা—

মমতা। এতদিন আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছি। আমি তোমাকে ঠকিয়েছি, তোমার সঙ্গে অভিনয় করেছি।

মিঃ গুপ্ত। চল খুনি, আর দেরী করে লাভ নেই।

বসন্ত। প্লিজ ওয়েট ফর সামটাইম মিঃ গুপ্ত। আমি জানি একবার জেল থেকে পালাতে পেরেছি বলে আর পালাতে পারবো না। এবার আরও কড়া পাহারার ব্যবস্থা হবে। জীবন জুয়ার রেস গ্রাউণ্ডে আমি হেরে গেছি। তাই যাবার সময় এদের কিছু বলে যেতে চাই।

মমতা। বল—বল দাদা, আর আমি বাধা দেবো না। আমাকে অন্ধকারে না রেখে সব কথা খুলে বল।

বসন্ত। শোনো অনুপম, একটা ছেলের জন্যে যখন তোমাদের সংসারে ভাঙন ধরতে বসেছিল, সেই সময় আমার স্ত্রী তিনমাস গর্ভবতী। আমি মমতাকে বর্দ্ধমান নিয়ে গেলাম। তারপর আমার স্ত্রীকে রাজী করিয়ে আমার সন্তান মমতাকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলাম এবং মমতা প্রেগনেন্ট বলে তোমাকে মিথ্যে টেলিগ্রাম করলাম।

অনু। বসন্ত—

বসন্ত। কিন্তু এ আমার উদারতা নয়, আমার মনের মধ্যে পাপ-ছিলো—ঐ ছেলের বিনিময়ে আমি এতদিন মমতাকে ব্ল্যাকমেল করেছি।

[illegible] ব্ল্যাকমেল করেছো মানে?

বসন্ত। মানে—মমতা যখন ছেলের মায়ায় ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছিল—সেই সময় সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমি বার বার গোপনে ওর কাছে এসেছি—ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে, সত্য ঘটনা প্রকাশ করে দেবার ভয় দেখিয়ে—ওর কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়ে গেছি।

অনু। বসন্ত—

বসন্ত। এমন কি বাপীর জন্মদিনে—আমিই মমতার আঁচল থেকে চাবি খুলে নিয়ে আভরনচেষ্ট থেকে আশী হাজার টাকা—

অনু। তুমি—তুমিই সেই ডাকাত! মমতা—

মমতা। পারিনি—পারিনি, ছেলের মায়ায় আমি সত্য ঘটনা বলতে পারিনি। আমি অবিশ্বাসী—আমি মিথ্যেবাদী—!

মিঃ গুপ্ত। হারিয়াপ মিঃ চ্যাটার্জী হারিয়াপ—

দ্রুত বাপীর প্রবেশ।

বাপী। মা—মা—আমাদের বাড়ীতে এত পুলিশ কেন?

বসন্ত। পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে বাপী।

বাপী। কে—কে তুমি!

অনু। বাপী, ও তোর—

বসন্ত। মামা—মামা—কি বল মমতা, কি বল অনুপম—আমি ওর মামা—!

মিঃ গুপ্ত। মিঃ চ্যাটার্জী—

বসন্ত। ইয়েস—আমার কথা শেষ। চলি মমতা—চলি অনুপম।

এইবার তোমরা সুখে সংসার কর। আর ভয় নেই, এই ধূমকেতু আর কোনদিনও তোমাদের কাছে আসবে না। চলুন মিঃ গুপ্ত—

[মিঃ গুপ্তসহ বসন্তের প্রস্থান।

(মমতা বিষ পান করিতে উদ্যত হয়)

অন্থু। একি করছ—একি করছ—কি খেতে যাচ্ছো—(হাত ধরে) একি—এযে বিষ !

মমতা। ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও, আর আমি এ জীবন রাখতে চাই না। এই বিষই এখন একমাত্র শান্তিবারিনী। আমাকে মরতে দাও আমাকে মরতে দাও।

বাপী। মা...মা...

অন্থু। কেন...কেন তুমি মরবে !

মমতা। আমি তোমার কাছে অবিশ্বাসী হয়ে গেছি। তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছি...ছলনা করেছি...তোমার অনেক টাকার সর্বনাশ করেছি। এসব কথা জানার পর আর তো তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারবে না।

অন্থু। কে বলেছে ভালোবাসতে পারবো না ! বরং আগে যতখানি ভালোবাসতাম এখন তার চেয়ে অনেক বেশী ভালোবাসা পাবে। (বিষ ফেলে দেয়)

মমতা। কি বলছো তুমি !

অন্থু। ঠিকই বলছি মমতা, তোমার কোন দোষ নেই...তুমি যা করেছ ভালোই করেছ। চোখের জল মুছে ফেল, বাপীকে কোলে তুলে নাও। বাপী তোমার...বাপী আমার। এসো আবার আমরা আগের জীবনে ফিরে যাই—আবার আমরা সুখের সংসার গড়ে তুলি...

[বাপীসহ উভয়ের প্রস্থান।

(যবনিকা